BanglaBook.org

বিশ্বের সেরা রহস্য উপন্যাস ॥ ১৬

মিস্ট্রি মাইল

মারগেরি অ্যালিংহ্যাম

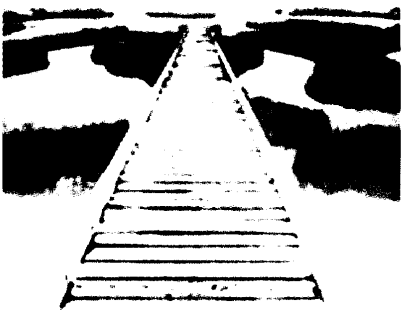

মিস্টি মাইল (১৯৩০)-ই সম্ভবত বাংলায় অনূদিত আলিংহ্যামের প্রথম উপন্যাস। সমান দরে পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত বাজি ধরতে রাজি আছি, আমেরিকান ভদ্রলোক সকৌতুকে তাঁর ইংরেজি বন্ধুর দিকে ফিরেও তাকালেন। স্বদেশাভিমুখি জাহাজ অ্যালিফ্যানটাইনের বিলাস-বহুল বিশ্রামকক্ষে বসে কথা হচ্ছিল দুজনের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আগাথা ক্রিস্টির পর আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে সফল মহিলা রহস্য-ঔপন্যাসিক মারগেরি অ্যালিংহ্যাম। জন্ম ১৯০৪ সালের ২০ মে এসেক্সের একটি সচ্ছল পরিবারে। কৈশোরে নিছক সময় কাটানোর জন্যে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই লিখতে শুরু করেন। সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রহস্যউপন্যাস এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই থেকে ১৯৬৬ সালের ৩০ জুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবিরাম লিখে গেছেন। ভাষার বলিষ্ঠতা, সূক্ষ্ম রসবোধ ও আঙ্গিকের অনন্যতায় অ্যালিংহাম নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখেন। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি রহস্য-উপন্যাসের মধ্যে *দ্য রেকর্ডিং লেডি*, *দ্য ফেস অব দ্য লেট পিস*, *করোনারস পিডজিন*, *ডেঞ্জারস ইন মোনিঙ ডেথ অফ এ ঘোস্ট*, *ফ্লাওয়ায়স ফর দ্য জাজ*, *হাইড মাই আইস*, *লুক দ্য লেডি* সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

www.BanglaBook.org

মিস্ট্রি মাইল

বিশ্বের সেরা রহস্য উপন্যাস ॥ ১৬

মিস্ট্রি মাইল

মূল : মারগেরি অ্যালিংহ্যাম

অনুবাদ : নালন্দা অনুবাদ সেল

সম্পাদনা : জাকির শামীম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঘরে বসে বই পেতে লগ অন করুন
http:// rokomari.com/nalonda
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিস্ট্রি মাইল	মারগেরি অ্যালিংহ্যাম
অনুবাদ	নালন্দা অনুবাদ সেল
সম্পাদনা	জাকির শামীম
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	জাহাঙ্গীর আলম
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	২২৫.০০ টাকা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Publisher
Mistry Mile	Margery Louise Allingham
Transleted	Nalonda Transleted Cell
Eidited	Jakir Shameem
Cover Design	Jahangir Alam
First Published	February 2017
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Phone	01552-456919
Price	225.00 Tk only
ISBN	978-984-92327-5-9
E-mail	nalonda_10 @yahoo.com

ভূমিকা

আগাথা ক্রিস্টির পর আধুনিক বিশ্বসাহিত্য, বিশেষ করে রহস্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় মারগেরি লুইস অ্যালিংহ্যাম। তাঁর জন্ম ১৯০৪ সালে লন্ডনের এসেক্সের একটি সচ্ছল পরিবারে। কৈশোরে নিছক সময় কাটানোর জন্যে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই লিখতে শুরু করেন। সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রহস্য উপন্যাস এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই থেকে ১৯৬৬ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অবিরাম ভাবে লিখে গেছেন। ভাষার বলিষ্ঠতা, সূক্ষ্ম রসবোধ ও আঙ্গিকের অনন্যতায় অ্যালিংহাম নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখেন।

আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি রহস্য উপন্যাসের মধ্যে 'দ্য রেকর্ডিং লেডি', 'দ্য ফেস অব দ্য লেট পিস', 'করোনারস পিডজিন', 'ডেন্সারস ইন মোনিঙ ডেথ অফ এ ঘোস্ট', 'ফ্লাওয়ায়স ফর দ্য জাজ', 'হাইড মাই আইস', 'লুক দ্য লেডি' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মিস্ট্রি মাইল (১৯৩০)-ই সম্ভবত বাংলায় অনূদিত আলিংহ্যামের প্রথম উপন্যাস ।

সমান ধরে পঞ্চাম ডলার পর্যন্ত বাজি ধরতে রাজি আছি ,আমেরিকান ভদ্রলোক সকৌতুকে তার ইংরেজি বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালেন। স্বদেশাভিমুখি জাহাজ এলিফ্যানটাইনের বিলাস-বহুল বিশ্রাম- কক্ষে বসে কথা হচ্ছিল দুজনের।

তিনি ১৯৬৬ সালের ৩০ জুন লন্ডনের কলচেস্টারে মৃত্যু বরণ করেন।

জাকির শামীম
ধানমন্ডি ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

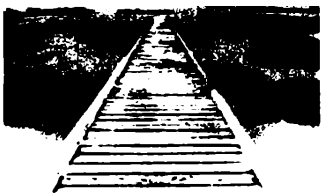

'সমান দরে আমি পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত বাজি ধরতে রাজি আছি,' আমেরিকান ভদ্রলোক সকৌতুকে তার ইংরেজ বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালেন। স্বদেশাভিমুখী জাহাজ এলিফ্যানটাইনের বিলাসবহুল বিশ্রাম-কক্ষে বসেই কথা হচ্ছিল দুজনের। দরজার একেবারে সামনে আসন নেবার ফলে বাইরের ডেকটাও পরিষ্কারভাবে নজরে পরে অনেকখানি। 'ওই বৃদ্ধ মানুষটি আগামী পনেরো দিনের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। সময়-সীমানা ছ'সপ্তায় বেঁধে দিলে আমার বাজি হারার সামান্য কোনো সম্ভাবনাও থাকতে পারে না, কিন্তু জেনে-শুনে তোমার পকেট কাটাও আমার উদ্দেশ্য নয়।'

ইংরেজ যুবকটি এতক্ষণ পাশের একটা জানালার ফাঁক দিয়ে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করছিল, সে-ও এবার চোখ তুলে প্রশস্ত হলের অপর প্রান্তে বসে-থাকা আলোচ্য বৃদ্ধের দিকে নজর দিল।

'ঠিক আছে, তাহলে ওই দশ পাউন্ড-ই কথা রইল। তার কণ্ঠে হালকা চ্যালেঞ্জের সুর। 'সভ্য নাগরিকের পক্ষে ইংল্যান্ড যে এখন কতখানি নিরাপদ জায়গা, সে-বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই।'

ইংল্যান্ড সম্পর্কে ইংরেজ-বন্ধুর এত স্বতঃস্ফূর্ত অভয়বাণী আমেরিকানের আত্মপ্রত্যয়ে একবিন্দু চির ধরাতে পারল না। 'এই অবসরপ্রাপ্ত প্রচারপতি ক্রাউডি লোবেটও যে কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যক্তি, সে-সম্পর্কে তুমি দেখছি সম্পূর্ণ অজ্ঞ! তোমাদের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী ভদ্রলোককে সত্যিই যদি প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তবে সারাক্ষণ তাকে স্টিলের সিন্দুকে চাবি বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। কাজটা যে মোটেই সহজসাধ্য নয়, তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তোমার মগজে ঢুকেছে!

বিশ্রাম-কক্ষের আর একধারে এক বকপটু তুর্কি তখন তার শেষতম শিকারটির সঙ্গে নিচু স্বরে কথাবার্তায় ব্যস্ত। জাহাজটা নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করবার পর থেকেই এই বাক্যবাগিশ তুর্কির গায়ে-পড়া আচার-আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সকলে। তাই ইদানীং প্রত্যেকেই তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত সভয়ে। এই নিরীহ-দর্শন যাত্রীটিই কীভাবে যেন ধরা পড়ে গেছে তার হাতে। বৃদ্ধ লোবেটই এখন এই তুর্কির আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু।

BanglaBook.org

'বুড়াটার সাহস আছে বলতে হবে!' তুর্কির সারা মুখে আত্মপ্রসাদের দরাজ হাসি। যেন খুব একটা মস্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর ও এখন নিজের ঝোলা থেকে বাইরে বের করছে। 'তিনি যে একজন রীতিমতো মার্কামারা ব্যক্তি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন! বিগত কয়েক মাসের মধ্যে ওই বৃদ্ধের বাড়িতে চারটে খুন হয়ে গেছে। প্রতিবারই আততায়ীর লক্ষ কিন্তু তিনি। তবে বরাতজোরে মারা পড়েছে অন্য কেউ। চার-চারবারই তিনি নিজে অবিশ্বাস্যভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন।'

যুবক সহযাত্রীটির দুচোখে বড় মাপের চশমা থাকার ফলে তার মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না, তবে তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর কান এড়াবার নয়।

'তাই নাকি! এত সমস্ত কাণ্ড ঘটে গেছে ভদ্রলোককে নিয়ে?'

সবজান্তার ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল তুর্কি। 'প্রত্যেক কাগজেই কাহিনিগুলো ফলাও করে বেরিয়েছে। প্রথমে খুন হল বৃদ্ধের সেক্রেটারি। সে-ব্যাটা শখ করে একবার তার মনিবের চেয়ারে গিয়ে বসেছিল। তখন চেম্বারে আর কেউ ছিল না। সেই সময় পেছন দিকের জানালা থেকে একটা বুলেট এসে তার মাথায় লাগে। সেই এক আঘাতেই বেচারার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া। দ্বিতীয় খুন হল বাড়ির খানসামা। সে-হতভাগা প্রচুর দামি স্কচটা গোপনে একটু চেখে দেখতে গিয়েছিল। তার ফলেই বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে। তিন নম্বর খুন হল ভদ্রলোকের গাড়ির ড্রাইভার। ভদ্রলোক তখন ঠিক ড্রাইভারের পাশেই বসে ছিলেন। সবশেষে যে প্রাণ হারালেন তিনি এই বৃদ্ধের একজন প্রতিবেশী। যখন বৃদ্ধের বাড়ির বাগানে বসে তার সঙ্গে গল্প করছিলেন এমন সময় ওপর থেকে পাউন্ড পাঁচেক ওজনের একটা ভারী পাথর প্রতিবেশীটির মাথায় এসে পড়ে।'

'খুবই আক্ষেপের ব্যাপার!' চশমাধারী যুবকের কণ্ঠে গভীর বিষাদের সুর। 'এ ধরনের রসিকতা যে করতে পারে, তার প্রবৃত্তিও যে কত নীচ সেটা সহজেই অনুমেয়।' অল্প চিন্তা-ভাবনার পর আবার যুবকটির কৌতূহলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ভদ্রলোক নিশ্চয় আমার মতোই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বায়ু পরিবর্তনে বেরিয়েছেন?'

কথাবার্তা চালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে প্রৌঢ় তুর্কিটি বেশ খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এলো যুবকটির পাশে। গলার স্বরও এখন বেশ চাপা।

'লোকে বলে বুড়ার ছেলে মার্লো লোবেটই নাকি একগুঁয়ে বাপকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে গেলে হয়তো বাপের প্রাণটা বাঁচতে পারে, এই আশায়। তবে বুড়ার সাহস দেখে বলিহারি! নিজের বিপদ সম্পর্কে একেবারে বেপরোয়া!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' এবারে যুবকটিও অকপটে ঘাড় দোলাল। 'আর বৃদ্ধের পাশে ওই যে দুজন বসে আছে, তারাই কি ওই ভদ্রলোকের ছেলে আর মেয়ে?'

BanglaBook.org

'আমি তো সেই রকমই শুনেছি। দুজনকে দেখতেও নাকি খুব সুন্দর। বিশেষ করে মেয়েটির সঙ্গে তো অনেক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রতারকা লিলিয়াস গিশের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। অবশ্য আমি এখনও ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি।

'আমিও মেয়েটিকে দেখার সুযোগ পাইনি। এমনকি এখনও ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখের দৃষ্টি খুবই খারাপ। দূরের জিনিস সম্পূর্ণ ঝাপসা ঠেকে।' একটু থেমে যুবকটি এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, 'এদের কনসার্ট কখন শুরু হবে, বলতে পারেন?'

তুর্কি ভাবল যুবকটি হয়তো তাকে উৎসাহ দেবার জন্যই এই সমস্ত প্রশ্নমালা খুলে বসেছে। ভালো একজন সঙ্গী পাওয়া গেল গালগল্পের। এবার তাহলে আইন-সঙ্গতভাবে পরিচয়ের পালাটা চুকিয়ে ফেলা দরকার। এই ভেবে মৃদু হেসে নাম বলল নিজের। 'আমার নাম বারবার। আমি ফারুগুসন বারবার।

পরক্ষণেই দারুণ একটা ধাক্কা খেল তুর্কি। ও হতাশভাবে লক্ষ করল, নবীন সহযাত্রীটি এখন আর তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। বেআক্কেলে ছোকরাটা ইতিমধ্যে তার ডিনার-জ্যাকেটের লম্বা পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেমক্কা একটা ছোট সাদা ইঁদুর বের করে এনেছে। এবং সেই মূল্যবান ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে সযত্নে বাঁ হাতের তালুর উপরে রেখে ডান হাত দিয়ে তাকে আদর করতে ব্যস্ত। আলতোভাবে প্রাণীটির লেজ ধরে তুর্কির নাকের সামনেও দুলিয়ে দিল বার কয়েক।

'সত্যিই খুব সুন্দর প্রাণী—তাই না?' যুবকটি যেন নিজের মনেই বকে চলল খানিকক্ষণ। 'একজন কেবিন-পরিচারক এটা আমাকে উপহার দিয়েছিল। ছেলেটা আদর করে এর নাম রেখেছিল হেগ। আমিও এই নামে ডাকি।'

যুবকটির দৃষ্টি এবার এক নতুন দিকে আকৃষ্ট হল। হলের শেষ প্রান্তে প্রশস্ত মঞ্চের উপর এক স্বর্ণকেশী তরুণী গিটার বাজাচ্ছিল একা একা। সেই সুরের মায়াজালেই বাঁধা পড়ল তার মন। তুর্কীটা অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করল, বর্তমানের এই সমস্ত প্রমোদ-অনুষ্ঠান খুবই নিষ্প্রাণ ও চাকচিক্যহীন। এবং এ বিষয়ে এলিফ্যানটাইনের পরিচালক-সমিতির কাছে অভিযোগও জানানো হয়েছে মৌখিকভাবে। খুব শিগগিরই তারা এগুলো আরও বর্ণাঢ্য করে তোলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু মনোযোগী শ্রোতাকে কোনোভাবেই এই সুর-লহরীর ফাঁদ থেকে বের করে আনা গেল না।

গিটারের মূর্ছনা ধীরে ধীরে থেমে যাবার পর উদ্যোক্তাদের একজন মাইকের সামনে এগিয়ে এসে পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচীর ঘোষণা করলেন। 'এবারে খেলা দেখাবেন, বিশ্ববিখ্যাত জাপানি জাদুকর সৎসুমা। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখন এই জাহাজেরই একজন যাত্রী। মি. সৎসুমা তার পুরো দল নিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছেন। সেই কারণেই সৎসুমার সঙ্গে এমন একটা চুক্তি করা সম্ভব হয়েছে।'

BanglaBook.org

ঘোষণাটি শেষ হওয়ামাত্র আরও অনেকের সঙ্গে বারবার-এর এই নবীন সঙ্গীটিও সজোরে তালি বাজিয়ে অভিনন্দন জানাল ঘোষককে। এটা যেন তার কাছে একেবারেই অভাবিত। 'সত্যিই খুব মজার ব্যাপার হবে!' সস্নেহে হেগের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে প্রসন্ন চিত্তে তুর্কির দিকে ফিরে তাকাল ও। 'আমার হেগও খুব আনন্দ পাবে ম্যাজিক দেখে। এটা ওর জীবনে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, তাই নয় কী?'

এ ধরনের বুরবাকের সঙ্গে বাতচিতা করা উচিত হবে কি না, সে-বিষয়ে তুর্কির মনেও ঘোর সংশয় দেখা দিল। এখনও অদূরে মঞ্চে সৎসুমার আবির্ভাব ঘটেনি বটে, তবে জোর কদমে তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেছে। দর্শকবৃন্দও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকরের জন্য। জাদুকর যেসব সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে তার বিখ্যাত খেলাগুলো দেখাবেন, সেগুলোও জায়গাতো সাজিয়ে ফেলা হল স্টেজের উপর। জাদুকর সৎসুমার মতো তার উপকরণের জলুসও কিছু কম নয়। এর ফলে শুরু থেকেই দর্শকদের মনে একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। কৌতূহলের মাত্রাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

তোড়জোড় শেষ হবার পর একসময় রঙ্গমঞ্চে জাদুকরের আবির্ভাব ঘটল। স্টেজের সামনের দিকে এগিয়ে এসে ধনুকের মতো নত হয়ে স্বদেশি প্রথায় প্রথমে সকলকে অভিবাদন জানালেন তিনি। জাপানিদের মধ্যে সৎসুমাকে ঈষৎ দীর্ঘই বলা চলে। গায়ের রং কিছুটা তামাটে। দুচোখে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। তবে সমগ্র দেহের তুলনায় মুখটা কিঞ্চিৎ ছোট।

প্রথমে কয়েকটা সাধারণ হাতের কৌশল দেখিয়ে জাদুকর তার আসল ভেলকি শুরু করলেন। তারপর বেশ কিছু মায়া-বিভ্রমের খেলা দেখিয়ে অবাক করে দিলেন সকলকে। এমনকি খুঁতখুঁতে স্বভাবের তুর্কির যে ঘনঘন সোৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সমস্ত হলটার মধ্যেই এখন এক হৃদ্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। বৃদ্ধ লোবেটও ছেলেমানুষের মতো দু'চোখ একরাশ কৌতূহল নিয়ে একদৃষ্টে জাদুকরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সব শেষে শুরু হল সৎসুমার সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুর খেলা—লাগ ভেলকি। এই বিশেষ খেলাটা শুরু করবার আগে সৎসুমা সর্বসমক্ষে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না। মঞ্চের একবারে সামনের দিকে এগিয়ে এসে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চললেন—

উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে যে বিশেষ খেলাটি আপনাদের আমি দেখাব তার পোশাকি নাম লাগ্ ভেলকি। আমি-ই এই খেলাটির উদ্ভাবক। এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো জাদুকরই এর রহস্য

BanglaBook.org

ভেদ করতে পারেননি। এই সূত্রে জাহাজের বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আপনাদের সামনে এ খেলা দেখানো সম্ভব হতো না! কথা বলতে বলতে কয়েক পা বাঁ-দিকে সরে গিয়ে সৎসুমা স্টেজের উপর দাঁড়-করানো একটা স্টিলের আলমারির পাল্লা দুটো টেনে খুলে ফেললেন। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল আলমারির ভিতরটা। আলমারিতে কোনো তাক নেই । সমস্তটাই ফাঁকা। তার মধ্যে একটা মানুষ অনায়াসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। দু,পা সামনে এগিয়ে আবার দর্শকদের দিকে সোজাসোজি ফিরে তাকালেন জাপানি জাদুকর। 'আমি এখন আপনাদের মধ্যে একজনকে—মনে করুন, এই ভদ্রলোককে একবার আমার আলমারির ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবার অনুরোধ জানাব।' জাদুকর মৃদু হেসে হতচকিত তুর্কির দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। 'তারপর পনেরো সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করে রাখব পাল্লা দুটো। পরে আলমারি খুলে আপনারা ভদ্রলোকের আর-কোনো হদিস পাবেন না। শুধু আলমারি কেন, সারা জাহাজটাই আপনার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে পারেন। আপনাদের অনুসন্ধান শেষ হবার পর আমি ফের এই পাল্লা দুটো পনেরো সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করে দেব । পনেরো সেকেন্ড বাদে এই আলমারির মধ্যেই আপনারা নিখোঁজ ভদ্রলোককে অক্ষত দেহে খুঁজে পাবেন। এমনকি এতক্ষণ ধরে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে ছিলেন, সে-বিষয়ে ভদ্রলোক কোনো আলোকপাতও করতে পারবেন না। যদি পারেন, তবে আমি আপনাদের চোখের সামনেই এই সুনীল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব।'

অঙ্গভঙ্গি-সহকারে পাশের খোলা জানালা দিয়ে অসীম জলরাশির দিকে ইঙ্গিত করলেন সৎসুমা। 'এখন বলুন, আপনাদের মধ্যে কে প্রথম অদৃশ্য হতে চান! আপনি?' জাদুকরের চোখের দৃষ্টি এখনও সেই একইভাবে তুর্কির দিকে নিবদ্ধ।

'আমি! না—না!' তুর্কির সারা মুখে অপ্রস্তুতের হাসি। 'আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। শরীরের উপর এত সব ধকল পোষাবে না।'

সৎসুমা ঈষৎ হেসে তুর্কীকে পরিত্যাগ করে আর সকলের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তুর্কির সেই নবীন সঙ্গীটি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি—আমি অদৃশ্য হতে চাই!' নির্বোধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল চশমাধারী যুবকটি, একবার স্তম্ভিত তুর্কির মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আমার হেগও নিশ্চয় এতে খুব মজা পাবে।'

দর্শক আসনের মাঝখানে সরু রাস্তা দিয়ে যুবকটি ব্যস্ত পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ লোবেটও উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ার ছেড়ে। দেখা গেল, তার কৌতূহলও কিছু কম নয়। মার্লো লোবেট অবশ্য পিতার এই

BanglaBook.org

অত্যধিক কৌতূহল প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি, যথাসাধ্য বাধাও দিয়েছিল বৃদ্ধকে। কিন্তু একরোখা লোবেট কোনো নিষেধে কর্ণপাত না করে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে।

দুজনকেই হাসিমুখে মঞ্চের উপর আহ্বান জানালেন জাদুকর।

'আসুন—আসুন, আপনাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছাই আমি পূরণ করব, তবে একে একে। যিনি প্রথমে এসেছেন অগ্রাধিকার তারই প্রাপ্য।'

বৃদ্ধ লোকটাকে লক্ষ করেই সৎসুমা কথাটা শেষ করলেন, এবং বৃদ্ধ লোবেটও সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে আলমারির দিকে পা বাড়ালেন।

এবারে যুবকটি যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তার পোষা প্রাণীটির দিকে জাদুকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে করুণ কণ্ঠে অভিযোগ জানাল, 'প্রথম সুযোগ থেকে হেগকে বঞ্চিত করলে ও যে কী পরিমাণ আশাহত হবে—! বিশেষত আজ ওর জন্মদিন। এমন দিনে আমি কিছুতেই ওর মনে এত বড় আঘাত দিতে পারব না। আপনি যদি স্যার দয়া করে আমার পোষা হেগকে অন্তত প্রথমে যাবার সুযোগ করে দেন—'

দর্শকবৃন্দ এই মূর্খের প্রলাপ শুনে হেসে উঠল হো-হো করে। এটা যেন আজকের এই আনন্দের হাটে এক বাড়তি সংযোজন। সৎসুমাও কীভাবে এর মোকাবিলা করবেন চট করে খুঁজে পেলেন না। বিশেষত ইংরেজিতে তিনি খুব একটা পাকাপোক্ত নন। ভাব প্রকাশের জুৎসই ভাষা খুঁজে পেতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। একবারের জন্য মনে হল, ছোকরা হয়তো এখন কিঞ্চিৎ মত্ত অবস্থায় আছে।

সৎসুমা এবার যুবকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই দর্শকদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'তাহলে ভদ্রহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই উৎসাহী বৃদ্ধকেই সর্বপ্রথম আমার আলমারির মধ্যে পদার্পণ করবার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

এর মধ্যেই বৃদ্ধ লোবেট আলমারির দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন, কিন্তু খ্যাপাটে যুবকটি কোনোমতে নিবৃত্ত করা গেল না। নিতান্ত অশোভনভাবে বৃদ্ধকে কনুইয়ের ধাক্কায় এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সে সোজা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে এবং জাদুকর কোনোরকম বাধা দেবার আগেই ওর হেগকে আলতোভাবে আলমারির মধ্যে ছুঁড়ে দিল!

পরমুহূর্তেই দারুণ ত্রাসে লাফিয়ে সরে এলো আলমারির সামনে থেকে। তার চশমাটাও বেমানানভাবে ঝুলে পড়েছে নাকের উপর। আলমারির ভিতর থেকে 'হিস' করে একটা চাপা শব্দ উঠল। দর্শকদের কানেও তার রেশ গিয়ে পৌঁছল। সেই সঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীর অসহায় করুণ আর্তনাদ।

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রত্যেকেরই যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল, অসহায় ইঁদুরটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে কুঁকড়ে গেল সকলের চোখের সামনে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল সামরিকভাবে। পরিস্থিতির গুরুত্বটা ঠিকমতো মগজে ঢুকতে মিনিট দু-চার সময় লাগল তাদের। দর্শকদের মধ্য থেকে মার্লোই সর্বপ্রথম নিজের আসন ছেড়ে ছুটে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়াল। তার দুচোখের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি আলমারির ভিতরের কালো পোড়া দাগটার দিকে নিবদ্ধ।

ছিটগ্রস্ত যুবকটি সম্বিত ফিরে পেল এতক্ষণে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। সেইসঙ্গে আলমারির দিকেও ঝুঁকে পড়ল খানিকটা। 'আমার হেগ! হতভাগ্য হেগ! ওর কী দশা হল!'

এবারে বৃদ্ধ লোবেট শক্ত হাতে যুবকের একটা কাঁধ চেপে ধরলেন। 'মূর্খের মতো আলমারির দিকে ঝুঁকো না। এর সঙ্গে যে এখন উচ্চশক্তির বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটে আছে সেদিকে কি তোমার কোনো হুঁশ নেই! তোমার হেগও মারা পড়েছে এই কারণে।'

বৃদ্ধের এই শেষের কথায় যেন নতুন করে চমক ভাঙল সকলের। একটা উত্তেজিত চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত হলের মধ্যে। একজন মহিলার ভয়ার্ত চিৎকারও কানে ভেসে এলো।

উদ্যোক্তাদের অনেকেই এবং জনা কয়েক কর্মরত অফিসারও ইতিমধ্যে মঞ্চের উপরে উঠে এসেছেন। হলের মধ্যে গোলমাল, চেঁচামেচি এবার বাড়তে শুরু করল। চারজন অফিসার বৃদ্ধ লোবেট ও তার পুত্রকে ঘিরে রেখে দিয়েছেন। জাদুকর সৎসুমা ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-মুখ নেড়ে কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন দর্শকদের। কিন্তু আধা-জাপানি ও আধা-ইংরিজি ভাষায় তিনি ঠিক কী বলতে চাইছেন তা কারোর বোধগম্য হল না।

পোষা ইঁদুরের শোকে ম্লান-বিবর্ণ যুবকটির প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম। এমনকি বাক্যবাগিশ তুর্কিও কথা বন্ধ করে সভয়ে তাকিয়ে আছে আলমারিটার দিকে। কিছু আগে সকলের কাছে যেটা খেলার বস্তু হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন সেটাই যেন দারুণ এক ত্রাসের সামগ্রী। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতিতে তবু কিছুটা শান্ত হল পরিস্থিতি। ভদ্রলোক জাতে আইরিশ, চেহারাটাও বেশ জাঁদরেল ধাঁচের। চোখ-মুখ গম্ভীর, থমথমে। একপলকে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে তিনি অন্য সকলের দিকে ফিরে তাকালেন।

'এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে জড়িত, কেবল তারা ছাড়া অন্যেরা দয়া করে লাউঞ্জের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। দুর্ভাগ্যক্রমে বৈদ্যুতিক সংযোগে কোথাও কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে গেছে। ভিড় পাতলা না হলে আমরা

BanglaBook.org

সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাচ্ছি না।' তারপর জাদুকর সৎসুমাকে উদ্দেশ করে অভিযোগের সুরে বললেন, 'আপনার এই আলমারির নিশ্চয়ই কোনো খুঁত আছে। এসব বিষয়ে আপনার আরও সচেতন থাকা উচিত । আর একটু হলেই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকত না!'

সৎসুমা বেশ জোরের সঙ্গেই এ অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা করলেন, তবে দুর্বল ভাষার জন্যই তার প্রতিবাদ কারো মনে দাগ কাটল না।

ক্রমে ক্রমে হলের ভিড় পাতলা হয়ে এলো। মার্লো লোবেটের মানসিক উৎকণ্ঠা তখনও কাটেনি।

'আমার বাবাকে খুন করবার জন্য এটা কোনো নতুন ধরনের ষড়যন্ত্র নয় তো!' চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চোখ তুলে প্রশ্ন করল মার্লো। 'এর আগেও চার চারবার আমার বাপি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে। মনে হচ্ছে এটা সেই রকমের একটা অপচেষ্টা। যদি জানতে পারা যায় ঠিক কার ওপর এই ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া ছিল—অর্থাৎ কার ত্রুটির জন্য–

'না—স্যার, এখানে ব্যক্তি-বিশেষের দায়-দায়িত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, পুরো ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।' মঞ্চের পুরু কার্পেটের উপর লম্বা হয়ে ছড়িয়ে-থাকা একটা বৈদ্যুতিক তারের দিকে মার্লোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি, 'এই আলমারির নিচের দিকের এক জায়গা কোনোভাবে নষ্ট যাওয়ায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হবার সুযোগ হয়, আর দৈব-দুর্বিপাকে আলমারির সেই অংশের সঙ্গে তারটার যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু—' ভ্রূ কুঁচকে এবার তিনি মার্লোর ভাবনা-কুটিল মুখের দিকে তাকালেন, 'আপনার বৃদ্ধ পিতাকে কেউ হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, আপনি নিশ্চয়ই তেমন কোনো অভিযোগ করছেন না? তা ছাড়া তিনি-ই যে এই আলমারির মধ্যে প্রথম পদার্পন করতে যাবেন, সেটাও আগে থেকে কারোর জানা থাকবার কথা নয়।' চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজে অবশ্য এই ঘটনায় রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবে আচার-ব্যবহারে সেটা তিনি গোপন রাখবার চেষ্টা করলেন। তার উপর বড় ধরনের কোনো বিপদের হাত থেকে যখন রক্ষা পাওয়া গেছে তখন কতৃপক্ষের স্বার্থে এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো প্রচার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বৃদ্ধ লোবেটও এবার শান্ত করার চেষ্টা করলেন ছেলেকে।

'এসব কথা আলোচনা করার এটা উপযুক্ত সময় নয়।' চাপা সুরে তিনি মার্লোকে বললেন। 'কেউ নিশ্চয় আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, সে জানে এই জাতীয় কোনো প্রস্তাব আমি কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারব না। তবে এ বিষয়ে আপাতত কোনো উচ্চবাচ্য না করাই যুক্তিসঙ্গত।'

BanglaBook.org

শোকে মুহ্যমান যুবকটির দিকেও এতক্ষণে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। 'কী ব্যাপার, আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এভাবে ভিড় করে দাঁড়ালে আমাদের পক্ষে কাজে হাত দেওয়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে!'

যুবকটি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মঞ্চ থেকে নেমে যাবার জন্য পা বাড়াল। মার্লো লোবেট দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল তাকে।

'আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।' মার্লোর কণ্ঠে অকপট বিনয়ের সুর। 'আপনার সঙ্গে আমার আরও কিছু জরুরি কথা আছে। আমরা যে আপনার কাছে কী পরিমাণ ঋণী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোথা থেকে যে দেবদূতের মতো আপনার আবির্ভাব ঘটল—আপনি কে? আপনার পেশাই বা কী?

ম্রিয়মাণ যুবকটিকে আরও বোকা বোকা ঠেকল। তার চোখ-মুখও যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বরে জড়তার আভাস কান এড়ায় না।

'না—না, আমি দেবদূত-টেবদুত কেউ নই। আমি খুবই নগণ্য, খুবই সাধারণ একটা মানুষ।' এ পকেট ও-পকেট হাতড়ে অবশেষে একটা কার্ড বের করল যুবকটি। 'এই দেখুন না, আমার কার্ড। এতেই সব ইতিবৃত্ত লেখা আছে। এর থেকে বুঝতে পারবেন মানুষ হিসেবে আমি কত তুচ্ছ—নগণ্য।'

কার্ডটা কোনোরকমে মার্লোর হাতে ধরিয়ে যুবকটি সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুটা দ্বিধান্বিত চিত্তেই হাতের কার্ডটার দিকে নজর দিল মার্লো। খুবই সাদা-মাটা একটা কার্ড। তার মধ্যে কালো হরফে লেখা—

মি. অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন
আপনার সর্ববিধ ঝুট-ঝামেলায় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। কোনো অশ্লীলতা বা নোংরামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অর্থও কোনো প্রতিবন্ধক নয়। শুধুমাত্র উপযুক্ত মামলাই বিবেচ্য।

পাফিনস ক্লাব
দ্য জুনিয়র গ্রেস

কার্ডের উলটো পিঠে হাতে লেখা একটা ফোন নম্বর।

পুরো আধঘণ্টা প্রাণান্তকর চেষ্টার পর অপারেটরের মাধ্যমে মার্লো লোবেট তার অভীষ্ট নম্বরের লাইন পেল। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা পরিচিত ঠেকল না। অপর প্রান্ত থেকে একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ভেসে এলো;

BanglaBook.org

'অ্যাফ্রোডাইট গ্লু ওয়ার্কস কোম্পানি—'

হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্লো। 'আমি চাই রিজেন্ট ০১৩০০।'

'হ্যাঁ—এটাই। আপনি কাকে খুঁজছেন?'

মার্লো তার হাতে ধরা কার্ডটার দিকে বিমর্ষ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। আগে—মনে হয়েছিল যে অদ্ভুত লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে জাহাজের মধ্যে অভিশ্বাস্যভাবে তার বাবার প্রাণ বাঁচাল, সে হয়তো তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে। এখন সেই আশাটাই ধীরে ধীরে মায়া মরীচিকার রূপ ধারণ করছে।

'আমি মি. অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়নের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।'

'ও হো, তাই বলুন!' কণ্ঠস্বর এবার কিছুটা নরম, মোলায়েম। অনুগ্রহ করে যদি স্যার আপনার নামটা আমাকে জানান!'

ঈষৎ বিভ্রান্ত চিত্তে ওমার্লো নিজের নাম বলল, অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর এখন আরও বেশি ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। 'নির্দেশটা মন দিয়ে শুনুন স্যার। বলল স্ট্রিটের থানা নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। একেবারে পিকাডেলির ঠিক মুখেই। ওই বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা ছোট দরজা দেখতে পাবেন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই বাঁ দিকে ঘোড়ানো সিঁড়ি। ক্যাম্পিয়নের ফ্ল্যাট দোতলায়, সিঁড়ির ডান দিকে। দরজার গায়ে ওর নামের প্লেটও ঝোলানো আছে। অনুগ্রহ করে দর্শন দিলেও খুব বাধিত হবে স্যার। তাহলে এই কথায় রইল। শুভ বিদায়।'

অপর প্রান্তে থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ ভেসে এলো।

মার্লোর বোন সোফিয়াও এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার প্রস্ফুটিত অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যেও একটা বিষাদের ছায়া ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

'কী হল দাদা, লোকটার সাড়া পেলি?' সোফিয়ার কণ্ঠে উদ্বেগ। 'আমি যে কী ভীষণ ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি—'

মার্লো সস্নেহে বোনকে নিজের কাছে টেনে নিল। 'ভয় পাসনি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাপ্পির একগুঁয়ে জেদই বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমি অবশ্য ক্যাম্পিয়ন লোকটার ওপর কিছু আশা-ভরসা রেখেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে— মাঝপথে থেমে গিয়ে ঠোঁট ওলটাল মার্লো। তারপর সুর পালটে বলল, 'শেষ পর্যন্ত ঠিকানা যখন একটা পেয়েছি তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি দাদা, এখানকার কাউকে আমরা চিনি না। এটা হয়তো কোনো ফাঁদও হতে পারে!'

'আমার তা মনে হয় না।' মার্লো ধীরে মাথা নাড়ল।

BanglaBook.org

এ আশ্বাসে সোফিয়া বিশেষ ভরসা পেল না। 'আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

'না,' মার্লোর কণ্ঠে স্পষ্টতই প্রতিবাদের সুর। 'খুব সম্ভব আমাকে এখন বুনো হাঁসের পেছনে ছোটাছুটি করতে হবে। তুই ঘরে থেকে বাপ্পির দেখাশুনা করবি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এক পা কোথাও বাইরে বেরুতে দিবি না।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।' সোফিয়ার দুচোখে অসহায় ছায়া। 'তবে তুই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি কিন্তু।'

স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি ধরে পিকাডেলি পৌঁছতে মার্লোর বিশেষ কোনো অসুবিধা হল না। ক্যাম্পিয়নকেও নির্দিষ্ট ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া গেল। বন্ধ দরজার টোকা দিতেই যে এসে দোর খুলে সামনে দাঁড়াল সে-ই স্বয়ং ক্যাম্পিয়ন। তার চোখে-মুখে সাদা সিধে গোবেচারি ভাব এখনও আগের মতোই অটুট আছে।

'আসুন—আসুন,' হাসিমুখে ক্যাম্পিয়ন মার্লোকে ভিতরে আহ্বান জানাল। 'নিশ্চয়ই শহর দেখতে বেরিয়েছেন? ঐতিহাসিক লন্ডন টাওয়ারের পর এ শহরে আমিই দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য। আমর অন্তত সেই রকমেই ধারণা।'

গৃহকর্তার পিছন পিছন ছোট বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে এসে ঢুকল মার্লো। তাপচুল্লির ধারে একটা গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে তাকে বসতে বলল ক্যাম্পিয়ন। এবং অতিথি কিছু বলার আগেই এক পাত্র সুস্বাদু ব্র্যান্ডি এনে তার সামনে টেবিলের উপর রাখল। তারপর কিছু দূরে আর-একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'থানার ওপর ফ্ল্যাট নিয়েছি দেখে আপনি হয়তো মনে মনে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। এর প্রধান কারণ, কেউ-কেউ আমাকে বিশেষ নেক নজরে দেখে থাকে। তাদের অনেকের স্বভাব-চরিত্রেও রীতিমতো সন্দেহজনক। তাই দৈহিক নিরাপত্তার তাগিদেই আমি এমন একটা আশ্রয় বেছে নিয়েছি।

নিজের সমস্যায় আপাদমস্তক জর্জরিত হয়ে থাকলেও মার্লোর কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি আপনা থেকেই একবার ঘরের চারধারে ঘুরে গেল। ঘরটা আয়তনে বেশ বড়, তবে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রের এত বিপুল সমাবেশ যে জায়গা অনেক কম বলে মনে হয়। আসবাপত্রগুলোও ছিমছাম, ঝকঝকে-তকতকে।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা ঠিকভাবে বুঝে নেবার পর মার্লো আবার গৃহস্বামীর দিকে মন দিল। 'দেখুন মি. ক্যাম্পিয়ন, আমি এখন লন্ডন টাওয়ার দেখতে বেরোইনি, শেষ ভরসা হিসেবেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'তাই নাকি!' ক্যাম্পিয়নের মুখ দেখে তার মনের হদিস পাওয়া শক্ত। 'যে কোনোভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি। বিশেষত পুলিশ-কর্তৃপক্ষ যখন তেমন কোনো আশা-ভরসা দিতে পারল না!'

মার্লোর দুচোখে বিস্ময়ের ছায়া। 'আমি যে পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি টের পেলেন কী করে?'

BanglaBook.org

'নিছক অনুমান।' ক্যাম্পিয়ন মৃদু হাসল। 'আর এ ক্ষেত্রে এমন অনুমান খুব একটা অসঙ্গত নয়।'

'তা অবশ্য ঠিক।' ঘাড় নেড়ে সায় দিল মার্লো। 'আর পুলিশও বাবার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।'

'আমি তাদের খুব একটা দোষ দিই না।' সহজভাবেই ক্যাম্পিয়ন তার নিজের অভিমত ব্যক্ত করল। 'আপনাদের নিউ ইয়র্কের পুলিশ-কর্তৃপক্ষও তো সুনিশ্চিত কোনো আশার বাণী শোনাননি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মার্লো মাথা দোলাল। 'আর সেই কারণেই আমি বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। ওখানে বাবা একবারে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় তারা বাবাকে খুন করতে পারত। দোষটা যদিও সম্পূর্ণ বাবার নিজের। কোনো যুক্তি দিয়েই তাকে বশ মানানো যায় না। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নিতে তার দারুণ অনীহা। আজ সকালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চিফ ইন্সপেক্টর মি. উডের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। বাবার ব্যাপারে তিনি সারাক্ষণের জন্য একজন সশস্ত্র দেহরক্ষীও বরাদ্দ করতে চাইলেন, কিন্তু আমার বাবাকে আমি খুব ভালোই চিনি। এমন একটা প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মতি দেবন না। মি. উডকেও সে-কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম। অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি আমার কাছে আপনার নাম সুপারিশ করলেন। বললেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আপনিই-ই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।'

এত বড় মানপত্রেও ক্যাম্পিয়নের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না। শুধু চোখের মণি দুটোই সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'যারা আপনার বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আপনি নিশ্চয়ই তাদের চেনেন?'

মার্লো লোবেট সরাসরি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই উত্তর দিতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। গলার স্বরও একটু যেন কাঁপা কাঁপা।

'সিমিস্টার।'

মিনিট খানেক কেউ কোনো কথা বলল না, অবশেষে মার্লোই ফের নিজের কথার খেই ধরে মুখ খুলল। ওর দুচোখে গভীর উদ্বেগ। 'মি. ক্যাম্পিয়ন, এই সিমিস্টার সম্পর্কে আপনি কী কিছু জানেন? লোকটা আসলে কে? সে কী কোনো শক্তিশালী গুন্ডাদলের অধিনায়ক, অথবা ঠগ-জোচ্চরদের গুরু? নাকি কোনো একজন ব্যক্তি, যে সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতার জোরে অপরাধ-জগতের চূড়োয় উঠে বসে আছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ রেকর্ডে সিমিস্টারের ইতিবৃত্ত একশ' বছরের পুরনো। বিগত একশ' বছরে বহুবারই নানাভাবে এই অভিশপ্ত নামটার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এখন ওদের ধারণা, এই নামে পৃথিবীতে কেউ নেই। কোনোদিন

BanglaBook.org

ছিলও না। খুব সম্ভবত কোনো ক্ষমতাশীল খুনে গুন্ডার দলই নিজেদের প্রয়োজনে এই নামটার ব্যবহার করে থাকে। সমস্ত বিষয়টাই এত রহস্যময়, এত বিভ্রান্তিকর—! আচ্ছা, জ্যাক দ্য রিপারের মতো সিমিস্টারও কী কোনো প্রবাদ-পুরুষ? সত্যিই কী তার কোনো অস্তিত্ব আছে দুনিয়ায়?

ক্যাম্পিয়ানের ঠোঁটের ফাঁকে বিষাদের ম্লান হাসি ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ—আছে, পৃথিবীর কোনোখানে সিমিস্টার মানে কেউ একজন আছেন। এবং এটা খুব নিশ্চিতভাবেই সত্য। সে হয়তো কোনো শয়তান হতে পারে—অথবা কোনো শয়তানের পেতাত্মা। তবে তার যে প্রচণ্ড রকমের অশুভ ক্ষমতা আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সিমিস্টার সম্পর্কে আমিও একসময়ে অনেক অনুসন্ধান করেছি, এমনকি তার দলের দু-একজনের সঙ্গেও আমার গোপন আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেউ-ই কোনোদিন তাকে চাক্ষুষ দেখেনি। তাদের স্থির বিশ্বাস, সিমিস্টার অলক্ষ্যে থেকেও সকলের ওপর সমানভাবে নজর রাখে। কেউ কখনও তার শকুনদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।'

মার্লো অস্বস্তিতে চেয়ারের উপর নড়েচড়ে বসল। 'আমি-ও তাই শুনেছি। এবং শেষ ভরসা হিসেবেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আপনি কি আমার জন্য সত্যিই কিছু করতে পারবেন?'

ক্যাম্পিয়ন উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মার্লোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটা বিষয়ে আমি এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়ে গেছি। আপনার বৃদ্ধ বাবার ওপরই বা তাদের এত নেকনজর কেন?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মার্লো। 'এ ব্যাপারে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারব না। সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। বাবাও এ সম্পর্কে একেবারে মুখ খুলতে চান না। তবে আমি গোপন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, জীবনভর বাপি একা এই অদৃশ্য সিমিস্টারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন। তারা অবশ্য প্রথম প্রথম বাবাকে বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি, কিন্তু স্টেনওয়ে মামলার পর রাতারাতি পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এই মামলার বিচারের ভার অবশ্য বাবার ওপর বর্তায়নি, কারণ তিনি একবছর আগেই বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন, তবে সরকারি পক্ষের কৌসুলিকে নানান উপদেশ ও তথ্য-প্রমাণ যুগিয়ে সাহায্য করেছিলেন অক্লান্তভাবে। এরপর থেকে ওরা হঠাৎ বাবার ওপর এত ভীষণ বিরূপ হয়ে ওঠে। গত ছ'মাস ধরে আমরা যে কি নিদারুণ দুঃখের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি—'

'সেটাও সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়।' ক্যাম্পিয়নের দুচোখে প্রাজ্ঞ হাসি। 'ওরা কোনো শুভেচ্ছা-সমিতির সদস্য নয়। তাহলে এ সম্পর্কে এইটুকুই কি আপনার জ্ঞানের সীমা?'

BanglaBook.org

অল্প ইতস্তত করল মার্লো। ওর কেমন সন্দেহ হল, মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি ওর অন্তর পর্যন্ত বিদ্ধ করছে। অনুভূতিটা যথার্থই অস্বস্তিকর।

'হ্যাঁ—মানে বাকি যেটুকু অবশিষ্ট তা সবই অনুমাননির্ভর।'

'তাহলেও সেটা একবার শোনা দরকার।'

মার্লো এবার সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। যদিও ধূমপান ওর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়ে গেল বেশিটা।

'বাবা অবশ্য নিজে থেকে আমাকে কোনো আভাস দেননি, তবে সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনায় আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, সিমিস্টার দল সম্পর্কে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দৈবক্রমে তার হাতে এসে পড়েছে, তাদের পক্ষে সেটা খুবই মারাত্মক।' অল্প থেমে মার্লো সরাসরি ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। 'অবসর নেবার পর থেকে বাবা সারাক্ষণই এই সিমিস্টার সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পাছে আমরা ভয় পেয়ে তাকে বাধা দিই, এই কারণে ঘুণাক্ষরে আমাদেরও কিছু জানাননি। বাবার প্রতিপক্ষ অবশ্য অনেক বেশি সজাগ ও সতর্ক। তারা জানত, বাপি তাদের কারো চুলের ডগাটুকুও স্পর্শ করতে পারবে না। সেই জন্য প্রথম দিকে বাবার এই নিষ্ফল প্রয়াসকে ওরা পুরোপুরি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখত। আমার বিশ্বাস, সম্প্রতি তিনি এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন, যার সাহায্যে সিমিস্টার নামের আড়ালে প্রকৃত মহাপুরুষটিকে নিশ্চিতভাবে চিনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ঠিক কী ধরনের তথ্য-প্রমাণ ওর হাতে আছে, বা তার বাস্তব গুরুত্ব কতখানি, সে সম্পর্কে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।'

ক্যাম্পিয়ন চোখ থেকে চশমা খুলে সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। 'শুনুন মশাই, আমি আপনার ভালোর জন্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি—আপনার এই অনুমান যেন ভ্রান্ত হয়। কেননা আপনি প্রথমে যা বললেন, শুধুমাত্র প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা। সে ক্ষেত্রে আপনার এই একগুঁয়ে বাবাটি প্রাণে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। কিন্তু আপনার দ্বিতীয় অনুমান সত্য হলে ভদ্রলোকের আর-কোনো আশা নেই। একমাত্র ব্রিক্সটনের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে যদি তাকে সারাজীবন আটকে রাখা যায়, তবেই একটা সুরাহা হতে পারে। মৃত্যুর চেয়ে সেটা কিন্তু কম যন্ত্রণাদায়ক নয়।'

মার্লো নিরাশ মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আপনিই আমার সর্বশেষ ভরসা ছিলেন, মি. ক্যাম্পিয়ন। আমি একতিলও বাড়িয়ে বলছি না। সে জন্যই আপনার কাছে সমস্ত বিষয়টা এত খোলাখুলিভাবে বললাম। বাবার নিরাপত্তার

BanglaBook.org

ব্যাপারে পুলিশ হয়তো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তবে তাদের হাবভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ প্রসঙ্গে তারা পুরো নৈরাশ্যবাদী। যদিও তাদের স্বীকৃতিটা সরব নয়। আমি অবশ্য সবকিছু তাদের খুলে বলিনি, সেটাও একটা কারণ হতে পারে।'

'সিমিস্টারের সঙ্গে একবার পাঞ্জা লড়ে দেখা আমারও বহুদিনের বাসনা!'

ক্যাম্পিয়নের কথার মাঝখানে বাইরের দরজায় কার টোকা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ক্যাম্পিয়ন। 'দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন। পিওন বোধ হয় দুপুরের কাগজ নিয়ে গেল।' কয়েক সেকেন্ড বাদেই ক্যাম্পিয়ন 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডের একটা দিপ্রাহরিক সংস্করণ হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ওর দুচোখের দৃষ্টি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সংবাদের শিরোনামগুলো খুঁটে নিচ্ছে। তার মধ্যেই প্রথম পাতার নিচের দিকে ছোট একটা সংবাদের দিকে ওর নজর পড়ল, এক নিশ্বাসে পড়েও ফেলল সবটুকু। অবশেষে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজটা মার্লোর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এই দেখুন!'

ক্যাম্পিয়নের দৃষ্টি অনুসরণ করে মার্লোও সংবাদটার উপর চোখ বোলাল। ছোট হরফের শিরোনামায় চার লাইনের একটা খবর।

অল্পের জন্য সুপরিচিত আমেরিকানের প্রাণরক্ষা

বিচারপতি ক্রাউডি লোবেট আজ বেলা বারটায় যখন তার হোটেল থেকে বেরুচ্ছিলেন, সেই সময় দ্রুতগামী একটা ট্যাক্সি হঠাৎ ব্রেক ফেল করে ফুটের উপর উঠে পড়ে। আমেরিকান অতিথি লোবেট অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটা সামনের একটা সাজানো শো-কেসে গিয়ে ধাক্কা মারে। কেউ হতাহত হয়নি।

'হায় ঈশ্বর!' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করে মার্লো সোজা দরজার দিকে এগোল। আমি কোথায় যাচ্ছি সে-ঠিকানাটা পর্যন্ত ওদের জানিয়ে আসিনি। সোফিয়া নিশ্চয় ভেবে পাগল হয়ে উঠছে। আমার আর এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত হবে না।'

ক্যাম্পিয়ন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

মার্লো ব্যস্ত পায়ে দরজার কাছ-বরাবর পৌঁছে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ওর গলায় রীতিমতো বিস্ময়ের সুর। 'আপনার মতিগতি বাস্তবিকই বোঝা ভার!'

কিন্তু ক্যাম্পিয়ন ততক্ষণে বাঁ দিকের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখান থেকে ও কী জবাব দিল শোনা গেল না।

BanglaBook.org

স্যাফোকের শ্যাওলা-ঢাকা উপকূলে 'মিস্ট্রি মাইল' এমনই একটা ক্ষুদ্র গ্রাম যেটা ঝুলন্ত আপেলের মতো মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একটিমাত্র সরু বোঁটার সূত্রে যুক্ত হয়ে আছে। বোঁটাটি হচ্ছে স্ট্রাউডমিস্ট্রি মাইলের একমাত্র প্রবেশপথ। নির্গমপথও একটাই। দ্বীপের মতো এই গ্রামের প্রায় পুরোটাই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের ঢাল নিচে গ্রামের দিকে গড়িয়ে এসেছে। মিস্ট্রি মাইলের চারপাশে ঘন কাঁদায় ভরা লবণাক্ত জলাভূমি। তার উপরে বহুদিনের শ্যাওলা জমেছে পুরু হয়ে। আগাছার জঙ্গলও ঘন হয়ে গজিয়ে উঠেছে যত্রতত্র। তাই এ জনপদ মানুষের অগম্য।

মিস্ট্রি মাইল নামটাও এ অঞ্চলের পূর্বতন বাসিন্দাদের উপহার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই স্থানীয় পাহাড়ের পাদদেশে গাঢ় কুয়াশা জমাট হয়ে থাকে। সম্ভবত সেই সূত্রেই এ নামের উদ্ভব। স্যাফোক অঞ্চলের আরও অনেক ক্ষুদ্র গ্রামের মতো মিস্ট্রি মাইলও কোনো জমিদারের নিজস্ব তালুক হিসেবে পরিগণিত হতো। গ্রামটাও গড়ে উঠেছে সেইভাবে। গোটা ছয়েক কুঁড়েঘর, একটা পোস্ট অফিস, ধর্মযাজকের বাসভবন এবং সাবেক কালে তৈরি একটা জমিদার বাড়ি।

অতীতে চাষবাস যখন আরও লাভজনক ছিল তখন জমিদারের পক্ষে তার পরিবারবর্গ বা আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতিপালন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। বেশ নিরুপদ্রপে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই কেটে যেত দিনগুলো। জমিদার বংশবদ প্রজারা ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের ঘরের দিকেই নজর দিত প্রথমে। তার ফলে এখন প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গ্রামের সকলেই যেন একই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে জমিদার প্যাগেটের বাবা মাত্র বছর দুই আগে অল্পবয়সী দুই ছেলে ও মেয়ে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি বিশেষ কিছু ধন-সম্পদ রেখে যেতে পারেননি, শুধু খানিকটা অসার ভূখণ্ড ছাড়া। আর রেখে গেছেন তিরিশ-চল্লিশজন অসহায় গ্রামবাসী, যার তাকেই দুঃসময়ে আশা-ভরসা বলে মনে করত।

প্রাচীন জমিদার বাড়ির চারধারে লম্বা লম্বা এলম গাছের সারি পাশাপাশি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলায় সামনের দিকের উঁচু জানালা থেকে একটামাত্র বাতি জ্বলে রাতের বেলা। সাবেক কালের এই প্রাসাদপুরী আয়োতনে

BanglaBook.org

বেশ বড়সড়, ঘরগুলোও প্রশস্ত, খোলামেলা। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে এই প্রাসাদ তৈরি হয়, এবং তারপর থেকে নিয়মিত মেরামতে রাখার ফলে এখনও বেশ মজবুত ও শক্ত-সমর্থ। সামনের সারা চত্বরজুড়ে গোলাপের বাগানও এই প্রাসাদপুরীর শোভাবর্ধনে সাহায্য করেছে দারুণভাবে।

একতলায় লাইব্রেরি ঘরে, তাপচুল্লির ধারে বসে স্থানীয় ধর্মযাজকের সঙ্গে হালকা সুরে কথাবার্তা হচ্ছিল দুই ভাই-বোনের । সরলম্বভাব এই বৃদ্ধ যাজক মশাইকে নিয়ে প্রায়ই ওরা নানা ধরনের নির্দোষ মজা করে। বৃদ্ধও এতে খুব মজা পান মনে মনে। বস্তুতপক্ষে এরা দুজনেই তার খুব স্নেহের পাত্র। এদের সঙ্গে থেকে হাসি-খুশি মধ্যে দিয়েই কেটে যায় সন্ধ্যেটা।

বর্তমানে যুবক-জমিদার ছিল প্যাগেটের বয়স তেইশ। বোনটিও ওর সমবয়সী। কারণ দুজনে যমজ । ঘণ্টা দুয়েকের ব্যবধানে পৃথিবীতে ওদের আবির্ভাব। দৈহিক গড়নের মধ্যে বিশেষ মিল নেই। জিল বেশ লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ। ওর ঠোঁটের ফাঁকে সর্বদাই একটু উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে থাকে। বিডি কিন্তু পাতলা ছিপছিপে। ওর বাদামি চোখের তারায় প্রখর বুদ্ধির ছাপ। মুখের অভিব্যক্তিতে চারিত্রিক দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যায়। মাথার উপর একরাশ উজ্জ্বল সোনালি চুল কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের উপরে নেমে এসেছে, যদিও ওর বাসা থেকে কেশ-প্রসাধকের দোকানের দূরত্ব কমপক্ষে পনেরো মাইল।

তাদের অতিথি রেভারেন্ড সুইদিন কাশ মিস্ট্রি মাইলের একমাত্র ধর্মযাজক। সেই সুবাদে বার্ষিক আশি পাউন্ড ভাতা পান তিনি। এবং বিকেলের দিকে স্বর্গত বন্ধুর বাড়িতে এসে জিল ও বিডির সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাওয়া তার বহু দিনের অভ্যাস। ওরাও যেন এই বৃদ্ধের পথ চেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। আবার তাকে গুরুজনের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধাও করে রীতিমতো।

আজকে চায়ের আসরে ওদের আলোচ্য বিষয় ছিল ক্যাম্পিয়নের জরুরি টেলিগ্রাম—তার বয়ানটা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অদ্ভুত। এইমাত্র বিকেলের ডাকেই সেটা জিলের হাতে এসে পৌঁছেছে।

শোনো শিশুরা, তোমাদের পিতৃতুল্য রেভারেন্ড কাকার পরামর্শ অনুযায়ী আমি সাময়িকভাবে মিস্ট্রি মাইলের প্রাচীন রাজবাড়িটা ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করেছি। সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্তা হবে। আজ সন্ধ্যে সাড়ে আটটা নাগাদ আমাকে আশা করতে পার। ডিনারটা তোমাদের সঙ্গেই সারব বলে মনস্থ করেছি। একান্ত অনুগত—ইভা বুথ।

'আমাদের গোয়েন্দা-প্রবর তাহলে দেখছি সম্প্রতি বেশ কামাতে শুরু করেছে!' মাথা ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করলেন যাজকমশাই। 'একটা টেলিগ্রামের পিছনে আধ ক্রাউন খরচ করা সোজা কথা নয়।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তা আর বলতে!' জিলও সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।

বিডির বুক ঠেলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। 'মনে হয় ইতিমধ্যেই ও সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। কবে কোন প্রসঙ্গে যে ওর সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, আর ও-ও যে সেটাকে এভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে—সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। সত্যি ওর মতিগতির হদিস পাওয়া সাধারণের কল্পনার বাইরে।'

'আমার এই বোনটি কিন্তু ভেতরে ভেতরে অ্যালবার্টের প্রেমে মশগুল!' বিডিকে রাগাবার উদ্দেশ্যেই রেভারেন্ড কাশের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ তুলে সহাস্যে মন্তব্য করল জিল। 'কোনোদিন হয়তো দেখব আমাদের একা ফেলেই ও ওর মনের মানুষকে নিয়ে দেশান্তরে পালিয়ে গেছে।'

বিডি রাগল না, বরং ওর সারা মুখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'তাই হয়তো যেতাম,' কৃত্রিম অসহায় ভঙ্গিতে ঠোঁট ওলটাল বিডি, 'কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে ও যে একেবারেই উদাসীন!'

'তবে ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর তুলনা মেলা ভার!' এবারে জিলের কণ্ঠেও অকপট প্রশংসার সুর। 'বছর খানেক আগে আমি একবার রিজেন্ট স্ট্রিটের রাস্তা ধরে ওর সঙ্গে দশ মিনিট হেঁটেছিলাম। সেই দশ মিনিটের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজনের সঙ্গে মাঝ রাস্তায় ওর দেখা হয়ে গেল। পাঁচজনের মধ্যে একজন কাউন্টেস ও দুজন বিশপও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সাদর সম্ভাষণ জানালেন ওকে। তাদের সকলের সঙ্গেই যেন অ্যালবার্টের গভীর দহরম-মহরম। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকেই অ্যালবার্টকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করলেন এবং অ্যালবার্টও অম্লানবদনে সাড়া দিল সকলের ডাকে। ওর যে এ রকম আরও কত নাম আছে, আর কীভাবেই বা ও এতগুলো নাম নিয়ে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায় একমাত্র ঈশ্বরই তা জানতে পারেন!'

'আমাদের অ্যাডলপ্যাটও ওকে দেখে খুশি হবে।' বিডি ওর পাশে বসে-থাকা বাদামি রঙের পোষা কুকুরটার মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিল। অ্যাডলপ্যাটও সজাগ হয়ে উঠল নিজের নাম শুনে। ওকে নিয়েই যে এখন ওদের আলোচনা চলছে সেটাও মগজে ঢুকল ওর। খুশির নিদর্শন স্বরূপ ও তাই চার পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াতে শুরু করল জোরে জোরে।

জিলের দুচোখের কৌতূহলী দৃষ্টি এবার বিডির আদরের অ্যাডলপ্যাটের দিকে আকৃষ্ট হল। 'অ্যালবার্ট একবার ওকে গোয়েন্দাগিরির ট্রেনিং দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষে আমাদের উপহার দিয়ে গেল। ওর সেদিনের সেই মন্তব্য আমি জীবনে ভুলব না। বলল, অ্যাডলপ্যাটের রক্ত-মাংস নাকি এই

BanglaBook.org

ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, কিন্তু মনটা ভীষণ দুর্বল। কোনো কুকুর সম্পর্কে এমন অদ্ভুত উক্তি আর কখনও শুনিনি।'

ক্যাম্পিয়নের প্রসঙ্গ উঠলে আর থামতে চায় না। সে ওদের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। কবে, কত বছর আগে কী এক তুচ্ছ মামলার সূত্রে যে প্যাগেট পরিবারের সঙ্গে ক্যাম্পিয়নের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, এখন সেই ইতিবৃত্ত খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। বর্তমানে ক্যাম্পিয়ন যেন ওদের পরিবারেরই একজন।

ক্যাম্পিয়ন হাজির হল নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পরে। বিডিই প্রথম গাড়ির শব্দ পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল অতিথিকে সাদর আহ্বান জানাতে। জিল এবং রেভারেন্ড কাশও ব্যস্ত পায়ে বিডিকে অনুসরণ করলেন। বহু দিন বাদে পুরনো মনিবের দর্শন পেয়ে অ্যাডলপ্যাটও যে কীভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করবে ঠিকমতো ভেবে পেল না। প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সকলে ফের দলবেঁধে লাইব্রেরি ঘরের দিকেই পা বাড়াল। আর-এক প্রস্থ চায়েরও ব্যবস্থা করে রেখেছিল বিডি। পর পর দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তবেই কিছুটা চাঙা হল ক্যাম্পিয়ন।

খাবার ঘরে নৈশভোজের আসরেই ক্যাম্পিয়ন সর্বপ্রথম ওর আগমনের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করল। এর আগে পর্যন্ত নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই কেউ এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেনি। নবাগত অতিথির সুবাদে রেভারেন্ড কাশও আজ এই নৈশভোজের টেবিলে যোগ দিয়েছেন। ক্যাম্পিয়ন বসেছে তাপচুল্লির বাঁ ধারে। তার পাশের চেয়ারে বিডি। অ্যাডলপ্যাট একেবারে বিডির কোলের উপর। বিপরীত দিকের দুটো চেয়ারে জিল আর রেভারেন্ড কাশ।

আমার এই ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবের কারণটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।' এতক্ষণ ক্যাম্পিয়ন বেশ হালকা সুরেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন ওর কণ্ঠস্বর গভীর, দৃঢ়তাপূর্ণ। ওর এই হঠাৎ ভাবান্তরে অন্যেরাও রীতিমতো সচকিত হয়ে উঠল। ক্যাম্পিয়নেরও সেটা নজর এড়াল না। 'আমার কথার ধরণ-ধারণ হয়তো কিছু রহস্যময় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু অতি-সম্প্রতি এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই শ্রীমানের উপর এসে বর্তেছে, যার ফলে কোনো নির্জন গ্রাম্য পরিবেশে আমার একটা বাড়ির দরকার। তখনই মিস্ট্রি মাইলের কথা মনে পড়ল। আমার প্রয়োজনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। তোমরাও তো একবার এটা ভাড়া দেবার কথা বলেছিলে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ঠিক করে ফেললাম। জিল, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তোমার সাহায্য চাই। তাহলে বিডি, তোমাকে কোনো কাকা বা পিসির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে । আপাতত পনেরো দিনের জন্য তো বটেই! অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ঘটনার গতি-প্রকৃতিটা ঠিকমতো বুঝে নিতে পারছি।'

BanglaBook.org

বিস্ময়ে দুচোখ বড় বড় হয়ে উঠল বিডির। 'তুমি সত্যিই আমাকে দেশান্তরী করতে চাও নাকি?'

ক্যাম্পিয়ন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'এর মধ্যে হেঁয়ালির ছিটেফোঁটাও মিশে নেই। আমার বক্তব্য দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

বিডি এবার সোজা হয়ে চেয়ারের উপর উঠে বসল। 'কিন্তু তোমাকে আগে আগাগোড়া ব্যাখ্যা করতে হবে। ওর গলায় রীতিমতো জেদের সুর। 'বাস্তবিকই যদি তেমন কোনো উত্তেজনার ব্যাপার ঘটে, তবে আমিই বা বাদ যাব কেন সে-মজা থেকে!'

'বিডি আমাদের যথার্থই বীরঙ্গনা!' ক্যাম্পিয়ন অল্প ঝুঁকে বিডির পিঠ চাপড়াল—'কিন্তু খুকি, দুনিয়ার সব ব্যাপারে মেয়েদের মাথা গলাতে নেই—এটাও তোমার জানা উচিত। এবং এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত খুবই সুদৃঢ়।'

'প্রস্তাবনা দীর্ঘ না করে মূল ঘটনায় চলে এলেই তো ঝামেলা মিটে যায়! মৃদু হেসে মন্তব্য করল জিল। 'অযথা নাটক জমিয়ে তোলা তোমার স্বভাব।'

ক্যাম্পিয়ন এ অভিযোগের উত্তর দিল না। কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর বলল, 'তোমরা নিশ্চয় কাগজ পড়ো, তাই না? তাহলে বিচারপতি মি. লোবেটের নামটাও অবশ্য দেখে থাকবে!'

'সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাকে খুন করার জন্য নানা রকম চেষ্টা চলছে?' জিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাল। 'হ্যাঁ, শুনেছি বই কি। এই তো কিছুক্ষণ আগে রেভারেন্ড কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। তুমিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ, ক্যাম্পিয়নের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। 'একবারে আপাদমস্তক জড়িয়ে গেছি বলতে পার। আর সবচেয়ে গুরুতর কথা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এক পা-ও এগোতে পারিনি। যে-তিমিরে ছিলাম আজও সেই তিমিরেই আছি।' অল্প থামল ক্যাম্পিয়ন। ' এই বৃদ্ধের ইতিবৃত্ত মোটামুটি তাহলে তোমাদের জানা! ইনি স্বদেশে থাকাকালীন এক ভীমরুলের চাকে ঘা মেরেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা লোবেটের পিছু পিছু ধাওয়া করে ইউরোপে এসে পৌঁছেছে। তবে বৃদ্ধকে প্রাণে মারাটা ওদের উদ্দেশ্য নয়, অন্তত এখনও পর্যন্ত নয়। এই প্রাক্তন বিচারপতিটিকে আপাতত শুধু প্রাণের ভয় দেখিয়ে শঙ্কিত করে তুলতে চাইছে। কিন্তু বৃদ্ধ বড় সহজ পাত্র নন। স্বভাব-চরিত্রে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। অবশ্য এতটা দুঃসাহসী না হলে কেউ এ পথে পা বাড়াতে যেত না। আমি তার ছেলে মার্লো লোবেটের তরফ থেকে এই মামলা হাতে নিয়েছি। ছেলেটা সত্যিই খুব ভালো। তোমারও খুব পছন্দ হবে জিল।' ক্যাম্পিয়ন এবার অন্য দুজন শ্রোতার দিকে চোখ ফেরাল। 'এতক্ষণে সমস্ত বিষয়টা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে।'

BanglaBook.org

সকলে ঘাড় নাড়ল। পুনরায় নিজের কথার খেই ধরল ক্যাম্পিয়ন। 'এই জেদি একগুঁয়ে বৃদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোনো পুলিশি সাহায্য গ্রহণ করবেন না। এ বিষয়ে তিনি একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ করে বসেছেন। তার ফলেই আমাদের অসুবিধাটা এত বেশি। সৌভাগ্যক্রমে আমি তার বিশেষ একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হদিস পেয়েছি। ইংল্যান্ডের প্রাচীন গ্রাম্য সংস্কার, প্রবাদ-প্রবচন বা লোকগাথা সম্পর্কে তিনি খুব আগ্রহী। মার্লো আমাকে ইংলন্ডের মধ্যযুগীয় গ্রাম্য সংস্কৃতির একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মি. লোবেটের সঙ্গে। আসবার সময় জাহাজেও আগে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছিল। আমি-ই তাকে মিস্ট্রি মাইলের এই প্রাচীন জমিদারবাড়িটা ভাড়া নেবার প্রস্তাব দিয়েছি। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা শুনে তিনি খুবই আকৃষ্ট হয়েছেন।'

জিলের ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঁচকে উঠল। 'তুমি কি সত্যি সত্যিই কোনো বিপদের আশঙ্কা করছ?'

ক্যাম্পিয়ন ঘাড় দোলাল। 'বিপদটা এড়িয়ে যাবার আমি কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। বৃদ্ধকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এখানে এনে হাজির করার কারণ, জায়গাটা স্বভাবত নির্জন। এখানে যদি কোনো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তবে তাকে চিনে নেওয়া সহজ। আর এ ব্যাপারেই জিলকে আমার প্রয়োজন।'

'আমি তোমার সঙ্গেই আছি,' উৎসাহে ডগমগ করে উঠল জিল।

'এবং আমিও।' বিডির কণ্ঠ শান্ত, নিরুত্তাপ, কিন্তু প্রত্যয়ে ভরপুর।

'খুবই দুঃখিত বিডি।' ক্যাম্পিয়ন মৃদু হেসে বিডিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে আমি কিছুতেই তোমাকে জড়িয়ে পড়তে দেব না। পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই, তাই—'

অবাধ্য কিশোরীর মতো বিডি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি এখানেই থাকব।—কেন, বিচারপতি লোবেটেরও তো এক মেয়ে আছে, —তার বেলা? সে যদি তার বাবার পাশে থাকতে পারে, তবে আমার থাকতেই বা বাধা কিসের! তা ছাড়া আমি না থাকলে তোমাদের তিনজনেরই বা চলবে কীভাবে? আমরা সকলে মিলে "ডাওয়ার হাউসে" থাকব।'

ক্যাম্পিয়ন এবার মিনতি-মাখা দৃষ্টিতে রেভারেন্ডের দিকে ফিরে তাকাল। সেন্ট সুইদিন, দয়া করে আপনি নিজে পরিস্থিতির হাল ধরুন! আপনার আদেশ ও তবু অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ওকে বুঝিয়ে বলুন, কোমলমতী বালিকাদের পক্ষে এটা কোনোমতেই উপযুক্ত জায়গা নয়।'

বৃদ্ধ রেভারেন্ড সুইদিন মৃদু হেসে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। 'না বাপু, আমি তোমাদের বাক-বিতণ্ডায় নাক গলাতে যাচ্ছি না। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার এই মা'টিকে খুব মান্য করি।'

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়ন এবার যেন বেশ বিভ্রান্ত বোধ করল। আপনি কিন্তু আমাকে ভীষণ একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলেন। এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে সেটা আগে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। তাহলে অবশ্যই অন্য পথ দেখতাম। কিন্তু মি. লোবেটের সঙ্গেও প্রায় পাকা কথা হয়ে গেছে —'

বিডি ক্যাম্পিয়নের হাঁটুর উপরে হাত রাখল। 'মূর্খের মতো আচরণ কোরো না! ওর কণ্ঠে কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুর। 'বোকা ভূত কোথাকার! তুমি কী বোঝ না, তোমার হাত ধরে মরতেও আমি পিছপা নই!'

সুন্দরী তরুণীর এ হেন চাটুকারিতায় ধুরন্ধর ক্যাম্পিয়নও কাহিল হয়ে পড়ল সাময়িকভাবে। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার। সেন্ট সুইদিন এগিয়ে এসে আলোচনার খেই ধরলেন।

'আমাদের আরও বেশি সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তোমার নিজস্ব কোনো গোপনীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কী জাতীয় কর্তব্য আশা করা হচ্ছে, সে-সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ওয়াকিবহাল থাকব!'

ক্যাম্পিয়ন ওর মূল পরিকল্পনার কথা ধীরে ধীরে খুলে বলল। 'আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য হবে, বিচারপতি লোবেটকে যে কোনোভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে ধরে রাখা। সেই জন্য নতুন অতিথির মনোরঞ্জনের কিছু ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবং সেন্ট সুইদিন, আপনাকেই প্রধান ভাবে এই দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি দীর্ঘদিন এ অঞ্চলের বাসিন্দা, এখানকার আদ্যিকালের ইতিবৃত্ত সবই আপনার নখদর্পণে।—তবে একটা কথা, ভদ্রলোক মোটেই বোকা নন। তাকে বাজে কথায় ভোলানো শক্ত। সে রকম কিছু ঘটলে তিনি হয়তো এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা লন্ডনে ফিরে যাবেন।'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন সেন্ট সুইদিন। 'বিচারপতি লোবেট কত দিনের জন্য এখানে আস্তানা গাড়বেন?'

'ঠিক বলতে পারি না।' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। 'সবই তার মতিগতির ওপর নির্ভর করছে। ভদ্রলোক কিন্তু পরশু সকালে এসে হাজির হচ্ছেন। বিডি, আগামীকালের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে কিন্তু!'

আরও বহুক্ষণ ধরে নানান বিষয়ে আলোচনা চলল ওদের মধ্যে। একফাঁকে সামনের বড় দেওয়াল-ঘড়িটার দিকেও নজর পড়ল রেভারেন্ডের। ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'অনেক রাত হল। আমার আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। বিডি, তুমি বরং লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দাও। আর কাল যদি সত্যিই তোমাদের বাসা বদল করতে হয়, তাহলে আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই ভালো।'

বিডি উঠে গিয়ে লণ্ঠনটা জ্বেলে দিল। বিডির কাছ থেকে লণ্ঠন নিয়ে সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে বৃদ্ধ রেভারেন্ড ধীরে ধীরে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে

BanglaBook.org

অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার বাঁ-হাতে ধরা লণ্ঠনটা দেহের ঝাঁকুনিতে মৃদুমন্দ দুলতে শুরু করেছে। চলমান রেভারেন্ডের দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পিয়নের মনে হল, ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে-পড়া কোনো নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ পথিক বুঝি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে।

'আমারও দারুণ ঘুম পেয়েছে!' অলস, মন্থর ভঙ্গিতে লম্বা করে হাই তুলল বিডি, তারপর আড়মোড়া করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

দোতলায় বারান্দার শেষ প্রান্তে ক্যাম্পিয়নের জন্য একটা ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ক্যাম্পিয়ন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গা এলিয়ে দিল না। ওর মাথার মধ্যে হরেক রকমের চিন্তা একসঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের হিমেল অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চুপচাপ। একসময় কী ভেবে পকেট ডায়েরি বের করে তার একটা পাতায় ছোট্ট করে নাম লিখল—সেন্ট সুইদিন। কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকার পর প্রশ্নবোধক একটা চিহ্নও জুড়ে দিল নামটার পাশে। তারপর বাতি নিভিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানার উপর।

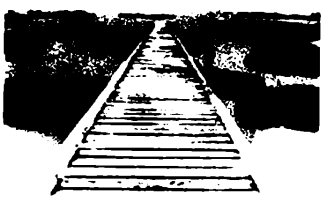

ভোরে উঠে গ্রামের নির্জন পথে-প্রান্তরে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ক্যাম্পিয়ন। এ গ্রামের সকলেই ওর অল্পবিস্তর পরিচিত। ফেরার পথে বুড়া জর্জের কুটিরেও একবার ঢুঁ মারল। জর্জ স্থানীয় গির্জার একমাত্র পাহারাদার। ওর বয়স যে কত তার হিসেব ওর জানা নেই। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই কোনো। অকারণে বকবক করাও ওর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্যাম্পিয়নও এই বকবকানির হাত থেকে রেহাই পেল না। তার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরও খানিকটা সময় নষ্ট করতে হল ওকে। তবে জর্জ ওকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাই ক্যাম্পিয়ন যখন নিজের বক্তব্য খুলে বলবার সুযোগ পেল, জর্জও বেশ মন দিয়ে শুনে নিল কথাগুলো।

ঠিক গেটের মুখেই উত্তেজিত ভঙ্গিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল বিডি। দূর থেকে ক্যাম্পিয়নকে দেখতে পেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো।

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে ক্যাম্পিয়ন? প্রায় ঘণ্টাখানেক হল ওরা এসে হাজির হয়েছেন। জিল সকলকে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে বসিয়েছে। অতিথিরা প্রথমেই তোমার খোঁজ করছিলেন। আমি তো এতোক্ষণ তাদের সঙ্গেই

BanglaBook.org

গল্পগুজবে সময় কাটালাম। বৃদ্ধবিচারপতি সত্যিই খুব চমৎকার মানুষ। ছেলেটার ভারি সুন্দর চেহারা, তাই না?'

'আমার কেশ-প্রসাধকের পরামর্শমতো এই গোঁফের ছাঁদটা একটু বদলে দিলে, আমার দিকে তাকিয়েও তুমি আর চোখ ফেরাতে পারবে না।'

'মনে মনে হিংসে হচ্ছে বুঝি!' বিডি মৃদু হাসল। 'এখন চলো, সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বিডির পিছন পিছন পাথর-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল ক্যাম্পিয়ন। চত্বরের এক পাশে দাঁড়-করানো লোবেটের বড় গাড়িটাও নজরে পড়ল ওর। প্রশস্ত লাইব্রেরি ঘরের মাঝ-বরাবর সেগুন কাঠের লম্বা বড় টেবিল। তার চারপাশের চেয়ার দখল করে বসে ছিল সকলে। বিচারপতি লোবেট বসেছেন তাপচুল্লির ঠিক ধারে। দেখলেই বোঝা যায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখন বেশ খোশমেজাজেই আছেন।

'সুপ্রভাত, মি. ক্যাম্পিয়ন।' বিডির পিছনে ক্যাম্পিয়নকে ঢুকতে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অভিবাদন জানালেন তিনি। 'সত্যিই ভারি সুন্দর জায়গা! এমন একটা স্থান নির্বাচন করে দেবার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা।' মাঝপথে চোখ তুলে তিনি এবার নিজের ছেলে-মেয়েদের দিকে ফিরে তাকালেন। 'তোমাদের কাছে জায়গাটা অবশ্য খুব নির্জন বলে মনে হতে পারে—'

এক পলকের জন্য সোফিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে একটা অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। 'না—না, তেমন কিছু নির্জন নয়!' বাবাকে সান্ত্বনা দিল ও।

মার্লো ইতিমধ্যে নিজের চেয়ার ছেড়ে ক্যাম্পিয়নের পাশে দাঁড়িয়েছে। দুজনে ধীরে ধীরে বিপরীত প্রান্তের খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আসবার পথে কেউ পিছু নেয়নি তো?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন।

'না,' মার্লো মাথা নাড়ল। 'অন্তত আমার তো তাই ধারণা। লন্ডনের পুলিশ কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। আমাদের পিছনে যে দু-একটা গাড়ি আসছিল সবগুলোকেই তারা পথের মাঝে থামিয়ে দিয়ে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আপনার ড্রাইভারও খুব পাকা লোক। সেই সুযোগে সে-ও গাড়ি ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে এসে পড়ে। মাঝ-রাস্তায় অন্য কোনো গাড়িকে আর আমাদের পিছু নিতে দেখেনি।'

বিডির কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল। 'তাহলে মি. লোবেট, এবার আপনাদের বাড়ি আপনারা বুঝে নিন। আমরা এখন বিদায় নেব। মিসেস উইব্রো অবশ্য আপনাদের দেখাশুনোর জন্য এখানেই থাকবে। পরিচারিকা হিসেবে ওর তুলনা মেলা ভার। আজ সন্ধ্যেবেলা "ডাওয়ার হাউসে" আপনাদের সকলের নিমন্ত্রন রইল। এ কথাটা ভুলে যাবেন না কিন্তু! তারপর সোফিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে

BanglaBook.org

বলল, "ডাওয়ার হাউস" বেশি দূরে নয়।, সামনের ওই পার্কটার ঠিক পেছনে। বড়জোর দশ মিনিটের রাস্তা। রেভারেন্ড কাশও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তিনিও খুব আগ্রহী।'

সোফিয়া দুহাত বাড়িয়ে করমর্দন করল বিডির সঙ্গে। গত কয়েক মাসের রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার পর বর্তমানের এই শান্ত পরিবেশ ওর বুকের ভার নামিয়ে দিয়েছে। 'এখানে তোমার মতো একজন সঙ্গী পেয়ে আমি যে মনে মনে কত খুশি হয়ে উঠেছি–'

'তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই,' সহজ সুরে সান্ত্বনা দিল বিডি, 'ক্যাম্পিয়নকে ঠিকমতো তুমি চেনো না, তাহলে বুঝতে পারতে সত্যিই ও কত বেশি নির্ভরযোগ্য!'

জিল ও বিডিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পিয়ন ডাওয়ার হাউসের দিকে পা বাড়াল। জর্জিয়ার প্যাগেট নামের জিলের এক পূর্বপুরুষ তার মায়ের বসবাসের জন্য এই লাল রঙের একতলা বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়িটার চারধারে নানা রঙের গোলাপের বাগান দিয়ে ঘেরা। বড় জানালাগুলো সমস্তই বাড়ির পিছন দিকে। রেভারেন্ড কাশ দীর্ঘদিন ধরে এই ডাওয়ার হাউসেই বাস করছেন।

পথে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ক্যাম্পিয়ন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সাবেক আমলের এই প্রাসাদটাকে তবু বুড়ার মনে ধরেছে! তা না-হলে ওকে এখানে ধরে রাখা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াত। জিল, ওদের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

'বৃদ্ধ লোক হিসেবে চমৎকার!' জিল জবাব দিল। 'অনেকটা আমাদের সাদাসিধে রেভারেন্ডের মতো। আমি অবশ্য মার্লো লোবেটের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ পাইনি, তবে মেয়েটির সত্যিই তুলনা হয় না। এত দিন রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকার ফলে ওর সৌন্দর্যের ওপর কে যেন বিষাদের পর্দা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয়, ওর দেখাশুনোর জন্য একজন লোকের দরকার।'

বিডি এবং ক্যাম্পিয়ন জিলের অলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে একবার চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল।

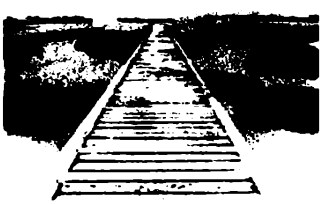

ডাওয়ার হাউসের বৈঠকখানাটা আকারে-প্রকারে খুব একটা বড় নয়, তবে বেশ একটা পরিচ্ছন্ন। মেঝের উপরে সাবেক আমলের বহু-মূল্য কার্পেট পাতা, যদিও

BanglaBook.org

এর রঙটা এখন কিছু ফিকে হয়ে এসেছে। এক কোণে পুরনো ধাঁচের বড় তাপচুল্লি। দেয়ালের দু'দিকে দুটো সুদৃশ্য বাতিদান। নবাগত অতিথিদের জন্য বৈঠকখানাটা আজ বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল বিডি।

সুইদিন কাশ ও বিচারপতি লোবেট নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলোচনায় রত। কিছুক্ষণ আগে বিডি এই দুই বৃদ্ধের আলাপ ঘটিয়ে দিয়েছে। লোবেট আসন নিয়েছেন তাপচুল্লির বাঁ-ধারে। গনগনে আগুনের আভায় তার মুখের একাংশ ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে।

তাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জমিদার বাড়ি ও ডাওয়ার হাউস-সংক্রান্ত প্রাচীন রাজকীয় চিঠিপত্র। এই সমস্ত ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের ব্যাপারে দুজনেই যে সমান উৎসাহী সেটা তাদের আলোচনার ভঙ্গি দেখেই বুঝে নেওয়া যায়। তাপচুল্লির ডান দিকে একটা লম্বা গদি-আঁটা বেতের সোফায় গা এলিয়ে বিডি আর সোফিয়া পাশাপাশি বসে আছে। জিল, মার্লো আর ক্যাম্পিয়ন বসেছে তাদের থেকে বেশ খানিকটা তফাতে—একটা খোলা জানালার সামনে। তাদের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হচ্ছে না। সে-বিষয়ে যেন কোনো আগ্রহই নেই কারো। জিলের মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে থেকেই শোফায়-বসা সোফিয়ার দিকে ছুটে যাচ্ছে। ক্যাম্পিয়নের স্বতঃস্ফূর্ত বাক্যস্রোতেও আজ যেন ভাটার টান। মার্লো হাতের ওপর থুতনির ভর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যে-ছায়াটা ওদের শান্তিপূর্ণ জীবনে এমন একটা ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে, সে-বিষয়েও বুঝি ওর কোনো হুঁশ নেই।

বাইরের প্রকৃতিও নীরব। খোলা জানালায় কান পাতলে বহু দূরে সমুদ্রের মৃদু স্বর শোনা যায়। মাঝে মধ্যে অন্ধকারের বুক চিরে দু-একটা নাম না-জানা পাখির ডাক, চুল্লির বুকে শুকনো কাঠ পোড়ার চড়চড়-চিটপিট শব্দ।

প্রাকৃতির এই সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে, অনেক দূরে শ্যাওলা-ঢাকা জলাভূমির পিছন থেকে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শিস ভেসে এলো। বাতাসের বুকে বেশ কিছুক্ষণ জেগে রইল তার অনুরন। ঘরের কেউ এটা তেমন খেয়াল করেছে বলে মনে হল না, ক্যাম্পিয়ন ছাড়া। ওর কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দুচোখের দৃষ্টি খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধ।

দশ সেকেন্ড পরে আবার সেই একই রকম তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ শোনা গেল। এবারে শব্দটার উৎস যেন আগের তুলনায় খানিক কাছে। তবে এখনও সেদিকে কারো কান গেল না। ক্যাম্পিয়ন শুধু নিজের আসন ছেড়ে মন্থর ভঙ্গিতে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। বাতাসের বুক চিরে ফের সেই প্রলম্বিত শিসের শীৎকার।

এতক্ষণে হুঁশ হল সোফিয়ার। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'পেঁচার ডাক, তাই না?'

BanglaBook.org

জিলের কানেও এবার আওয়াজটা পৌঁছেছে। আরও একবার শোনা গেল ডাকটা। আরও স্পষ্ট, আরও তীক্ষ্ণ। পাখিটা যে এদিকেই উড়ে আসছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সবাই যখন মনে মনে এই পেঁচাটার মতিগতির হদিস জানতে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে সকলকে দারুণ ভাবে চমকে দিয়ে বাইরে বাগানের দিগ থেকে একটা কর্কশ জান্তব আর্তনাদ ভেসে এলো।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুণ।' সভয়ে বিড়বিড় করলেন রেভারেন্ড সুইদিন। 'কিসের শব্দ?'

ক্যাম্পিয়ন জানালা থেকে মুখ ফেরাল। 'সম্ভবত কোনো মোটরের হর্ন। তাহলে নিশ্চয় একজন আগন্তুকেরও দর্শন পাব।'

ক্যাম্পিয়নের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই মাথার উপর কলিংবেলটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল। কিছু পরেই ভেজানো দরজা ঠেলে পরিচারিকা কাডি উঁকি দিল। তার হাতে ধরা সাদা রঙের ছোট একটা কার্ড।

বিডি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাল সকলকে, 'মি. অ্যান্টনি ডাচেট, হস্তরেখাবিদ্।'

অ্যান্টনি ডাচে? ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'তিনি আবার কোন মহাজন? এবং এত রাতে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের হাত দেখতে আসেননি?'

'ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা!' বৃদ্ধ লোবেটের দুচোখে উৎসাহের আলো। 'নিশ্চয় জিপসি সম্প্রদায়ের কেউ?'

'না স্যার।' প্রৌঢ়া কাডি মাথা ঝাঁকাল। 'রীতিমতো ভদ্রলোক। বড় একটা গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছেন।'

'দিন কয়েক আগে এক বন্ধুর কাছে আমি এই জ্যোতিষীর নাম শুনেছি।' এতক্ষণে কথাটা জিলের মনে পড়ল। 'ডিনারের পরেই নাকি ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটে। পাঁচ শিলিংয়ের বিনিময়ে গ্রামের অনেকেরই ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি বলে দিয়েছেন। বেশি টাকা কবুল করলে তিনি আরও বিশদভাবে ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার করে দেন। ইনি নিশ্চয় সেই ভদ্রলোক!'

BanglaBook.org

মার্লো এবার শব্দ করে হেসে উঠল। 'ভালোই হল। তাহলে এখন এই হস্তরেখাবিদকে ভেতরে আহ্বান জানানো হোক। আমাদের ভবিষ্যৎটাও সেই সুযোগে জেনে নেওয়া যাবে।'

কাডি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে ও যাঁকে সঙ্গে করে ভিতরে ঢুকল তিনি আকারে-প্রকারে ঈষৎ হ্রস্ব। পেশাক-আশাক নিখুঁত এবং পরিপাটি। মুখ দেখে বয়স বোঝা মুশকিল। দু'গালে চাপচাপ তামাটে কোঁচকানো দাড়ি। ছোট ছোট চোখ।

আগন্তুক ভিতরে ঢুকে সযত্নে ভেজিয়ে দিলেন দরজা। তার চোখে-মুখে অমায়িক কৃতজ্ঞতার হাসি। 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত।' বিনীত ভঙ্গিতে নিবেদন করলেন তিনি।

ক্যাম্পিয়ন কোনো কথা না-বলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল এই নতুন অতিথিটিকে। ভদ্রলোক আরও দু'পা এগিয়ে এসে একবার সকলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে নিলেন। 'আমার পরিচয়টা আর একটু খুলে বলা দরকার।' নিজের কথার খেই ধরলেন আগন্তুক। 'আমার নাম অ্যান্টেনি ডাচেট। আমি একজন হস্তরেখাবিদ। এটাকে আমার পেশা না বলে নেশাও বলতে পারেন। যৎসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে আমি আপনাদের ভাগ্য বলে দেব।' একটু থেমে দম নিলেন তিনি, তার ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টি দ্বিতীয়বার সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। এবারে যেন জিলের দিকেই তার মনোযোগ কিঞ্চিৎ বেশি। 'আপনাদের মধ্যে দু-একজনও যদি আমাকে হাত দেখাতে রাজি থাকেন? তবে একটা ব্যাপারে আপনারা প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার ভাগ্য-গণনায় কখনও কোনো ভুল হয় না।

সকলকে অবাক করে জিল নিজের আসন ছেড়ে সামনে এগিয়ে গেল। 'আমাকে দিয়েই না-হয় শুরু করুণ।' সহজ ভঙ্গিতে ডান হাতটা মেলে ধরল আগন্তুকের দিকে।

'অবশ্যই।' সানন্দে ঘাড় নাড়লেন জ্যোতিষী। তারপর চোখ তুলে কিছু দূরে খোলা জানালার সামনে দুটো খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'চলুন, বরং ওখানে গিয়ে বসা যাক। তাহলে আমার পক্ষে খোলাখুলি কথা বলার সুবিধা হবে। আপনিও অনেক বেশি সহজ হতে পারবেন।'

ক্যাম্পিয়ন মৃদু হেসে জিলকে ভরসা দিল। 'আমাদের তো পাথর-চাপা কপাল, এখন তোমার বরাতে কী সৌভাগ্য নাচানাচি করছে সেটাই একবার যাচাই করে দেখা যাক।'

আগন্তুককে অনুসরণ করে জিল সামনের জানালার দিকে পা-বাড়াল। বাকি সকলে এখন তাপচুল্লির আশেপাশে নিজের নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়নের কথাবার্তায় এখন এসেছে হালকা বৈঠকি আমেজ। একবার এক আয়কর অফিসার কীভাবে ওর পিছু লেগেছিল, আর ওই-বা কীভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে—সেই কাহিনিটাই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে চলেছে সকলের কাছে। তবে ওর বর্ণনায় নির্জলা সত্যের চেয়ে রঙের বাহারই যে পরিমাণে বেশি, সেটা কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার হয় না।

ক্যাম্পিয়নের গালগল্পের মাঝখানেই জিলের আবির্ভাব ঘটল। ওর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ঘোর। 'সত্যি ভারি অবাক ব্যাপার! ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে এমন দু-একটা কথা বললেন, যা আমি ছাড়া আর কারো জানা নেই। বিডি, তোর হাতটাও একবার দেখিয়ে নিতে পারিস!'

বৈঠকখানার পরিবেশটা আগের তুলনায় এখন অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। 'নতুন আগন্তুককে নিয়ে যে অস্বস্তির ভাব দানা বেঁধে উঠছিল সেটা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও হাত দেখাবার জন্য বিশেষ গরজ দেখা গেল না বিডির মধ্যে, তার বদলে রেভারেন্ড কাশই আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার হাতে কি লেখা আছে একবার পড়িয়ে আসি।'

সকলের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়েই তিনি ক্লান্ত-মন্থর পায়ে দূরে অপেক্ষারত আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হল তার জন্যই বুঝি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।

'জ্যোতিষী মশাই তোমায় খুব অবাক করে দিয়েছেন দেখছি!' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠে কৌতুকের ছোঁয়া।

'হ্যাঁ, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।' বোকার মতো মুখ করে জিল মৃদু হাসল। 'আমার জীবনের যাবতীয় ইতিবৃত্ত বোধ হয় ওর নখদর্পণে। এমনকি আমার দু-একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও এমন অনায়াসে বলে গেলেন, যে-বিষয়ে আমি এখনও পর্যন্ত কাউকে কিছু বলিনি।'

খানিকটা তফাতে খোলা জানালার সামনে নবাগত ডাচেট ও রেভারেন্ড কাশ দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছেন। রেভারেন্ড কাশ কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকার ফলে তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাদের কথাবার্তার অস্পষ্ট গুঞ্জনই ঝাপসা কানে ভেসে আসছে। ঠোঁট নাড়া দেখে বোঝা যায় ডাচেটই প্রধান বক্তা।

'আমাদের রেভারেন্ডও একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন, মনে হচ্ছে!' মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন বিডি। 'জ্যোতিষী একধার থেকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে শুরু করেছেন!'

'ওই তো, এদিকেই ফিরে আসছেন দুজনে।' মার্লো সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাল। ডাচেটকে সঙ্গে নিয়ে রেভারেন্ড কাশ সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

'রেভারেন্ড কাকা, তোমার ভবিষ্যৎ কী রকম বুঝলে, খুব উজ্জ্বল নিশ্চয়?' বিডির কণ্ঠে হালকা কৌতুকের সুর।

একটা পাণ্ডুর ছায়া ছড়িয়ে পড়ল রেভারেন্ডের চোখে-মুখে। ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসি। 'আমার আবার ভবিষ্যৎ! এখন কবরের দিকে এক পা বাড়িয়ে বসে আছি, ডাক এলেই চলে যেতে হবে।'

মি. ডাচেট আরও কিছুক্ষণ গল্প করলেন সবার সঙ্গে। রেভারেন্ড কিন্তু আর বসলেন না। পরিচারিকা কাডির কাছ থেকে লণ্ঠনটা চেয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বাসার পথ ধরলেন তিনি। ডাওয়ার হাউস থেকে তার বাসার দূরত্ব খুবই সামান্য, পুরো একশো হাতও হবে কী না সন্দেহ।

বিদায় নেবার আগে সোফিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ড্যাচেট কিছু আভাস দিয়ে গেলেন। প্রচুর দেশভ্রমণের যোগ আছে সোফিয়ার কপালে, এমনকি ওর বিয়েও হবে কোনো এক বিদেশির সঙ্গে। তবে অপরিচিত বিদেশি সম্পর্কে ওর আরও বেশি সাবধান থাকা উচিত। কারণ, এমন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকেই ওর জীবনে গুরুতর বিপদ দেখা দেবার আশঙ্কা।

ভাগ্য গণনার দক্ষিণা হিসেবে ডাচেট যা দাবি জানালেন তা নগণ্য। জিল-ই নিজের পকেট থেকে মিটিয়ে দিল সেটা। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোককে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল সকলে। ভদ্রলোকের গাড়িটা নেহাত ছোট নয়, শুধু হর্নের আওয়াজটাই কেমন বিদঘুটে।

কালো রঙের গাড়িটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হতে-না-হতেই পিছনের দরজা দিয়ে অ্যালিস এসে ভিতরে ঢুকল। প্রৌঢ়া অ্যালিসই সেন্ট সুইদিনের পরিচারিকা। বহুদিন ধরে ও এই বৃদ্ধের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধকে শ্রদ্ধাও করে দেবতার মতো।

'কী খবর অ্যালিস?' বিডি এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। 'এত রাতে?'

অ্যালিসের চোখে মুখে সংশয়। 'যাজক মশাই এই চিঠিটা আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে বললেন।'

'চিঠি!' বিমূঢ় চিত্তে হাত বাড়াল বিডি। 'কই দেখি!'

ছোট্ট এই লাইনের একটা চিরকুট। তার বক্তব্যও নিরতিশয় প্রাঞ্জল।—'জিল এবং ক্যাম্পিয়ন, শুধু তোমরা দুজন একবার আমার বাসায় এসো।' নিচে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে রেভারেন্ডের নাম সই করা।

'এসবের মানে কী?' বিডির কণ্ঠে সীমাহীন উদ্বেগ। এর মধ্যে জিলও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অ্যালিস কোনো জবাব দেওয়ার আগেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

BanglaBook.org

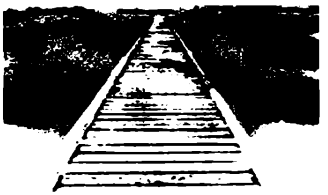

এই ভয়াবহ প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাবার পরে আবার বিশ্বচরাচর জুড়ে হিমেল স্তব্ধতা নেমে এলো। কিন্তু তখনও ওরা সম্পূর্ণ হুঁশ ফিরে পায়নি। প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝে নিতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের। প্রৌঢ়া অ্যালিস একবার চিৎকার করে উঠল। পিছনের দরজা দিয়েও ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, ক্যাম্পিয়নই হাত ধরে থামিয়ে দিল তাকে।

'দাঁড়াও অ্যালিস, আপাতত তোমরা সকলেই এখানেই অপেক্ষা কর। প্রথমে আমি আর জিল গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসি।'

বিডিও এগিয়ে এসে অ্যালিসের পাশে দাঁড়াল। 'সে-ই ভালো, ওরা দুজনে আগে দেখে আসুক। তুমি বরং আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।'

অ্যালিস কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বিচারপতি লোবেট স্তম্ভিত ভঙ্গিতে দুই ছেলে-মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্যাম্পিয়ন আলতোভাবে জিলের কাঁধে ধাক্কা দিল। 'চলো।'

দুজনে দ্রুতপায়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে এক চিলতে সবুজ মাঠ পেরিয়ে কাঁকর বিছানো সরু পায়ে-চলা পথ। তার শেষ প্রান্তে রেভারেন্ডের বাসা। অন্ধকার মাঠের মধ্যে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের বাড়িটা। বন্দুকের আওয়াজ যে ওদিক থেকেই ভেসে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সামনের বড় দরজাটা হাট করে খোলা। তার পরেই সিমেন্ট বাঁধানো লম্বা টানা বারান্দা। বিপরীত দিকে রেভারেন্ড কাশের শোবার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে একটা মৃদু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ইশারায় জিলকে থামিয়ে দিয়ে ক্যাম্পিয়নই নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল প্রথমে। নিরুপায় হয়ে একা একা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হল জিলকে।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই ভিতর থেকে ক্যাম্পিয়নের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'জিল এদিকে এসো।'

গলার আওয়াজ লক্ষ করে জিল অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে পায়ে পায়ে ভিতর দিকে এগোল। রেভারেন্ডের বসবার ঘরের খোলা দরজার সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাম্পিয়ন। ঘরের মধ্যে তেপায়া টেবিলের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগে এই লণ্ঠনটাই সঙ্গে নিয়ে রেভারেন্ড ডাওয়ার হাউস থেকে বাসায় ফিরেছিলেন। টেবিল থেকে হাত দুয়েক তফাতে তার প্রিয় চেয়ারে

BanglaBook.org

গা এলিয়ে বসে আছেন রেভারেন্ড। মাথাটা অসহায়ভাবে পিছন দিকে ঝুলে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মুখ। বাতাসে পোড়া বারুদের উগ্র গন্ধ। রেভারেন্ডের পুরনো শটগানটা চেয়ারের পাশে মেঝের উপর পড়ে আছে।

জিলের মনে হল ওর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতেও এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। কণ্ঠস্বরটা কী রকম ক্ষীণ আর দুর্বল শোনাল সেই জন্য।

'হায়! রেভারেন্ড শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু কেন? —কী জন্য?'

এ প্রশ্নের উত্তর ক্যাম্পিয়নেরও জানা ছিল না। রেভারেন্ডের এই শোচনীয় পরিণতির কথা ও কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি।

পিছনে পায়ের শব্দ দুজনেই সজাগ হয়ে ফিরে তাকাল। অ্যালিসকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা বিডির পক্ষে সম্ভব হয়নি। একরকম জোর করেই ডাওয়ার হাউস থেকে এখানে ছুটে এসেছে। এখানকার পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে এক লহমার বেশি সময় লাগল না ওর।

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড! আমাদের যাজক মশাই এভাবে আত্মহত্যা করলেন! কিছু আগে তাকে আমি দেওয়াল থেকে বন্দুকটা নামাতে দেখেছিলাম, কিন্তু তিনি যে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসতে পারেন সে-চিন্তা একবারের জন্যও মনে উদয় হয়নি। করুণাময় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। কেন যে তার এ দুর্মতি হল—'

শোকের আবেগে অ্যালিসের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। কাঁদুটোও থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। অ্যালিসের অবস্থা দেখে জিল তার কিছুটা শক্তি ফিরে পেল নিজের মধ্যে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অ্যালিসকে। এর মধ্যে ক্যাম্পিয়নও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনে ধরাধরি করে তাকে পাশের ঘরে একটা বেতের সোফার উপরে বসিয়ে দিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল অ্যালিস।

ক্যাম্পিয়ন এবার শক্ত হাতে পরিস্থিতির হাল ধরল। 'শোন জিল, এখন আমাদের প্রথম প্রয়োজন একজন ডাক্তারের। সেই সঙ্গে থানাতেও খবর পাঠাতে হবে। তবে এই গ্রামের মধ্যে নিশ্চয় এর কোনোটার সন্ধান মিলবে না?'

'না', জিল মাথা নাড়ল। 'এ অঞ্চলে ডাক্তার বলতে একমাত্র বৃদ্ধ হুইলার। কিন্তু ক্যাম্পিয়ন, আমি এখনও এই ঘটনার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না! কেন যে তাকে আচমকা এমন একটা মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হল! লেখার টেবিলের ওপর পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া মুখবন্ধ একটা মোটা খামের দিকে ক্যাম্পিয়ন জিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'এর মধ্যে হয়তো কোনো হদিস মিলতে পারে, ওপরে নাম দেখছি মি. হেনরি টপলিস। ইনি কে, করোনার?'

জিল সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল। 'হ্যাঁ, তাহলে বোঝা যাচ্ছে রেভারেন্ড বেশ ভেবে-চিন্তেই এ কাজ করেছেন। এর মধ্যে ওই জ্যোতিষী ভদ্রলোকের কোনো হাত নেই তো?'

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়ন হাত নেড়ে জিলকে থামিয়ে দিল। বাইরে সদর দরজার কাছে অনেক জোড়া জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল একসঙ্গে। প্রথমে হাজির হল বিডি, তার পিছনে বাকি সকলে। বিডির চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য। এই বিয়োগান্ত নাটকের খবর ও যেন আগেভাগেই টের পেয়ে গেছে। রেভারেন্ডের রক্তাপ্লুত মৃতদেহের দিকে চোখ পড়তেই একটা বুকফাটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো ওর গলা চিরে। ত্রস্ত পায়ে খানিকটা এগিয়েও গের সেদিকে। কিন্তু ক্যাম্পিয়নই মাঝে দাঁড়িয়ে ওর পথ আটকাল।'

'শোন বিডি,' ক্যাম্পিয়নের গলায় কোমল সান্তনার সুর, 'এখন আর তোমার কিছু করণীয় নেই। কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাদের রেভারেন্ড সুইদিন আত্মহত্যা করেছেন।'

সোফিয়াও ঘটনার আকস্মিকতায় রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে নিজেকে সামলে নিতে তার বেশি সময় লাগল না। ও-ই হতবাক বিডিকে কিছুটা তফাতে তাপচুল্লির ধারে চেয়ারে এনে বসাল। মার্লোকে সঙ্গে নিয়ে বিচারপতি লোবেটও ততক্ষণে অকুস্থলে হাজির হয়েছেন। জিল এগিয়ে দু-এক কথায় পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল দুজনকে। বৃদ্ধ লোবেটের মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন জিলের কথা ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছেন না। মুহূর্তের মধ্যে যে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইরে।

'কী ভয়ানক ব্যাপার!' ক্ষোভের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'মনে হচ্ছে আমি—আমি-ই যেন—, মাঝপথেই আবার তিনি থেমে গেলেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশই বোধহয় তাকে সংযত করে তুলল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সোফিয়া, তুই বরং বিডিকে নিয়ে সোজা ডাওয়ার হাউসে ফিরে যা। আমরা তাহলে প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে পারি।'

ক্যাম্পিয়নের নির্দেশমতো জিল ও মার্লো গাড়ি নিয়ে ইন্সউইচের পথে রওনা হল। এখনই ডাক্তার হুইলারকে ডেকে আনা দরকার। ফেরার পথে পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিতে হবে। কনস্টেবল পেগ নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গেই আসবেন। তবে স্থানীয় দাস-দাসীরা বা গ্রামের আর-কেউ যাতে এ ঘটনার কথা এখন না জানতে পারে সে-বিষয়েও ক্যাম্পিয়ন বিশেষভাবে সতর্ক করে দিল জিলকে।

সোফিয়া বিডিকে সঙ্গে নিয়ে ডাওয়ার হাউসের দিকে পা বাড়াল। বিডি নির্বাক, নিস্তব্ধ। সারা মুখে যন্ত্রণার নীল ছায়া। মনে হল ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়েই হেঁটে গেল সোফিয়ার সঙ্গে। অ্যালিসকে একরকম জোর করেই জর্জের আস্তানায় পাঠিয়ে দিল ক্যাম্পিয়ন। অ্যালিস জর্জের বোন। বর্তমানের এই দুঃসহ মানসিক অবস্থায় ওর পক্ষে দাদার বাসায় আশ্রয় নেওয়াই উচিত।

BanglaBook.org

অ্যালিস বিদায় নেবার পর ক্যাম্পিয়ন ধীরে ধীরে তাপচুল্লির সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ লোবেট আগুনের ধারে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছেন।

'সত্যি এ এক বিচিত্র ব্যাপার!' ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে বললেন তিনি। 'শঙ্খচিলের ঝাঁক যেমন সমুদ্রের বুকে ভাসমান জাহাজকে অনুসরণ করে চলে, মৃত্যুও যেন সেই একইভাবে আমার মাথার ওপর সারাক্ষণ পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এই কালো ছায়ার হাত থেকে আমার বুঝি আর নিস্তার নেই!'

ক্যাম্পিয়ন কোনো মন্তব্য করলেন না। ঝিমিয়ে-পড়া আগুনের মধ্যে ও আরও দু-চারটে শুকনো কাঠের টুকরো গুঁজে দিল। কাঠ পোড়ার মৃদু চিটপিট শব্দই শুধু ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

অল্প কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন বৃদ্ধ লোবেট। 'আমাকে খুব একটা বোকা ঠাওরাবেন না মি. ক্যাম্পিয়ন!' বৃদ্ধ নিজেই আবার শুরু করলেন, 'মার্লোই যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তা আমি জানি। তবে এ ব্যাপারে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। কারণ এতে ওদের মনে তবু কিছুটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসবে, আমার ধারণা যদিও সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাছাড়া প্রাণধারণের জন্য এমন একটা খোলামেলা পরিবেশেই আমি পছন্দ করি। ওদের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হবার এটাও একটা মস্ত কারণ। এখানকার প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে এই দুর্ভাগ্যকেও যে বহন করে আনব, সেটা আগে বুঝতে পারেনি। তাহলে ভুলেও কখনও এখানে আসার কথা চিন্তা করতাম না। আমি-ই বোধহয় এই মৃত্যুর কারণ।'

'এটা একটা আত্মহত্যার ঘটনা।' ক্যাম্পিয়ন সহজ সুরে আশ্বাস দিল বৃদ্ধকে। 'এ সম্পর্কে কোথাও কোনো সংশয় নেই। এমনকি অহেতুক ঝামেলা এড়াবার জন্য করোনারের উদ্দেশ্যে রেভারেন্ড নিজের হাতে একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছেন।'

'তাই নাকি!' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠে গভীর বিষাদের সুর। 'এটা হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। রেভারেন্ডের হাতে লেখা চিঠি আমার নজরে না পড়লে আমিও হয়তো এ সম্পর্কে অন্য কিছু চিন্তা করতাম।'

ক্যাম্পিয়ন কথা বলতে বলতে লোবেটের মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার দখল করে বসল। বৃদ্ধ লোকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তাপচুল্লির জ্বলন্ত নীল শিখার দিকে চোখ ফেরালেন।

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আর-কোনো আলোচনার আগে আমাদের পরিচয়টা আর-একটু গাঢ় হওয়া দরকার।' বৃদ্ধ লোবেটের চওড়া কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। 'আপনার সঙ্গে জাহাজে প্রথম সাক্ষাতের কথা কোনোদিন ভোলবার নয়। অযাচিতভাবে আপনি আমার জন্য যা করেছেন তা কোনোদিন ভোলবার নয়। তবে বিগত কয়েক দিন ধরে আমার কেমন ধারণা হচ্ছে, আমি যেন নিজের অজ্ঞাতে পুরোপুরি আপনার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। মার্লো যে আমার নিরাপত্তার খাতিরেই আপনাকে নিয়োগ করেছে তাও আমার অজ্ঞাত নয়। তবে আপনার সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আচ্ছা, আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না,' ক্যাম্পিয়ন ধীরে-সুস্থে ঘাড় নাড়ল। 'ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ নয়। তবে আমার ধারণা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তরফ থেকেই আপনার ছেলের কাছে আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে।'

'আমার সম্পর্কে ঠিক কতটুকু আপনি জানেন?' আচমকা প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ লোবেট।

ক্যাম্পিয়নকে আরও বেশি চিন্তিত মনে হল। 'আমার কাছে একটা বিষয় পানির মতো পরিষ্কার যে নিছক প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্য তারা এভাবে আপনার পিছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে না। ওদের বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় এমন কোনো গোপন তথ্য খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। সেই জন্যই ওরা আপনাকে ভয় দেখিয়ে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিতে চায়। আপনার সংগৃহীত তথ্যের বাস্তব গুরুত্ব কতখানি সেটাই ওদের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। এমনকি আপনি লন্ডনে এসে প্রথমেই যে ধাঁধাবিশারদ মি. ম্যাকনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন সে-সংবাদও ওদের অজ্ঞাত নয়। সেই জন্যই সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ওরা মনেপ্রানে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।'

বৃদ্ধ লোবেটের দু'চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল।

'আপনার অন্তদৃষ্টি খবই প্রখর মি. ক্যাম্পিয়ন। প্রথম দর্শনে আপনাকে যতখানি বোকাসোকা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি আপনি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আপনার অনুমানের কোনো ভুল নেই। সত্যিই আমি সিমিস্টার সম্পর্কে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু সেই সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্যটা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। আমাকে একলাই এ রহস্য ভেদ করতে হবে।'

ক্যাম্পিয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একগুঁয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মনে হচ্ছে এই ধাঁধার উত্তর না মেলা পর্যন্ত আপনি ইংল্যান্ডেই থেকে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন?'

BanglaBook.org

লোবেট ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন। 'প্রথমে আমার সেই রকম অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বর্তমানের এই শোচনীয় দুর্ঘনটার পর আমাকে সবকিছু নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর আবার মুখ খুললেন লোবেট। 'আচ্ছা মি. ক্যাম্পিয়ন, ইংল্যান্ডে বাস করে আমার সেই অভীষ্ট মহাপুরুষের দর্শনলাভের সম্ভাবনা কতখানি বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে ক্যাম্পিয়ন মিনিটখানেক সময় নিল। 'আমেরিকায় আপনাকে কব্জা করা ওদের কাছে যতখানি সহজ ছিল, এখানকার পরিস্থিতি কিন্তু ততটা অনুকূল নয়। এখানে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ হাসিল করা একটু শক্ত। তাই স্বয়ং সিমিস্টার যদি আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়, তাহলে আমি খুব বেশি বিস্মিত হব না। বেগতিক দেখে সময় সময় পর্বতকেও মহম্মদের কাছে হাজির হতে হয়। সেই কারণে বিপদটা আপনার পক্ষে অনেক বেশি।'

'তাই যদি হয় তবে হতভাগ্য রেভারেন্ডেই বা এমনভাবে মারা পড়বেন কেন?'

'আপনার এ প্রশ্নটা যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ।' ক্যাম্পিয়নের বুক ঠেলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। 'রেভারেন্ডের এই মৃত্যুটাও রীতিমতো রহস্যময়।'

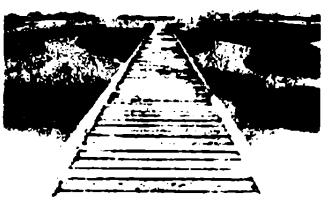

ডাওয়ার হাউসের বৈঠকখানার পরিবেশে এখন আর আগের মতো হালকা খোলামেলা নয়। একটা থমথমে হিমশীতল নীরবতাই যেন সমগ্র আবহাওয়াটাকে অস্বাভাবিক ভারী করে তুলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গনগনে তাপ চুল্লিটাও যেন ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

খোলা জানালার ধারে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বিডি আর সোফিয়া বসে ছিল। বিডির চোখ-মুখ গম্ভীর, অশ্রুভারাতুর। এতক্ষণ অবিরাম বর্ষণের ফলে ওর দু'গালে শুকনো পানির দাগ পড়েছে লম্বা হয়ে। সোফিয়া নির্বাক,নিস্তব্ধ। বিডিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাটুকুও বুঝি তার জানা নেই। মিনিটখানেক আগে পরিচারিকা কাডি এসে ওদের সামনে দু'পেয়ালা ধূমায়িত কফি রেখে গেছে। কাডির বিশ্বাস, বর্তমানের এই শোকবিহ্বল পরিস্থিতিতে গরম কফিই মানসিক জড়তার ভাবটা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

BanglaBook.org

রেভারেন্ডের পড়ার ঘরে ডাঃ হুইলার তখন নিবিষ্টচিত্তে মৃতদেহ পরীক্ষায় ব্যস্ত। তবে পরীক্ষা করে দেখবার মতো এ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ছিল না। সেন্ট সুইদিন যে স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ নিয়েছেন এটা এখন প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। পুলিশ কনস্টেবল পেগের মনেও সে-বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু যাজক মশাইয়ের মতো এমন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে কী কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তা-ই প্রধান প্রশ্ন। ঘটনাটা যেন মানুষের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে।

মৃতুদেহ পরীক্ষা করার পর ডা. হুইলার বাইরের বেসিন থেকে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন।। ক্যাম্পিয়ন এগিয়ে গিয়ে কোট পরতে সাহায্য করল তাকে। কনস্টেবল পেগ এতক্ষণ নীরবে সবকিছু লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। হুইলারকে প্রস্তুত হতে দেখে পকেট থেকে পেন্সিল আর নোটবুক বের করে আনলেন।

'তাহলে ডা. হুইলার,' ঈষৎ বিব্রত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন পেগ, 'আপনি বলছেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই মৃত ব্যক্তি নিজের হাতে এই গুলি ছুড়েছেন?'

'হ্যাঁ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' মৃদু ঘাড় দোলালেন হুইলার। 'তুমি আজই একবার মি.টপলিসের সঙ্গে যোগাযোগ কর, পেগ। তাঁকে বলে দিও কাল সকালে আমি ফোনে তার সঙ্গে কথা বলব।'

'রেভরেন্ড সুইদিন করোনারের নামে একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছেন।' ক্যাম্পিয়ন সামনের টেবিলের দিকে ডা. হুইলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এতক্ষণে কনস্টেবল পেগ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে তো আর বিশেষ কোনো সমস্যা রইল না।' টেবিল থেকে টপলিসের নাম লেখা খামটা তুলে নিয়ে সযত্নে পকেটে ভরলেন তিনি। 'মনে হয় এই চিঠিতেই যাজক মশাই তার আত্মহত্যার কারণ জানিয়ে গেছেন। এর ফলে আপনার ও অনেক অপ্রীতিকর ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। এমনকি করোনারের বিচারসভায় আপনাদের হাজিরা দেবারও হয়তো আর-কোনো দরকার পড়বে না। তবে একটা ব্যাপারে এখনও আমার কিছু জানার আছে। যদিও সেটা শুধু নিয়মরক্ষা। প্রশ্নটা হচ্ছে, এই দুর্ঘটনার সময় আপনারা প্রত্যেকে কে কোথায় ছিলেন?'

'আমরা তখন সকলে একসঙ্গে ডাওয়ার হাউসে ছিলাম।' জিল জবাব দিল। 'তার কিছু আগেই রেভারেন্ড বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।'

'আর রেভারেন্ডের পরিচারিকা, মিসেস ব্রুম?'

'অ্যালিসও তখন আমাদের সঙ্গে ছিল। সেন্ট সুইদিনই ওর হাতে একটা চিরকুট দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' পেগের কণ্ঠে আগ্রহের সুর ফুটে উঠল। ' কী ছিল সেই চিরকুটে?'

BanglaBook.org

জিল পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে কনস্টেবল পেগের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অ্যালিস যখন এটা আমাদের কাছে নিয়ে আসে, ঠিক তখনই গুলির আওয়াজটা আমরা শুনতে পেলাম।'

লণ্ঠনের আলোয় চিরকুটটা ভালো করে খুঁটিয়ে পড়লেন পেগ। 'তাহলে এই জরুরি ডাক পেয়েই আপনারা এখানে এসে পৌঁছন? ব্যাপারটা যে প্রকৃতই আত্মহত্যার ঘটনা সেটা এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

ডা. হুইলারও দৃঢ়কণ্ঠে পেগকে সমর্থন জানালেন। 'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই রেভারেন্ড এ কাজ করেছেন। কিন্তু কেন যে তিনি এমন একটা লজ্জাকর পথ বেছে নিলেন—!'

'এই কেন-র উত্তর আমাদেরও জানা নেই।' হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল জিল। 'তবে মি. টপলিসের চিঠিতে হয়তো এ সম্পর্কে কোনো আভাস পাওয়া যাবে।'

আরও দু-চারটি মামুলি প্রশ্নের পর ডা. হুইলারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তখনকার মতো বিদায় নিলেন কনস্টেবল পেগ। আগামীকাল সকালেই তিনি রেভারেন্ডের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখবার জন্য মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। যদিও এর বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলে তিনি মনে করেন না। শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই তাকে এই অপ্রিয় কর্তব্য সমাধান করতে হবে।

পেগ ও হুইলার বিদায় নেবার পর বুড়া জর্জের দেখা পাওয়া গেল। অ্যালিসের মুখে রেভারেন্ডের শোচনীয় পরিণতির কথা শুনে ও ছুটে চলে এসেছে। যাজক মশাইকে ওরা সকলেই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনি যে এভাবে আত্মঘাতী হবেন যেন বিশ্বাস করাই কষ্টকর।

ক্যাম্পিয়ন বুড়া জর্জকেই রাতের মতো রেভারেন্ডের মৃতদেহ পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত রাখল। জিল অবশ্য জর্জের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তরুণ জমিদারবাবুর কষ্ট হবে ভেবে জর্জ কিছুতেই তাতে রাজি হল না। ও একাই এই দায়িত্বটুকু সামাল দিতে পারবে।

ডাওয়ার হাউসে ফিরে এসে বৃদ্ধ লোবেট আর বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলেন না। বিডি এখন খানিকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। সোফিয়া ও মার্লো সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিতাকে অনুসরণ করল। ওদের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও শোনা গেল কিছু পরে।

অতিথিরা বিদায় নেওয়ার পর ডাওয়ার হাইসের বৈঠকখানায় এখন শুধু জিল, বিডি আর ক্যাম্পিয়ন। তিনজনেই নির্বাক, গম্ভীর। ঘটনাটা যথেষ্ট বেদনাদায়ক তো বটেই, এর আকস্মিকতাও কিছু কম নয়।

অবশেষে জিলই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল, 'রেভারেন্ডের এই আকস্মিক মৃত্যুটা সত্যিই এক দুর্জ্ঞের বিস্ময়! কী গভীর রহস্য যে এর পিছনে লুকিয়ে আছে—'

BanglaBook.org

বিডিও এবার যেন কথা খুঁজে পেল। ক্যাম্পিয়নের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এমনটা কেন ঘটল, অ্যালবার্ট? আমাদের রেভারেন্ডকে তুমি তো অনেক দিন থেকেই জানো! শেষ পর্যন্ত তাকে কেন এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে হল?'

ক্যাম্পিয়ন কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুখবন্ধ নীল খাম বের করে আনল। 'রেভারেন্ডের লেখার টেবিলে এই খামটাও পড়ে ছিল। ইচ্ছে করেই পেগ বা হুইলারের কাছে এ সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করিনি।'

জিল সাগ্রহে খামটা হাতে নিল। খামের উপরে গোটা গোটা অক্ষরে জিল, বিডি ও ক্যাম্পিয়নের নাম লেখা। মাথার দিকে এক কোণে ছোট করে লেখা আছে 'গোপনীয়'।

কাঁপা কাঁপা আঙুলে জিল খামের মুখ ছিঁড়ল। বিডিও উত্তেজনায় অধীর হয়ে একেবারে জিলের কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তবে খামের মধ্যে সযত্নে ভাঁজ করা কাগজের টুকরোর সমাচার খুব সামান্যই।

জিল ও বিডি, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন। আমার মৃত্যুর পরে যদি কোনো গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়, তবে ক্যাম্পিয়ন যেন সাফোকে আমার পুরনো বন্ধু বিশপ অর্লিক ওয়াটসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।—তোমাদের হতভাগ্য রেভারেন্ড কাকা।

নিচে পুনশ্চ দিয়ে আরও একটা লাইন যোগ করা।

সঙ্গের দাবার ঘুঁটিটা শুধুমাত্র ক্যাম্পিয়নের জন্য।

খামের মধ্যে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি লাল রঙের একটা মন্ত্রীও দেখতে পাওয়া গেল। জিল ঘুঁটিটা নিয়ে খানিকক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

'এসবের মানে কী!' পুঞ্জীভূত বিস্ময়েই যেন বেরিয়ে এলো ওর বুকের আগল ঠেলে।

ক্যাম্পিয়ন কোনো উত্তর দিল না। জিলের হাত থেকে ঘুঁটিটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল নেড়েচেড়ে।

'রেভারেন্ডের আরও কয়েকটা সেই ঘুঁটি ছিল। বিডির দুচোখে আবেগে ছলছল করে উঠল, 'তবে এই সেটটাই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। এখনও সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য বলে বোধ হচ্ছে। মৃত্যুর জন্য এমন একটা অদ্ভুত সময়ই-বা তিনি বেছে নিলেন কেন! ওই জ্যোতিষী ভদ্রলোক বিদায় নেবার ঠিক পরেই—'

এই প্রথম রেভারেন্ডের মৃত্যু-প্রসঙ্গে অপরিচিত হস্তরেখাবিদের নাম উচ্চারিত হল। এতক্ষণ সকলের ঠোঁটের আগাতেই যেন নামটা এসে আটকে

BanglaBook.org

ছিল, বিডিই তাকে টেনে আনল হাটের মাঝে। ভাই-বোন দুজনের সপ্রশ্ন চোখের দৃষ্টি এখন উত্তরের আশায় ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে নিবদ্ধ। ক্যাম্পিয়নও ওর পুরু লেন্সের চশমার মধ্যে এই দুজনকেই একমনে নিরীক্ষণ করছিল। 'সত্যি কথা বলতে কী,' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর নির্বিকার, ভাবলেশহীন, 'এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা মুশকিল। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগে কোনোদিন তার নাম পর্যন্ত শুনিনি। তবে তাকে প্রথম দেখে আমি যে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম, তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের সামগ্রিক অবয়বটাই কেমন যেন বিসদৃশ! জিল, তুমি তো আগেই মি. ডাচেটের নাম শুনেছিলে, তাই না?'

জিল ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল। 'হ্যাঁ, এবং অনেকের মুখ থেকে। বিগত বড়দিনের সময় মাপল্‌স্টোন হলেও তিনি হাজির হয়েছিলেন। সেখানে ভদ্রলোকের কাছে হাত দেখাবার জন্য রীতিমতো লাইন পড়ে গিয়েছিল।'

বিডি যেন খানিকটা ঝোঁকের মাথায় ক্যাম্পিয়নের ডান হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল। 'অ্যালবার্ট, ডাচেই নামে এই ভদ্রলোকই সেন্ট সুইদিনের হত্যাকারী। এমনকি অ্যান্টনি ডাচেটই ভদ্রলোকের প্রকৃত নাম কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে।'

ক্যাম্পিয়নের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস উঁকি দিল। 'তোমার দ্বিতীয় সংশয়টার মধ্যে কিছু যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের পক্ষে সেন্ট সুইদিনকে কীভাবে হত্যা করা সম্ভব সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা সকলেই তাকে নিজের গাড়িতে ফিরে যেতে দেখেছি। তাছাড়া এটা যে প্রকৃতই আত্মহত্যা সে-বিষয়ে ডা. হুইলারের মনে একটুও দ্বিধা নেই। কনস্টেবল পেগও সেই একই অভিমত পোষণ করেন।'

'তুমি কী বলতে চাও, আমি জানি!' বিডি অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'হতভাগ্য রেভারেন্ড যে আত্মহত্যা করেছেন সে-সম্পর্কে আমিও সম্পূর্ণ এতমত। কিন্তু লাল দাড়িওয়ালা ওই বেঁটে মানুষটি নিশ্চয়ই যাবার আগে এমন কোনো কলকাঠি নেড়ে গেছে যার ফলে রেভারেন্ডের মতো একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও এই ঘৃণ্য আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি যখন নিজের ভবিষ্যৎ জানবার জন্য ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বসেছিলেন, তখনই সম্ভবত কিছু একটা ঘটে থাকবে।'

একটু ইতস্তত করল ক্যাম্পিয়ন। 'তোমার এই অভিযোগটা যেন কিছুটা কষ্টকল্পিত।'

'তুমি কি বিশ্বাস কর ভদ্রলোক সত্যিই সাধারণ কোনো গণৎকার?' উত্তরের প্রত্যাশায় মুখ তুলল জিল।

BanglaBook.org

'ওহো—না,' ক্যাম্পিয়ন সবেগে মাথা নাড়ল, এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা আমি ভাবিনি। এই ধড়িবাজ ঘুঘুটি যিনিই হোন না কেন, কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলেন। মনে হয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা খুঁটিয়ে দেখবার অভিপ্রায়েই তার এই আবির্ভাব। শিকার হিসবে আমাদের এই নিরীহ ভালো মানুষ রেভারেন্ড এই মহাপুরুষটির কাছে খুবই তুচ্ছ, নগণ্য বিডি!'

'তবে কী সাময়িকভাবে রেভারেন্ডের মতিভ্রম ঘটেছিল?'

কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর ক্যাম্পিয়ন ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে রেভারেন্ডের এই বিশপ-বন্ধুর সঙ্গেও একবার যোগাযোগ করা দরকার। সেখান থেকেও হয়তো এ রহস্যের কোনো হদিস পাওয়া যাবে।'

'আর লাল রঙের ওই দাবার ঘুঁটিটা?' জানতে চাইল জিল।

'এ রহস্যের সমাধান এত সহজে মিলবে বলে মনে হয় না।' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। 'এমনকি সময় সময় বিডির সন্দেহটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। শেষমেশ রেভারেন্ডের হয়তো কোনো মতিভ্রম ঘটে থাকবে!'

'তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।' বিডি সরাসরি ক্যাম্পিয়নের চোখের উপর চোখ রাখল। 'বিশেস করে তোমাকেই তিনি এটা দিতে গেলেন কেন! রেভারেন্ড যে মগজে যথেষ্ট বুদ্ধি ধরতেন তাতে অন্তত আমার সন্দেহ নেই। তার নিশ্চয় ধারণা ছিল তুমি এর মর্মোদ্ধার করতে পারবে।'

জিলও এতক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'তুমি কি মনে কর বিচারপতি লোথেটের জন্যই আজ এই অপরিচিত গণৎকারের আবির্ভাব ঘটেছিল?'

'সম্ভাবনাটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না! '

'তিনি তাহলে সিমিস্টারের কোনো অনুচর! না এই গণকঠাকুরই স্বয়ং সিমিস্টার? কেননা সেই জ্যোতিষী ভদ্রলোককে আমি কখনও চাক্ষুষ দেখিনি, তার যে লাল রঙের দাড়ি ছিল, সে-কথাও কেউ আমাকে বলেনি। সেই কারণেই সন্দেহটা এত বেশি করে ঘনীভূত হচ্ছে।'

ক্যাম্পিয়ন দু'পা এগিয়ে তাপচুল্লির সামনে এসে দাঁড়াল। 'কোনো সম্ভাবনাই এখন আর হালকাভাবে গ্রহণ করা চলে না। তবে আজ রাতের মতো আমাদের আর কিছুই করণীয় নেই। আপাতত নিদ্রাদেবীর শরণ নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত!'

বিডি ও জিল দুজনেই এ প্রস্তাবে সাগ্রহে সমর্থন জানাল। গত দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে যে পরিমাণ মানসিক ধকল হয়েছে তা নেহাত কম নয়।

BanglaBook.org

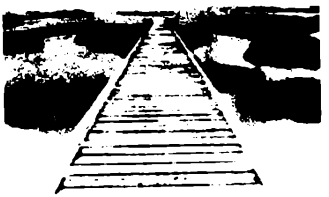

লাল কাঁকর বিছানো প্রশস্থ পথ ধরে ডা. হুইলার মন্থর গতিতে হেঁটে আসছিলেন। তার দুপাশে বৃদ্ধ লোবেট ও যুবক ছিল। ডা. হুইলারই প্রধান বক্তা, অন্য দুজন নীরব শ্রোতা মাত্র।

এখনও ভালো করে মিস্ট্রি মাইলের ঘুম ভাঙ্গেনি। বড়জোর আধঘণ্টা আগে রেভারেন্ডের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত গ্রামবাসীই এই অভাবিত ঘটনায় বিস্মিত, হতচকিত। এ সম্পর্কে চাপা কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করছে সকলে।

সূর্যদেব যথানিয়মে পূর্ব গগনে দীপ্যমান। মে মাসের শেষাশেষি, তবে এর মধ্যেই শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্রকৃতিদেবী যেন শেষ বারের মতো ফুলের সাজে সাজিয়ে নিয়েছে। মিস্ট্রি মাইলের পাহাড়ি প্রান্তের প্রান্তর ঘিরে নানান ফুলের রঙবাহার।

ডা. হুইলারের চোখে-মুখে কিন্তু লেশমাত্র প্রসন্নতার চিহ্ন নেই। টপলিসকে লেখা রেভারেন্ডের অন্তিম চিঠিটাই তার এই মানসিক শান্তিভঙ্গের একমাত্র কারণ। রেভারেন্ড চিঠিতে লিখেছেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন । ইদানীং এর জন্য কষ্টও পাচ্ছিলেন দারুণ। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এই ব্যাধির প্রকোপে তিনি হয়তো চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়বেন। সেই বিড়ম্বিত জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি বাধ্য হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এ অঞ্চলের ডাক্তার বলতে একমাত্র হুইলার। রেভারেন্ডের তেমন কোনো দুরারোগ্য রোগ হলে তারই প্রথম জানবার কথা। তিনি রেভারেন্ডের বিশিষ্ট বন্ধুও বটে। কিন্তু রেভারেন্ডের তার কাছে এ সম্পর্কে কখনও কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

'আমাকে যদি একবারও তিনি এই ব্যাধির কথা খুলে বলতেন,' আক্ষেপের সুরে হুইলার বললেন, 'তাহলে আমি অন্তত তার ভুল ভেঙে দিতে পারতাম। অনেক সময় রোগ সম্পর্কে সাধারণের মনে নানান ধরনের ভিত্তিহীন কুসংস্কার জমা হয়ে থাকে। কিন্তু রেভারেন্ডের মতো এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও যে এই জাতীয় কুসংস্কারের শিকার হবেন সে-কথা চিন্তা করাই কষ্টকর! আচ্ছা জিল, তোমার কাছেও কি তিনি এ বিষয়ে কখনও কিছু বলেননি?'

BanglaBook.org

'না,' বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জিল। সেন্ট সুইদিনের এই চিঠিটা যে তাকেও রীতিমতো বিস্মিত করে তুলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'বিডির জন্য দুর্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন ডা. হুইলার। 'ও নিশ্চয় এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে রাজি হবে না। আমাদের রেভারেন্ডকে যে ও পিতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত সে-কথা তো কারো অজানা নয়।'

জিল কোনো উত্তর দিল না। হুইলারের কথা ওর কানে গিয়েও পৌঁছচ্ছিল না ঠিকমতো। এই জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্য ওরা সারা মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। একটু এগোলেই ডাওয়ার হাউস। বাঁকের ঠিক মুখে ডান দিকে খড়ের ছাউনি-দেওয়া গ্রামের ডাকঘর। ডাকঘর-সংলগ্ন একটা স্টেশনারি দোকান। আশেপাশে দু-চার মাইলের মধ্যে দোকান বলতে এই একটাই। তিনজনে কথা বলতে বলতে বাঁকের মুখে এসে পৌঁছতেই ডাকঘরের মধ্যে থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কোনাকনি রাস্তা পেরিয়ে বৃদ্ধ লোবেটের দিকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেল ভদ্রলোককে।

'ইনি হচ্ছেন স্থানীয় ডাকঘরের একমাত্র কর্মচারী মি. কেটল। লোবেটের দিকে ফিরে মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস করেলেন হুইলার, 'ভদ্রলোকের একমাত্র যুবতী মেয়েও বাপের সঙ্গে থাকে। দুজনে মিলে এই দোকানে আর পোস্ট অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনো করে। মি. কেটল্ আদতে এ অঞ্চলের বাসিন্দা নন। চাকরির সূত্রে মেয়েকে নিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন।'

ঘাসে-ঢাকা মেঠো পথ পেরিয়ে মি. কেটল বৃদ্ধ লোবেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার চোখে মুখে বৈষ্ণবী বিনয়ের ভাব। 'আপনার দুটো চিঠি আছে স্যার।' হাতে ধরা দুটো খাম লোবেটের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'আমার মেয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনিই আমাদের এই মিস্ট্রি মাইলের নতুন অতিথি মি. লোবেট। দূর থেকে আপনাকে আসতে দেখে ও-ই আমাকে ডেকে চিনিয়ে দিল।'

হাত বাড়িয়ে খাম দুটো গ্রহণ করলেন লোবেট। 'ধন্যবাদ।'

'ডাকঘরের পিছনে স্টেশনারি দোকানও আছে আমার একটা। সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। দয়া করে খবর পাঠালেই আমরা আপনার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।'

মি. কেটল বিদায় নেবার পর বৃদ্ধ লোবেট আবার ডাওয়ার হাউসের পথ ধরলেন। ডাক্তার হুইলারকে সঙ্গে নিয়ে জিল ততক্ষণে আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে। ক্যাম্পিয়নের মার্কা-মারা গাড়িটাকেও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে

BanglaBook.org

দেখা গেল। যেতে যেতেই খাম ছিঁড়ে চিঠি দুটোর উপর এক-পলক চোখ বুলিয়ে নিলেন লোবেট।

ডাওয়ার হাউসের প্রশস্ত বৈঠকখানাতেই দেখা পাওয়া গেল সবাইকে। সকলের হাতেই হাল্কা পানীয়ের গ্লাস। বিডি উঠে গিয়ে এক পাত্র মেরি ঢেলে আনল বৃদ্ধ লোবেটের জন্য। জিল আর ক্যাম্পিয়ন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল কোনো বিষয়ে।

'আমি খুবই লজ্জিত বিডি,' চেয়ার টেনে বসতে বসতে লোবেট বললেন, 'একটা চিঠির কথা তোমাদের জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঐতিহ্যমণ্ডিত ওই প্রাচীন প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় একটা প্রতিকৃতি টানানো আছে। মনে হয়, ছবিটা যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিতর্কিত শিল্পী রোম্‌নের আঁকা। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য লন্ডনের এক বিশেষজ্ঞ কোম্পানির কাছে চিঠি লিখি। অবশ্য স্বর্গত রেভারেন্ডও আমাকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এইমাত্র সেই চিঠির উত্তর এসেছে । তারা এই ছবিটা সম্পর্কে আগ্রহী। এবং এটা যাচাই করে দেখবার জন্য একজন অভিজ্ঞ প্রতিনিধিকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আগামীকাল বিকেলেই সে-ভদ্রলোকের এসে পৌঁছবার কথা। 'পকেট থেকে খাম বের করে ক্যাম্পিয়নের দিকে এগিয়ে দিলেন লোবেট। 'তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন কোনো ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। আমি বরং জরুরি তার পাঠিয়ে ভদ্রলোককে এখানে আসতে বারণ করে দিই।'

'আপনি কি দোতলায় বড় হলঘরের দরজার মাথায় টাঙানো সেই ছবিটার কথা বলছেন?' বিডি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বৃদ্ধ লোবেটের দিকে ফিরে তাকাল । 'শুনেছি উনি আমার স্বর্গত পিতার প্রপিতামহী। কিন্তু এর জন্য আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? এ ছবির যে প্রাচীন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বাবাও সে-কথা বলতেন। তবে কোনো দিন তেমনভাবে যাচাই করে দেখা হয়নি। রেভারেন্ড নিজেও এই ছবির বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এখন সত্যিই যদি ছবিটার মূল্য যাচাই করে নেবার সুযোগ পাওয়া যায় তবে তাতে আপত্তির কী থাকতে পারে! রেভারেন্ডের অবিনশ্বর আত্মা এতে বরং কিছুটা তৃপ্তি পাবে।'

বিডির কথার সুরে এমন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল যে বৃদ্ধ লোবেটও আর আপত্তি করতে পারলেন না। জিলও ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল বোনকে।

খামটা লোবেটকে ফিরিয়ে দিতে দিতে ক্যাম্পিয়ন সহাস্যে মন্তব্য করল, 'প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এখানে আসছেন, এই মি. এ ফারগুসন বারবার আমার পরিচিত। এলিফ্যানটাইনে আমেরিকা থেকে ফেরবার পথেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। দস্তুর মতন সে এক অভিজ্ঞতা বলা চলে!'

BanglaBook.org

'বারবার মানুষটি কেমন?' কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করল বিডি।

'খুবই ক্লান্তিকর।' ম্লান হেসে জবাব দিল ক্যাম্পিয়ন। 'দু-চার মিনিট পাশাপাশি থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

পরের দিন সাবেক জমিদার বাড়ির ঘাসে-ঢাকা লনের মাঝখানেই বৈকালিক চায়ের আসর বসেছিল। আবহাওয়াটাও ছিল বেশ উষ্ণ এবং আরামদায়ক। বিচারপতি লোবেট বর্তমানের এই অস্বস্তিকর পরিবেশকে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্যাম্পিয়নও এ ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করছিল। উভয়ের যৌথ চেষ্টায় বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশও গড়ে উঠল ধীরে ধীরে।

'আচ্ছা, আমরা তো একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে পারি! সেই সঙ্গে জমিদারির চৌহদ্দিটুকুও দেখে নেওয়া যাবে।' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্রাউডি লোবেট। 'জর্জ আমাকে বলেছিল, পার্কের পশ্চিম প্রান্তে অনেকখানি জায়গাজুড়ে একটা গোলকধাঁধা রয়েছে। নাকি কয়েকশ বছরের পুরনো।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, জিল সায় দিল, 'তবে বিগত বছর দুয়েক তার কোনো সংস্কার করা হয়নি। পথঘাট সব আগাছায় ঢেকে গেছে।'

'তাহলেও বাইরে থেকে ঘুরে দেখতে বাধা কিসের!' বিডির কণ্ঠে উৎসাহের সুর ধ্বনিত হল।

ক্যাম্পিয়নও খোশমেজাজে সমর্থন জানাল বিডিকে। 'গোলকধাঁধার রহস্যভেদের পরীক্ষা দিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত। স্যার লোবেটের ইচ্ছাকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি।

জমিদার বাড়ির প্রশস্ত লন পেরিয়ে সকলে দলবেঁধে বাইরে এসে দাঁড়াল। পূর্ব দিকে কাঁটা ঝোপের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা পাথর-বাঁধানো সরু রাস্তা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তারপরেই খোলা প্রান্তর। প্রান্তরের পিছনে বিশাল এলাকাজুড়ে বিরাট ফলের বাগান। আরও পিছনে ঘাসে-ঢাকা অসমতল জমি। দু-চারটে ফলের গাছও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। তারই একধারে

BanglaBook.org

পাথর দিয়ে তৈরি এক প্রাচীন গোলকধাঁধাও নজরে পড়ল সকলের। চারপাশে বুনো আগাছার জঙ্গল। দূর থেকে বড়সড় একটা পাথরের ঢিবি বলেই মনে হয়।

'এটা কিন্তু আকারে প্রকারে নেহাত ছোট নয়।' বিডির গলার সুরে হালকা খুশির আমেজ। 'ছেলেবেলায় আমরা এখানে কত লুকোচুরি খেলেছি! কিন্তু আজ সঠিক পথের হদিস বের করতে পারব কি না বলতে পারি না।"

বিডি হঠাৎ তাকিয়ে দেখল একমাত্র ক্যাম্পিয়নই তখন তার পাশে পাশে চলেছে। সহজাত উৎসাহের আধিক্যে বৃদ্ধ লোবেটে বেশ কয়েক হাত সামনে এগিয়ে গেছেন। জিল আর সোফিয়া ওদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। শুধু মার্লোই অনুপস্থিত। ও এখন কী-একটা কাজ করতে বাড়িতে বসে।

ক্যাম্পিয়নকে একা পেয়ে বিডির হাবভাবও হঠাৎ কেমন বদলে গেল। একেবারে ওর পাশে সরে এসে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'সেন্ট সুইদিন সম্পর্কে আর-কোনো তথ্য কি তুমি জানতে পারলে, তাছাড়া ওই লাল দাবার গুঁটিটার প্রকৃত অর্থই বা কী? তুমি কি এর মধ্যে এই রহস্যের কোনো হদিস খুঁজে পেয়েছ?

আচমকা বিডির একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল ক্যাম্পিয়ন। আর তার পর মৃদু সুরে বলল, 'বিডি, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, ভুলেও আর কখনও এই দাবার গুঁটির উল্লেখ পর্যন্ত করবে না। মনে রেখ, বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেন কোনোক্রমেই আর-কেউ জানতে না পারে!'

বিডি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। এক অজ্ঞাত ভয়ের আভাসও ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। ক্যাম্পিয়ন মৃদু হেসে ভরসা দিল তাকে। 'তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি অবশ্য এখনও কোনো আলোর হদিস খুঁজে পায়নি, কিন্তু আমার আজকের এই অনুরোধ কখনও যেন ভুলে যেও না।'

ক্যাম্পিয়নের কথার সুরে এমন গাম্ভীর্য ছিল, বিডিও তা অগ্রাহ্য করতে পারল না। 'ঠিক আছে, আমি না-হয় কথা দিচ্ছি। কিন্তু জিল—'

'জিল খুবই বুদ্ধিমান। কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেও কখনও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করবে না।'

আর-কোনো কথা না বলে নীরবে হেঁটে চলল দুজনে।

'এই কি গোলকধাঁধার প্রবেশ

পথ?' দূর থেকে বৃদ্ধ লোবেটের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

কণ্ঠস্বর লক্ষ করে দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকাল। বৃদ্ধ লোবেট তখন পাথরের ঢিবির বাঁ-দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'হ্যাঁ,' আপনি ঠিকই ধরেছেন।' এগিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে জবাব দিল বিডি। 'কিন্তু চারদিকে যা আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে ভিতরে

BanglaBook.org

ঢুকতে পারবেন কি না সন্দেহ! তবে আপনি কি এই গোলকধাঁধার মন্ত্রগুপ্তিটা জেনে নিতে চান?'

'না না, কিছু বলবে না! দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানালেন লোবেট। 'আমি নিজেই এ রহস্য ভেদ করব। অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!' শেষের দিকে লোবেটের কণ্ঠস্বর কিছুটা অস্পষ্ট শোনাল। সম্ভবত তিনি কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। এখন আর তাকে দেখাও যাচ্ছে না পিছন থেকে।

ইতিমধ্যে জিল আর সোফিয়া পিছন থেকে এসে ওদের ধরে ফেলল।

'মি. লোবেটকে দেখছি না!' প্রশ্ন করল জিল। 'তিনি কি এই গোলকধাঁধার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছেন?'

'কিন্তু বাবার তো কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!' সোফিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি উঁকি দিল। 'নিশ্চয় তাহলে ভেতরে আসার পথ খুঁজে পায়নি।'

'এখনই তার প্রমাণ মিলবে।' জিল চোখ তুলে সোফিয়ার দিকে তাকাল। তারপর অদৃশ্য লোবেটকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, 'মি. লোবেট, আপনি কি গোলকধাঁধার মাঝখানে পৌঁছতে পেরেছেন?'

'না, সবেমাত্র এর ভেতরে ঢুকলাম।' পাষাণস্তূপের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ লোবেটের সাড়া পাওয়া গেল। 'তবে বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, ভেতরটা কিন্তু তত দুর্ভেদ্য নয়। নানান জায়গায় অবাঞ্ছিত ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠলেও এখনও কোনোরকমে হাঁটা-চলা করা যায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খুব অবাক লাগছে। এই সব বেওয়ারিশ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে অনায়াসে অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধে থাকতে পারে। যদিও সে রকম কোনো চিহ্নই এখানে দেখা যাচ্ছে না।'

'ওরা হয়তো গোলকধাঁধার রহস্যভেদে পারদর্শী নয়।' সহাস্যে মন্তব্য করল বিডি।

'এর মধ্যখান বলে কিছু আছে কী না সন্দেহ!' পুনরায় লোবেটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তোমরাও ভেতরে আসছ নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' চেঁচিয়ে জবাব দিল জিল। 'তবে মাঝখানে পৌঁছাবার একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে, যখনই সম্ভব হবে বাঁ দিকের পথ ধরবেন। তাহলে আর পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না!' ক্যাম্পিয়ন মৃদু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে জিলের দিকে ফিরে তাকাল। 'তিনি যখন নিজেই এর রহস্যভেদের চেষ্টা করছেন, তখন আমাদের অন্তত সে-সুযোগটুকু তাকে একবার দেওয়া উচিত। তা না হলে আসল আনন্দটাই পুরোপুরি মাটি হয়ে যায়।'

BanglaBook.org

জিল এ অভিযোগের উপযুক্ত একটা জবাব খুঁজছিল, এমন সময় অনেক দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে মার্লোকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। বিডিরই সেদিকে নজর পড়ল প্রথম। মার্লোর পাশাপাশি কালো রঙের অ্যাটাচি হাতে আর-একজন মাঝবয়সী বিদেশি ভদ্রলোক। তিনি-ই সেই চিত্র-বিশেষজ্ঞ মি. এ. ফারগুসন বারবার।

বিডির কথায় সকলেই পিছন ফিরে মার্লোকে দেখতে পেল। এতক্ষণে মি.বারবারকেও চিনতে পারল সোফিয়া।

'হায় ঈশ্বর! এ যে সেই বাক্যবাগিশ তুর্কি! সারা সমুদ্রপথটা ও সকলকে জ্বালিয়ে মেরেছিল। দেখুন মি. ক্যাম্পিয়ন, বারবারের বকবকানির ধাক্কায় মার্লোর মুখটাও এখন কেমন করুণ হয়ে উঠেছে!'

আর সকলের ঠোঁটেও এবার মৃদু হাসি ফুটল। বেচারি মার্লোর মুখ-চোখের অবস্থা যথার্থই শোচনীয়, এবং এই বারবারের সাহচর্যই যে তার একমাত্র কারণ সেকথাও কাউকে বুঝিয়ে বলে দিতে হয় না। বারবারের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তার হাবভাবে আগ্রহের ঘনঘটা এত দূর থেকেও স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। অবিশ্রাম বকতে বকতে লম্বা লম্বা পা ফেলে মার্লোর পাশাপাশি হেঁটে আসছে বারবার, ডান হাতে ধরা বড় সাইজের একটা অ্যাটাচি কেস।

মিনিট খানেকের মধ্যেই নবাগত অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সামনে হাজির হল মার্লো। প্রথমে মহিলাদের দিকে তাকিয়ে স্বদেশি রীতি অনুযায়ী মাথা নত করে সম্মান জানাল বারবার, দৃশ্যটা অনেকটা ক্যারিকেচারের মতোই ঠেকল। তারপর ক্যাম্পিয়নের দিকে নজর পড়তেই তার মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হল।

'কী আশ্চর্য! আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের! মনে হচ্ছে এই পৃথিবীটা যেন কতই ছোট!' ক্যাম্পিয়নকে লক্ষ করে বারবার মন্তব্য করল। 'ভাববেন না আপনার মুখটা আমি ভুলে গেছি। এমনকি আপনার নামটাও এখনও পরিষ্কার স্মরণে আছে। আপনিই তো অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল, তাই না? এলিফ্যানটাইনের ডেকে দাঁড়িয়ে এই নামই তো বলেছিলেন!'

আর সকলে কপট ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ক্যাম্পিয়ন কিন্তু নির্বিকার, অবিচল। ওর কথার সুরে কোনো দ্বিধা বা জড়তার আভাস পর্যন্ত নেই।

'ওহ্, কী সাংঘাতিক ভুলই না সেদিন করে বসেছি! অন্যমনস্ক হয়ে তখন আপনাকে আমার নামের বদলে বাসার ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল হচ্ছে আমার বাসস্থান, আর আমার নাম অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন। ভুলটা কীভাবে ঘটেছিল এখন নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন।'

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়ন নিজের গাম্ভীর্যটুকু একটা বজায় রাখতে পুরোপুরি সমর্থ হলেও, আর কেউ ওর মতো অভিনয়ে এতখানি পারদর্শী নয়। বিডির পক্ষে উত্তাল হাসির বন্যাকে বুকের মধ্যে চেপে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়াল। অন্যদেরও সেই এক অবস্থা। ব্যাপারটা নবাগত তুর্কিরও নজর এড়াল না। সে ঘাঁড় ফিরিয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। অবশেষে বিডিই সামাল দেবার চেষ্টা করল পরিস্থিতিটা।

'আপনি তো বিচারপতি লোবেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাই না, মি.বারবার?' হাসিমুখে আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকাল বিডি। 'তিনি এখন সাবেক আমলের এই গোলকধাঁধার রহস্য ভেদ করার মানসে একা একা এর ভিতরে গিয়ে ঢুকেছেন। দাঁড়ান, আমিই না-হয় তাকে ডেকে দিচ্ছি'

ঝোপেঝাড়ে-ঘেরা বিশাল পাথরের স্তূপটার দিকে এতক্ষণে বারবারের নজর পড়ল। 'এটা একটা গোলকধাঁধা নাকি!' আগন্তুকের কণ্ঠে কৌতূহলের সুর। 'আমি তো দূর থেকে আগাছার জঙ্গল বলেই ভেবেছিলাম।'

'খোলা মাঠের হাওয়া খেতে খেতে আমরা সকলেই কিঞ্চিৎ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম,' স্বভাবসিদ্ধ সরল কণ্ঠে মন্তব্য করল ক্যাম্পিয়ন, 'তাই এই জঙ্গলটা একটু ঘুরে দেখতে এসেছি।'

মার্লো সংক্ষেপে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বারবারের। জিল সৌজন্যসূচক প্রশ্ন করল, 'পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো আপনার?'

'না-না, অসুবিধা কিসের!' পরম সন্তোষসহকারে মাথা নাড়ল বারবার। 'পথের দুপাশের দৃশ্যাবলি খুবই মনোরম। তবে দূরত্বটা যে এতখানি সে-বিষয়ে আগে আমার কোনো আন্দাজ ছিল না। তাই পৌঁছতে একটু দেরি হল। তার ওপর প্রধান সড়ক ছেড়ে মিস্ট্রি মাইলের দিকে বাঁক নেবার মুখে আমাকে একবার পুলিশের কবলেও পড়তে হয়েছিল। আমার গাড়ি নিয়ে নানা রকম জেরা শুরু করল ওরা। এ ধরনের ঝুট-ঝামেলার আমি কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না। সে-কথাটাও ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম ওদের। বড় রাস্তার ওপর ধরপাকড়ের তবু একটা কারণ বোঝা যায়। কিন্তু কেউ যখন তুচ্ছ একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকছে, এবং যেখান থেকে আর-কোনো চুলোয় যাবার উপায় নেই—তখন এ ধরনের হয়রানি করা শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য বিচারপতি লোবেটের প্রাণ রক্ষার খাতিরেই হয়তো—'

হঠাৎ এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উত্থাপনায় প্রত্যেকেই কিছুটা বিচলিত বোধ করল। মার্লোই অবশেষে মোড় ফেরাল প্রসঙ্গের।

'কিন্তু বাবার খবর কী?' মাঝপথে প্রশ্ন করল মার্লো। 'অন্ধকারে গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে সময়টা কিছু কম হয়নি!' তারপর গলা চড়িয়ে ডেকে উঠল, 'বাবা, আধ মিনিটের জন্য একবার বাইরে বেরিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

পাথরের বুকে মার্লোর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলল, কিন্তু প্রত্যাশিত কোনো উত্তর ভেসে এলো না।

'নিশ্চয় বাপি আমাদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন!' মুচকি হেসে সন্দেহ প্রকাশ করল সোফিয়া। 'এখনও হয়তো মাঝপথে পৌঁছতে পারেননি। সাড়া দিলে পাছে ধরা পড়ে যান, তাই মুখ বুজে আছেন।'

'তার চেয়ে আমরাই বরং ভেতরে গিয়ে মি. লোবেটকে উদ্ধার করে আনি।' বিডি বলল। 'সোফিয়া বোধহয় ঠিক কথাই বলেছে।'

'কিন্তু আমি তো এখান থেকে চেঁচিয়ে তাকে রহস্যভেদের চাবিকাঠি বলে দিলাম।' প্রতিবাদ জানাল জিল। 'এরপর তার আর-কোনো ভুল হতে পারে না!'

'বাপি, তুমি কী আমার ডাক শুনতে পাওনি?' এবার বেশ গলা ছেড়েই চিৎকার করল মার্লো। 'সেই আর্ট-ডিলার ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তুমি বাইরে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল।'

এবারেও বিচারপতি লোবেটের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মার্লোর চিৎকারটাই শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

সোফিয়ার আয়ত নীল চোখে ঈষৎ শঙ্কার আভাস উঁকি দিল। 'বাপি হঠাৎ অসুস্থ হননি তো?'

সোফিয়ার এই শঙ্কা সকলকেই সংক্রামিত করল। ক্যাম্পিয়নের সহজাত হাসি-খুশি ভাবটাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক নিমেষে। ব্যস্ত পায়ে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে গোলকধাঁধার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ওর কণ্ঠেও ঘনীভূত উদ্বেগের ছোঁয়া।

'মি. লোবেট দয়া করে সাড়া দিন। আপনার সাড়া না পেয়ে আমরা সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছি।'

এবারেও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। অনুচ্চারিত আশঙ্কাটা যেন দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে সকলের বুকের মধ্যে।

'ব্যাপারটা কী? ভদ্রলোক একবারে বোবা হয়ে গেলেন নাকি!' এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মাঝখানে বোকার মতো প্রশ্ন করে বসল বারবার।

বিডি এবার ক্যাম্পিয়নকে অতিক্রম করে দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে গেল। জিলকেও ডাক দিল সেই সঙ্গে।

'তুই আমার পেছন পেছন আয়, জিল। আমি সোজা পথ ধরে গোলকধাঁধার কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হব। সেই ফাঁকে তুই অলিগলিগুলো খুঁজে দেখবি।' কথা বলতে বলতে বিডি আগাছার জঙ্গল ঠেলে সামনের দিকে পা বাড়াল। জিলও দ্রুত পায়ে অনুসরণ করল তাকে। বাকিরা গোলকধাঁধার ঠিক মুখেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলেই উদগ্রীব, উৎকর্ণ।

BanglaBook.org

পাথরের মতো এই নীরবতা ভঙ্গ করে সোফিয়াই প্রথম আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপি! —বাপি! —সাড়া দাও!'

মার্লোর সারা মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। 'বাইরে বেরুবার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই তো!'

'আমার তো তা মনে হয় না!' ক্যাম্পিয়ন গম্ভীর, আত্মমগ্ন। 'কোনো গোলকধাঁধারই তা থাকা উচিত নয়।'

নিরেট পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বিডির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জিলকে উদ্দেশ্য করেই ও বলছে, 'আমি এখন ঠিক মাঝপথে এসো দাঁড়িয়েছি জিল। কিন্তু মি. লোবেটের কোনো হদিস নেই।'

জিলও কী যেন উত্তর দিল চেঁচিয়ে, তারপর আবার সব চুপচাব। ঘটনার আকস্মিকতায় ক্যাম্পিয়ন হয়তো কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়ে ছিল। ও এবার ধীরে ধীরে তৎপর হয়ে উঠল।

'তোমরা দুজন গোলকধাঁধার বাঁ দিকটা ভালো করে খুঁজে দেখো।' মার্লো ও সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পিয়ন বলল, 'আমি নিজে ডান দিক ধরে এগুচ্ছি। বলা যায় না, কোনো জায়গার পাথর সরে গিয়ে দ্বিতীয় পথ বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'আর আমি! আমি এখন কী করব?' গোল গোল চোখ তুলে প্রশ্ন করল বারবার।

'আপনি বরং এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখুন। গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে অচেনা কাউকে বাইরে বেরুতে দেখলেই চেঁচিয়ে আমাদের খবর দেবেন।'

মার্লো ও সোফিয়া বাঁ দিকে অদৃশ্য হবার পর ক্যাম্পিয়ন ডান দিকের পথ ধরল। পথ বলতে অবশ্য আগাছায় ঘেরা বন্ধুর পাথুরে জমি, তার মধ্যে দিয়ে এগুনোই দুঃসাধ্য। কিন্তু ওদের এই পরিশ্রমই সার হল। লোবেটের কোনো হদিস মিলল না।

'ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত!' ক্যাম্পিয়নের দেখা পেয়ে মন্তব্য করল মার্লো। এর ভেরত থেকে বাইরে বেরুবার দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই! বাপি নিশ্চয় ওর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে থেকে আমাদের সকলকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু এর ফলে আমরা যে কতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি—'

ক্যাম্পিয়নের প্রশস্ত কপালেও চিন্তার কুঞ্চন। ওর সেই সহজাত হাসি-খুশি ভাবটা এখন আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফেরার পথে বিডির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল ওদের। বিডির বুদ্ধিদীপ্ত চোখের তারায় অসহায় বিভ্রান্তির ছায়া।

'অ্যালবার্ট, আমি আর জিল দুজনে মিলে গোলকধাঁধার ভেতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। এমনকি কোথাও কোনো সূত্র পর্যন্ত নেই। মি. লোবেট যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন!'

BanglaBook.org

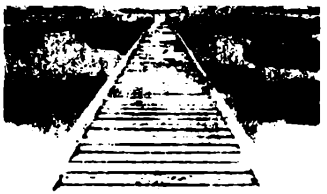

'এখানে তাকে খুঁজে বেড়ানো পণ্ডশ্রম মাত্র!' অবশেষে হতাশ কণ্ঠে বলল বিডি। 'তিনি কিছুতেই এর মধ্যে থাকতে পারেন না।'

বিডি এবং সোফিয়া গোলকধাঁধার প্রবেশ পথের ঠিক মুখেই দাঁড়িয়েছিল। মিনিটখানেক আগে ক্যাম্পিয়ন খোঁজখবর নেবার জন্য স্ট্রাউডের পুলিশ ফাঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে। পুলিশের নজর এড়িয়ে কেউ-ই সে-পথ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। জিল এখনও জেদি কুকুরের মতো গোলকধাঁধার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মার্লো জনা দু-তিন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে প্রায় চষে ফেলেছে চারপাশ। জমিদারবাড়ির প্রশস্ত লনের মধ্যে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে অবিচল গম্ভীর মুখে বসে আছে বারবার। তার সঙ্গের অ্যাটাচি কেসটা এক মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করেনি। আর এই চরম সংকটময় মুহূর্তে যে অন্তত কিছুটা কাজে আসতে পারত, সেই আদরের অ্যাডল-পেটেরও ধারে-কাছে কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সোফিয়ার সারা মুখ বিবর্ণ। যেন এক উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে একা একা ভেসে চলেছে ও। বিডিও যেন রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনভর গ্রামের শান্ত পরিবেশেই ও অভ্যস্ত। কিন্তু বিচারপতি লোবেটের আবির্ভাবের পর থেকে যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনাবলি দ্রুতলয়ে ঘটে চলেছে তার কোনো থই পাওয়াই দুষ্কর। এবং আশু এই পরিসমাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে মানসিকভাবেও দারুণ বিপর্যস্ত।

'ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না!' খানিকটা আত্মগত সুরেই বলল বিডি। 'তিনি কিছুতেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন না। সমস্তটা যেন একটা ম্যাজিক।'

সোফিয়া ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। তার ঠোঁট দুটো নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কথা বলতে যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। অবশেষে প্রাণপণ চেষ্টার পর অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল, 'ওরা আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে এখানে এসে পৌঁছেছে। ওদের হাত থেকে কিছুতেই আমরা নিস্তার পাব না। আমি জানি—আমি—'

BanglaBook.org

বাকিটা সম্পূর্ণ করবার আগেই থরথরিয়ে কেঁপে উঠল ওর সর্বাঙ্গ। বিডি এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে না ধরলে ও হয়তো মাটির উপর লুটিয়ে পড়ত জ্ঞান হারিয়ে।

এ ধরনের পরিস্থিতির সামাল দিতে বিডি বরাবরই খুব পটু। ওর নিজের মানসিক জড়তাকুও কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সোফিয়াকে ধরে নরম ঘাসের উপর ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল ও। তার মাথাটাও সযত্নে নিজের কোলে টেনে নিল। তারপর জিলের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল।

ডাক শুনেই গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো জিল। জ্ঞানহারা সোফিয়ার দিকে নজর পড়তেই তার দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

'হায় ঈশ্বর! ও ভয় পেয়ে হার্টফেল করল নাকি!'

ভাইয়ের এই নির্বোধ আচরণে রীতিমতো রেগে উঠল বিডি। 'তুই দেখছি একটা আস্ত উজবুক। মারা যাবে কেন, ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তুই ওকে পাঁজকোলা করে তুলে বাসায় নিয়ে যা। দেখিস, কোথাও যেন কোনোরকম আঘাত না পায়। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ওর মতো কোমল স্বভাবের মেয়ে ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এতে আর কী আশ্চর্য কী! আমারই ভয়ে হাত-পা সব গুটিয়ে আসছে। ব্যাপারটা সত্যিই খুব রহস্যময়। বুল্ল-লোবেট যে কোন পথ দিয়ে অদৃশ্য হলেন—'

বিডির শেষ কথাগুলো জিলের কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। ও শুধু উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে সোফিয়ার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর বুকের মধ্যে যেন দারুণ এক ঝড় বয়ে চলেছে। অবশেষে নিজেকে খানিকটা সংযত করে বিডির নির্দেশমতো সোফিয়ার জ্ঞানহীন দেহটা সযত্নে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাসার দিকে পা বাড়াল। বিডিও অনুসরণ করল ওকে। বাসায় পৌঁছে জিল কিন্তু এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সোফিয়াকে বিডির জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ও আবার গোলকধাঁধায় ফিরে এলো। কারণ নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ও পুরোপুরি সচেতন।

এবারের চেষ্টায় এক নিগূঢ় রহস্যের তবু যেন সূত্র পাওয়া গেল একটা। মূল গোলক ধাঁধা সংলগ্ন অসংখ্য কানা-গলিগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পশ্চিম দিকের একটা পাথর স্থানচ্যুত হবার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে গর্তটার। লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গেছে তার চারপাশে। সেই জন্যই সহজে নজরে পড়ে না সেটা। তবে কোনোরকমে বুকে হেঁটে একজন মানুষ তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। জিল নিজেও একবার চেষ্টা করে দেখল। ব্যাপারটা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। গোলকধাঁধার তিন দিকে লম্বা করে পরিখা কাটা। তার পিছনেই সোনালি গমের ক্ষেত। পরিখাটাও লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছায় ভরতি। তবে গর্তের ঠিক বাইরের খানিকটা অংশ

BanglaBook.org

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খুব সম্প্রতি যে এখানকার আগাছার জঙ্গল সাফ করে জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে তার চিহ্ন বেশ স্পষ্টই বিদ্যমান।

এই নতুন আবিষ্কারের ফলে মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হল জিল। এ পর্যন্ত লোবেটের কোনো সন্ধান না পাওয়া গেলেও ব্যাপারটা যে পুরোপুরি ম্যাজিক নয় সে-বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

যেভাবে বাইরে বেরিয়েছিল সেইভাবেই জিল আবার গোলকধাঁধার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তবে ক্যাম্পিয়ন না ফিরে আসা পর্যন্ত তার এই আবিষ্কারের কথা কারো কাছে প্রকাশ করল না।

মিনিট পনেরো বাদেই ক্যাম্পিয়নের দর্শন পাওয়া গেল। ফেরার পথে ও গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা দেখা-সাক্ষাৎ করে এসেছে। কিন্তু একমাত্র মি. বারবার ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত আগন্তুককে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি। বিচারপতি লোবেটেরও কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারল না। ইতিমধ্যে মার্লোও ওদের সঙ্গে এসে মিলিত হল। ও যে এই পর্যন্ত পিতার এই রহস্যময় অন্তর্ধানের কোনো সূত্র খুঁজে পায়নি, সেটা ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নেওয়া যায়।

ক্যাম্পিয়ন ও মার্লোকে সঙ্গে নিয়ে জিল যখন গোলকধাঁধার পশ্চিম দিকে সেই গর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল, তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। টর্চের আলোয় গর্ত এবং তার চারপাশটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাম্পিয়ন । ঝোপের মধ্যে এক জায়গায় আধপোড়া সিগারেটের একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া গেলে। হেঁট হয়ে টুকরোটা সযত্নে কুড়িয়ে নিল।

'আমার বাবা এই ব্রান্ডের সিগারেটই ব্যবহার করেন,' বলল মার্লো। 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই ফোকরের মধ্যে দিয়েই বাপি গোলকধাঁধার বাইরে বেরিয়ে গেছেন।'

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, কোনো কারণে তিনি হঠাৎ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন!' আচমকাই জিল মন্তব্য করল। 'এছাড়া বর্তমানে আর-কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অতীতে কী তার জীবনে এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল?'

'না,' মার্লো মাথা নাড়ল। কিন্তু জিলের এই নতুন ব্যাখ্যাটাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। 'তবে সম্প্রতি যে-রকম সঙ্কংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে, তাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। সত্যিই হয়তো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে বাবা এখন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কোনো বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'এখানে অবশ্য নদীর মোহনাও আছে একটা। জিলের কণ্ঠে চিন্তার সুর। 'গুন্ডারা কী তাকে বোটে করে অন্য কোথাও ধরে নিয়ে গেল?'

BanglaBook.org

'একটু খোঁজখবর নিলেই এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।' এতক্ষণে মুখ খুলল ক্যাম্পিয়ন। 'দু-তিনজনে মিলে যদি কাউকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, সেটা নিশ্চয় কারো না কারো নজরে পড়বে।—জিল, আজ বিকেলে কখন জোয়ার এসেছিল তুমি জানো?'

'পাঁচটা নাগাদ,' জিল জবাব দিল। 'এবং তার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই লোবেটের কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের এখনই একবার মোহনার কাছে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। গোটা ছয়েক বাইচের নৌকোও বাঁধা থাকে সেখানে। কাদায় ভরা লবণাক্ত জলাভূমি থেকে মোহানাটা বেশ কিছুটা দূরে। তবে রওনা হবার আগে সোফিয়াকেও সমস্ত ঘটানাটা জানিয়ে যাওয়া দরকার। আধঘণ্টা আগে ও বেচারি মানসিক দুশ্চিন্তায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আমিই ওকে কোলে করে আমাদের সাবেক বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। মনে হয় বিডির পরিচর্যায় ইতিমধ্যে ও কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমাদের মুখ থেকে কোনো আশার বাণী শুনলে ওর চিন্তা-ভাবনা হয়তো কিছুটা দূর হতে পারে।'

গোলকধাঁধার ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো তিনজন। তারপর অপরিসর মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল দ্রুত পায়ে। বিডি এতক্ষণ ওদের জন্যই ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে তিনজনকে আসতে দেখে ছুটে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল।

'ওদিকের খবর কী? মি. লোবেটের কোনো খোঁজ পেলে?'

জিল ওর নতুন আবিষ্কারের কথা সংক্ষেপে খুলে বলল বিডিকে। এবং এই মুহূর্তে ওদের যে আর কিছু করনীয় নেই সেটাও বিডির মগজে ঢুকল।

'আমি তোমাদের জন্য সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করে রেখেছি। সোফিয়াও খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না। তবে তোমাদের অনুরোধ ও হয়তো ফেলতে পারবে না।'

কথা বলতে বলতে সকলে মিলে খাবার-ঘরে হাজির হল। জানালার ধারে একটা বেতের চেয়ারে মি. বারবারকে বসে থাকতে দেখা গেল চুপচাপ। এতক্ষণ নানা ঝামেলায় লোকটার কথা কারো খেয়ালই ছিল না। বারবার কিন্তু নির্বিকার। সকলকে ঢুকতে দেখে হাসিমুখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'ওহো!' বিডির কণ্ঠে অকপট বিস্ময়ের সুর। 'আপনার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম! সত্যি আমি খুব লজ্জিত!'

'না না, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই।' বারবারের চোখে-মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। 'মি. লোবেটের দেখা না-পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। কারণ—,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুরে বারবার বলে চলল, 'আমার এই

BanglaBook.org

অ্যাটাচি কেসের মধ্যে এমন কিছু ছবি আছে যা তাকে কৌতূহলী করে তুলবে।' বেশ গর্বভরেই নিজের চামড়ার ব্যাগের উপর বার কয়েক হাত বোলাল বারবার। 'কটম্যান যে প্রকৃতই একজন জাত শিল্পী ছিলেন সে-কথা এত দিন কেউ বুঝত না। আধুনিক কালের শিল্পরসিকরা কিন্তু তার আঁকা ছবি নিয়ে রীতিমতো শোরগোল বাধিয়ে তুলেছেন। ফলে তার ছবিগুলোও ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। অনেক কষ্টে কয়েকটা মাত্র আমি জোগাড় করতে পেরেছি । আপনারা নিজেরাই সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'মাফ করবেন, আমরা কেউ-ই শিল্পরসিক নই।' হাত নেড়ে বাধা দিল মার্লো। 'ছবি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই আমাদের। তাছাড়া আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, আজ বিকেল থেকে আমার বাবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটা খুবই আকস্মিক এবং রহস্যময়। তাই বলছিলাম—'

'তাতে কী হয়েছে!' বারবারের ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই অম্লান হাসি ফুটে উঠল। 'আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করব।'

এবারে মার্লো তার নিজের রাগ চেপে রাখতে পারল না। বেশ ঝাঁঝের সুরেই বলল, 'কিন্তু বাবা যে এখন কোথায় আছেন তার কিছুই আমরা জানি না। সেজন্য আমরা সকলেই রীতিমতো উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। এই সহজ সত্যটুকু কী আপনি বুঝতে পারছেন না?'

বারবার ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেও তার গোঁফের ফাঁকে হাসির আভাসটুকু ঠিকই লেগে রইল। মি. লোবেটই একটা ছবির ব্যাপারে আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া কটম্যানের ছবি যে তাকে কিনতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। কষ্ট করে এতদূর যখন এসেছি তখন তিনি না-ফেরা পর্যন্ত আমি না-হয় অপেক্ষা করেই থাকব।'

বারবারের এই নাছোড়বান্দা মনোভাবে সকলেই রীতিমতো বিরক্তি বোধ করল। জিল তো আর একটু হলে ধমক দিতে যাচ্ছিল তাকে। কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। মার্লোও এ কথার কী জবাব দেবে খানিকক্ষণ ভেবে পেল না। অবশেষে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, তাহলে অপেক্ষা করেই থাকুন!'

চামড়ার অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে পরম সন্তুষ্ট চিত্তে বারবার আবার তার জানালার ধারের চেয়ারে গিয়ে বসল। তার এই আচরণে কে কী মনে করল সে-সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র বিকার নেই।

বাইরের বারান্দা থেকে অ্যাডলপেটের ঘেউ ঘেউ চিৎকারে চমকে উঠল সকলে। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকবার জন্য করুণ সুরে আবেদন জানাচ্ছে ও।

BanglaBook.org

'ওহ্, সকলে মিলে এখন আমাদের জ্বালিয়ে খেল!' বেজার মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে ভেজানো দরজার দিকে এগিয়ে গেল জিল। দরজা খোলা পেয়েই অ্যাডলপেট ছুটে এসে বিডির কোলের উপর লাফিয়ে উঠল। ওর দুচোখের জুলজুলে লোভী দৃষ্টি সামনের টেবিলে সাজানো খাদ্যবস্তুর উপরই স্থির-নিবদ্ধ। একমাত্র বিডি ছাড়া কেউ-ই যে ওকে এখন কেনো রকম আসকারা দেবে না,তাও ও বেশ ভালোই জানে।

ঠিক এই মুহূর্তে আচমকা মার্লোর নজরে পড়ল, অ্যাডলপেটের গলায় আঁটা বকলেসের সঙ্গে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ সুতো দিয়ে জড়ানো। ব্যাপারটা জিল এবং ক্যাম্পিয়নেরও ততক্ষণে নজরে পড়েছে। মার্লোই ঝুঁকে পড়ে অ্যাডলপেটের গলা থেকে কাগজের টুকরোটা খুলে নিল। সেটা একটা নোট বুকের ছেঁড়া পাতা। কেউ যেন দ্রুত হাতে দু'লাইন লিখে দিয়েছে তার মধ্যে। মার্লোর হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে জিল লাইন দুটো পড়ে শোনাল সকলকে।

'নীল সুটকেসটা হারিয়ে না-গেলে আমি নিরাপদ। পুলিশকে এসবের বাইরে রাখা ভালো। আমার পক্ষে সেটাই এখন মঙ্গলজনক।'

ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চারজনে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'এটা কী বিচারপতি লোবেটের হাতে লেখা?' কাগজটা মার্লোর দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল জিল।

দু-এক পলক চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে থেকে মার্লো ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ, হাতের লেখাটা বাবার। এমনকি এটা তারই নোট বুকের ছেঁড়া পাতা। কিন্তু—,' বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে ফিরে তাকাল ও, 'এসবের কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। সত্যিই কি আমি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাব!'

জর্জ ও তার ভাই হেনরির নেতৃত্বে গ্রামের সকলে মিলে মিস্ট্রি মাইলের প্রতিটি অঞ্চল আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াল। মিস্ট্রি মাইল-সংলগ্ন কর্দমাক্ত লোনা জলাভূমিটাও খুঁজে দেখা হল বড় বড় লণ্ঠন জ্বেলে। কিন্তু লোবেটের সামান্য কোনো হদিস পর্যন্ত মিলল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অনুসন্ধানকারী দলটা যখন ফিরে এলো তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। অ্যাডলপেটকে সঙ্গে নিয়ে জিল

BanglaBook.org

এবং মার্লো দুজনেই সারা রাত ধরে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে। ভোরবেলা ওরাও হতাশ মুখে ফিরে এলো।

লাইব্রেরি ঘরেই বিডির সঙ্গে দেখা হল দুজনের। একটা চেয়ারে পা এলিয়ে বিডি খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ওদের পায়ের শব্দ পেয়েই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সোজা হয়ে। 'কোনো খবর পেলে?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও। কিন্তু ওদের ম্রিয়মাণ মুখের দিকে তাকিয়ে ওর প্রশ্নের উত্তর পেতে বিশেষ দেরি হল না।

'আর সবাই কোথায়?' ঘরের চারধারে নজর বুলিয়ে জানতে চাইল জিল।

'বাগানের দিকে গেছে।' বিডি জবাব দিল। 'ভোর হতে-না-হতেই সোফিয়া ওর বাবার খোঁজে একা একা বেরিয়ে পড়বার মতলব করেছিল। অ্যালবার্ট এ অবস্থায় ওকে একা ছাড়তে রাজি নয়। তাই বাধ্য হয়ে সে-ও ওর সঙ্গে গেল। মি.বারবারের জন্য দোতলার সিঁড়ির পাশের একান্তের ঘরটার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ভদ্রলোক এখনও হয়তো বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন।'

'এ ধরনের বেরসিক লোক যে কী করে শিল্পের সমঝদার হয় আমি কিছুতেই ভেবে পাই না!'

জিল পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাগানের দিকের জানালার সামনে দাঁড়াল। সবেমাত্র দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তার ছোঁয়া লেগে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূর থেকে সোফিয়া ও ক্যাম্পিয়নেরও দর্শন পাওয়া গেল। ঘাসে-ঢাকা মেঠো পথ ধরে দুজনে পাশাপাশি এদিকেই ফিরে আসছে। সোফিয়ার চোখে-মুখে উজ্জ্বল হাসির ছটা। তবে এটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ক্যাম্পিয়নের কথাবার্তার ধরন-ধারণ এমনই যে ইচ্ছে করলে যে-কাউকে ও হাসিয়ে মারতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে জিলের কাছে দৃশ্যটা কেমন বিসদৃশ ঠেকল। ক্যাম্পিয়নের উপর বরং একটু রাগ হল মনে মনে। বর্তমান পরিস্থিতিটা নিশ্চয় হালকা হাসি-ঠাট্টার উপযুক্ত নয়!

মিনিট তিন পরেই ওরা দুজনে লাইব্রেরি ঘরে এসে পৌঁছল। সোফিয়া আবার আগের মতোই গম্ভীর, থমথমে। তাহলে ক্যাম্পিয়ন নিশ্চয় সোফিয়ার মনের ভার কিছু পরিমাণে লাঘব করতে পেরেছে, অথচ জিল আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে-কাজে একটুও সফল হয়নি।

'কোনো দিক থেকেই এই রহস্যের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' ক্যাম্পিয়নের দিকে ফিরে তাকিয়ে মার্লো বলল, 'আমাদের এই অনুসন্ধানকারী দলটা যদিও বিশেষ কোনো দৈবশক্তির অধিকারী নয়, কিন্তু এ অঞ্চলটা তো তাদের অতিপরিচিত। কোনো অচেনা নৌকোও গতকাল মোহানার কাছে দেখা যায়নি। এবং মিস্ট্রি মাইলের আর-কেউই অদৃশ্য হয়নি। গতকাল গ্রামের বাইরেও যেতে দেখা যায়নি কাউকে।'

BanglaBook.org

'অ্যাডলপেট যে চিরকুটটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেটার দিকে কিন্তু আমরা কেউ-ই তেমন মনোযোগ দিচ্ছি না!' আচমকা মন্তব্য করল বিডি। 'আমরা যেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ চোখ বুজেই আছি! আমার মনে হয় ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবা দরকার। এর পিছনে তিনটি মাত্র সম্ভাবনার কথাই আমি চিন্তা করতে পারি। হয় মি. লোবেটকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, এবং তিনি আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য অ্যাডেলপেটের মাধ্যমে কোনোভাবে এই চিরকুটটা পাঠাতে পেরেছেন। অথবা মি. লোবেট হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, আর তার ফলেই নানা রকম আজগুবি কল্পনা তার মগজের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। এ চিঠিটা তার সেই মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। আর তৃতীয় সম্ভাবনাটা হচ্ছে, এটা আদৌ তার লেখা নয়। আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য আর-কেউ এই চিরকুটটা অ্যাডলপেটের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

মার্লো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'এটা যে আমার বাবার-ই হাতের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ হয়তো তাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছে।' কয়েক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করল মার্লো। 'তবে আমার বাবাকে তো আমি চিনি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া দু-একজনের কর্ম নয়। তার জন্য বেশ কয়েকজন শক্ত-সমর্থ লোকের দরকার। তেমন কোনো ঘটনা ঘটলে গ্রামের প্রত্যেকেই তা জানতে পারত। আমার মনে হয় অ্যাডলপেটের গলায় এই চিরকুটটা বেঁধে দিয়ে বাবা স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছেন। তার শারীরিক উপস্থিতি আমাদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কোনো ধারণা থেকেও এ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, জলজ্যান্ত একটা মানুষ তো আর কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে না!'

মার্লোর শেষ কথায় জিল, বিডি এবং ক্যাম্পিয়ন পলকের জন্য পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। মিস্ট্রি মাইলের পূর্ব-উপকূলে কর্দমাক্ত লোনা জলাভূমির মধ্যে এমন কতগুলো বিপদজ্জনক জায়গা আছে, যেখানে একবার ভুল করে গিয়ে পড়লে ফিরে আসার সম্ভবনা খুব কম। চোরাবালির মতো সেই নরম কাদার স্তর কোনো ভারী বস্তুকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে ফেলে। কিছুক্ষণ বাদে মাটির উপরে তার আর-কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্লো বা সোফিয়া অবশ্য সে-কথা জানে না, এবং এই মুহূর্তে তেমন কোনো সম্ভাবনার কথাও মুখ ফুটে ব্যক্ত করল না অন্য কেউ। কিছু পরে মার্লোই আবার সোফিয়ার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। 'বাবার সেই নীল সুটকেসটা ঠিকমতো আছে তো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ', ঘাড় নেড়ে সায় দিল সোফিয়া, 'আমি আর বিডি দুজনে মিলে ধরাধরি করে সেটা এই লাইব্রেরি ঘরেই নিয়ে এসেছি। সুটকেসটা ওজনেও বেশ ভারী।'

সোফিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাঁ দিকে দুটো বইয়ের আলমারির ফাঁকে নীল কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া মাঝারি সাইজের সুটকেসটার দিকে চোখ পড়ল সকলের।

'এটাই সেই সুটকেস!' মার্লোর কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস। 'জাহাজে লন্ডনে আসার সময় আর সব ভুলে বাবা সবসময় এই সুটকেসটার ওপরেই তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এর জন্য তার উদ্বেগের শেষ ছিল না। এটার মধ্যে কী এমন মহামূল্য বস্তু লুকনো আছে, একবার খুলে দেখা দরকার!'

'কাজটা কী উচিত হবে মার্লো?' সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'বর্তমান পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আর এ বিষয়ে দ্বিধা করা উঠিত নয়।' যেকোনো উপায়েই হোক বাবাকে ফিরে পাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ। কিন্তু এর চাবিটা এখন পাই কোথায়! বাবা তো সবসময় সেটা আর নিজের কাছে রেখে দিতেন।'

'এ ব্যাপারে আমাদের অ্যালবার্ট হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারে।' মৃদু হেসে বিডি বলল, 'এই একটা মাত্র বিদ্যে ও খুব ভালোভাবেই রপ্ত করে রেখেছে।'

'বিদেশি অতিথিদের সামনে এভাবে আমার বদনাম দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে, বিডি!' ক্যাম্পিয়নের গলায় কপট ক্ষোভের সুর।

'আপনি কী সাহায্য করতে পারবেন মি. ক্যাম্পিয়ন?' সোফিয়ার দুচোখে সংশয়ের ছায়া।

'একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে তার আগে ঘরের প্রত্যেককে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হবে। আমার এই গুপ্ত বিদ্যা আর কেউ শিখে ফেলুক, তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না।'

পকেট থেকে এক টুকরো সবু তার আর একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি বের করে দৃঢ় পায়ে সুটকেসটার দিকে এগিয়ে গেল ক্যাম্পিয়ন। ওর নির্দেশমতো বাকি সকলে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। সর্বমোট মিনিট দুয়েকও সময় লাগল না, ক্লিক করে শব্দ হল একটা। সকেলই চমকে ফিরে তাকাল। ক্যাম্পিয়ন এর মধ্যে স্টিলের সুটকেসের তালাটা অনায়াসে খুলে ফেলেছে।

এবার সকলেই সুটকেসটার সামনে এসে ভিড় করল। যেন এর মধ্যেই এই রহস্যের চাবিকাঠি লুকনো আছে। প্রথমে যা নজরে পড়ল, তা হল খানকয়েক পুরনো দৈনিক পত্রিকা । তার নিচে একরাশ শিশুপাঠ্যবই। যেমন—ছোটদের

BanglaBook.org

রবিনহুড, রবিনসন ক্রুসো, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর ইত্যাদি। প্রতিটি বই-ই আনকোরা নতুন। সংখ্যায় গোটা চল্লিশেক হবে। কোন-এক নামকরা প্রকাশক ছোটদের জন্য একটা সিরিজের প্রচলন করেছিল। পুরো সিরিজটাই কিনে রেখেছেন মি. লোবেট। শুধু কিনে রাখাই নয়, সেগুলো আবার যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে সুটকেসের মধ্যে। এবং এই সুটকেসটাই তিনি এত দিন প্রাণপণে আগলে রাখতেন।

বইগুলোর ভিতরেও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হল। কোথাও রহস্যের ছিটে-ফোঁটাও লুকিয়ে নেই। কোনো বইয়ে দাগ পড়েনি পর্যন্ত। এগুলো যেমন কেনা হয়েছিল, এখনও প্রায় ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে।

ব্যাপারটা প্রত্যেকের কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকল। এর মধ্যে খানিকটা যেন পরিহাসের ছোঁওয়া আছে। পর্বতের মূষিক প্রসবের মতোই হাস্যকর।

'এসবের অর্থ কী, মি. ক্যাম্পিয়ন?' হতাশ, করুণ মুখে প্রশ্ন করল আর্লো।

ক্যাম্পিয়নের বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি চশমার পুরু কাচ ভেদ করে একে একে সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। সকলেই আশান্বিত চোখ তুলে এখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একমাত্র সেই-যেন এই দুর্বোধ্য রহস্যের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে।

ক্যাম্পিয়নও কারো মনে আশার আলো জ্বালাতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ও। 'আমার মগজের মধ্যে সমস্তটাই কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সাদা চোখে সকলে যা দেখছে, আমিও এখন তার বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

ডাওয়ার হাউসের ড্রইংরুমে একটা বড় আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল ক্যাম্পিয়ন। বিডি ভিতরে ঢুকে প্রথমে ওকে দেখতে পায়নি। পরে ওর পা'দুটোর দিকে নজর পড়তেই ঘরের মধ্যে ক্যাম্পিয়নের অস্তিত্ব ও টের পেল। সঙ্গে সঙ্গেই অভিযোগের ভঙ্গিতে সরাসরি এগিয়ে গেল তার দিকে।

'দেখ অ্যালবার্ট, বারবার নামে এই বদখত লোকটাকে আমি আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না। তুমি যদি পুলিশ ডেকে ওকে এখান থেকে তাড়াবার বন্দোবস্ত না করো তাহলে আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাব।'

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়ন সোজা হয়ে উঠে বসে বিডির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চোখ মটকাল। 'এত দিন জানতাম তোমার মানসিক দৃঢ়তা আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। এখন দেখছি আমার ধারণাটা একেবারেই ভুল।'

বিডি এবার রীতিমতো রেগে উঠল। ওর চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে পড়ার উপক্রম। 'সত্যি তোমার হৃদয় বলতে কিছু নেই অ্যালবার্ট। 'কান্নাভেজা গলায় অভিযোগ জানাল ও। 'এত দিন তোমার উপর শ্রদ্ধা ছিল, যদিও সরাসরি তোমার কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বার কখনও কোনো সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এখন দেখছি সত্যিই তুমি নির্দয়, নিষ্ঠুর এবং অপদার্থ। গত দুদিন ধরে সোফিয়া ও মার্লো তাদের বুড়া বাবার জন্য যে কী পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেদিকে তোমার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তুমি শুধু গ্রামের কয়েকজন নির্বোধ লোক নিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা খোঁজাখুঁজি করেই তোমার দায়িত্ব শেষ করতে চাইছ। এবং এ র‍্যাপরে পুলিশের সাহায্যে নিতেও নিষেধ করে দিয়েছে ওদের। তোমার এই ছাড়াছাড়া ব্যবহারে মূর্খ্য বারবার পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাইছে না যে লোবেট প্রকৃতই রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়েছেন।

ক্যাম্পিয়ন এ অভিযোগের কোনো জবাব দিল না। আগের মতো উদাসীন দৃষ্টি মেলে বিডির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিডি কিন্তু এত সহজেই নিরস্ত হবার পাত্রী নয়। নিজের কথার খেই ধরে বেশ জেদের সঙ্গেই বলল, 'তুমি কী করতে চাও সেই কথাটাই আমি এখন স্পষ্ট করে জানতে চাই!'

হঠাৎই ক্যাম্পিয়ন একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল বিডির দিকে। তারপর বিডি কিছু বুঝে উঠবার আগেই দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে সজোরে একটা চুমু খেল ওর রক্তিম ঠোঁটের উপর।

'তুমি–তুমি কী হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে?' ক্যাম্পিয়নের বাহুপাশ থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করল বিডি।

'তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা চুমু খেলাম মাত্র।' বিডিকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল ক্যাম্পিয়ন। তারপর দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরুবার ঠিক আগে আর একবার স্তম্ভিত বিডির দিকে ফিরে তাকাল। 'আমার এই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে লাল রঙের কলপ লাগালে আমাকে কিন্তু হলিউডের নামকরা নায়কের মতোই দেখাবে। তখন তোমার আর আফসোসের অন্ত থাকবে না!'

ক্ষুব্ধ হতচকিত দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের চলে-যাওয়া পথের দিকে দু-চোখ তুলে তাকিয়ে রইল বিডি। তার কাছে আজকের এই ঘটনাটা রীতিমতো অভাবিত। ক্যাম্পিয়ন কিন্তু আর একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। ডাওয়ার হাউসের সবুজ ঘাসে-ঢাকা লন পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ।

BanglaBook.org

সাবেক জমিদার বাড়ির ড্রইংরুমে ওর জন্যই একা বসে অপেক্ষা করছিল মার্লো।

ক্যাম্পিয়নকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, গতরাতের কথামতো আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তবে তার মধ্যে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। মি. বারবারও আমাদের সঙ্গে যেতে চান। যে-ছবিটা রোমনের আঁকা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তার কয়েকটা ফটোগ্রাফও তিনি নিজের ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। ভদ্রলোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছবিটা রোমেনেরই। অবশ্য এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য তিনি আরও দু-চার জনকে ছবিগুলো দেখিয়ে যাচাই করে নেবেন। সেই কারণেই তার একবার লন্ডনে যাওয়া দরকার। আমাদের লন্ডনের যাবার খবর শুনে তিনি তার গাড়িতেই আমাদের পৌঁছে দেবেন বলে জেদ ধরেছেন। কিন্তু এমন একজন নাছোড়বান্দা ভদ্রলোক সঙ্গে থাকলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি সফল হবে!'

'অসফল হবার কোনো কারণ দেখছি না।' ক্যাম্পিয়নের ঠোঁটের আগায় মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'চেষ্টা করলে একটা উপায় নিশ্চয় খুঁজে বের করা যাবে। তাই বলে আমাদের যাত্রাটা বন্ধ রাখলে চলবে না! কতকগুলো জরুরি কাজ আছে সেখানে । কয়েকজন লোকের সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে। মেয়েদের দেখাশুনার ভার দেওয়া থাকবে জিলের ওপর। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ও খুবই সচেতন। সে-ব্যাপারে আমারে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এই সুযোগে কিছুক্ষণের জন্যও বারবারকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ওরা অন্তত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এই একটা লোকই ওদের সকলের অবস্থা কাহিল করে তুলেছে।'

'জিল কী সমস্ত ব্যাপারটা জানে?'

'না', ক্যাম্পিয়ন মাথা নাড়াল। 'তবে আমি কিছুটা আভাস দিয়েছি মাত্র।'

এমন সময় দরজার বাইরে বারবারের সাড়া পেয়ে চুপ করে গেল দুজনে। খুবই ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল বারবার।

'আমি খুবই দুঃখিত!' বারবারের কণ্ঠস্বরে অকপট বিনয়ের সুর। 'অযথা খানিকটা দেরি করে ফেললাম। যদিও ড্রাইভার হিসেবে আমি সত্যি যে প্রথম শ্রেণির, পথে যেতে যেতেই তার প্রমাণ পাবেন।'

বারবার যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি করেনি, অচিরেই সেটা বোঝা গেল। প্রায় ঝড়ের বেগে গাড়ি ছোটাল ও, এমনকি পিছনের আসনে-বসা ক্যাম্পিয়ন আর মার্লোও মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। বারবার কিন্তু নির্বিকার, ভাবলেশহীন। এবং গাড়ি চালাতে চালাতে নানা ধরনের গল্পও জুড়ে দিল ওদের সঙ্গে।

BanglaBook.org

দেরিতে যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও দুপুরের আগেই ওরা লন্ডনে এসে পৌঁছল। বারবারই আজ মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানাল ওদের। তবে বারবারের আতিথ্য গ্রহণ করা যে কী ভীষণ বিড়ম্বনার ব্যাপার সেটাও এখন হাড়ে হাড়ে টের পেল দুজনে। একদিন লোবেটের অতিথি হয়ে থাকার ফলেও কিছুটা সংযত করে রেখেছিল নিজেকে কিন্তু রেস্তোরাঁয় ঢুকে আজ ওর সংযমের বাঁধটুকুও ভেঙে গেল। ওর এই চপলতা, ন্যক্কারজনক হাসি-ঠাট্টা, বেহিসেবী কথাবার্তা যে অতিথিদের পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে কোনো লক্ষই নেই ওর। বেয়ারাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে এক ফাঁকে সুদৃশ্য দুটো চামচ ও অবলীলাক্রমে নিজের কোটের পকেটে ভরে নিল। ঘটনাটা ক্যাম্পিয়নের নজরে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হেসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এই রেস্তোরাঁর স্মারকচিহ্ন হিসেবেই চামচ দুটো ও ওর আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে। ওর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এ জাতীয় অনেক স্মৃতিচিহ্নই নাকি মজুত আছে।'

আহার-পর্ব সমাধান হবার পর পথে বেরিয়ে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়ল দুজন। তবে যার জন্য এত অশান্তির কারণ, সে কিন্তু নিজের অভব্য আচার-আচরণের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয়। বরং হাতসাফাইটা যে নিখুঁতভাবে করতে পেরেছে সে জন্য মনে মনে বেশ খানিকটা গর্বিত।

'মি. বারবারের দৌলতে আজকের খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল।' রাস্তায় দাঁড়িয়ে হালকা সুরে মন্তব্য করল ক্যাম্পিয়ন। 'হ্যাঁ, ভালো কথা, এখন বাজে ক-টা?'

ওয়েস্টকোটের বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বারবার হঠাৎ চমকে উঠল। একটা আর্তনাদের মতো সুর বেরিয়ে এলো ওর গলা চিরে। 'আমার ঘড়ি? —আমার সোনার ঘড়ি?'

বারবারের সোনার পকেট-ঘড়িটা ক্যাম্পিয়ন এবং মার্লো দুজনেরই পরিচিত। ঘড়িটা সর্বদা ওয়েস্টকোটের বাঁ পকেটেই থাকে। এখন কিন্তু কোনো পকেটেই তা খুঁজে পাওয়া গেল না।

'না—, কোথাও তো নেই দেখছি!' আপন মনে বিড়বিড় করল ও। 'তাহলে কি রেস্তরাঁতে ফেলে এলাম! নিশ্চয়ই তাই হবে। দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি একবার ভিতরে গিয়ে দেখে আসি। কোনো বেয়ারার হাতে পড়লে সে ব্যাটা হয়তো দামি ঘড়িটা গায়েব করে দেবে!' কথ বলতে বলতেই ব্যস্ত পায়ে বারবার আবার রেস্তোরাঁর দিকে এগোল।

বারবার চোখের আড়াল হতেই ক্যাম্পিয়ন মার্লোর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'ঘড়িটা খুঁজে পেতে ওর এখন কিছু সময় লাগবে। খাবার সময় এক ফাঁকে আমি সেটা ওর পকেট থেকে তুলে নিয়ে টেবিল-ক্লথের নিচে লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

BanglaBook.org

মার্লো সব ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝে নেবার আগেই ক্যাম্পিয়ন ওর হাত ধরে একটা দাঁড়িয়ে-থাকা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি যখন বটল্ স্ট্রিটে ওর বাসার সামনে এসে থামল তখন বেলা দুটো।

বাসায় ফিরে প্রথমেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর স্ট্যানলির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল ও। কিছু পরেই অপর প্রান্ত থেকে ইন্সপেক্টরের সাড়া পাওয়া গেল।

'সুপ্রভাত স্ট্যানলি, আমি তোমার বন্ধু মঁসিয়ে দ্যুপে কথা বলছি।—একজন হস্তরেখাবিদের সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর পেতে চাই। তার নাম ডাচেট। অ্যান্টনি ডাচেট। মানে ওই নামেই লোকটা এখন নিজেকে জাহির করে বেড়াচ্ছে।—হ্যাঁ—হ্যাঁ, গালভরতি লাল রঙের দাড়ি আছে লোকটার।—কী বললে? —নাম শুনে লোকটাকে তুমি চিনতে পেরেছ? ডাচেই-ই ওর আসল নাম।—প্রথম শ্রেণির ব্ল্যাকমেলার! কী আশ্চর্য! তবে এত দিন ওকে জেলে পুরে রাখোনি কেন?– বুঝেছি, খুবই ধুরন্ধর ব্যক্তি; সর্বদা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।–তাহলে আর তুমি কী করবে! —হ্যাঁ, এখন থেকে লোকটার ওপর আর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখ। রেভারেন্ড সুইদিন কাশের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক ছিল কী না সে-বিষয়ে বিশদভাবে খোঁজখবর নেওয়া দরকার।—আর একটা কথা, রেভারেন্ড কাশের অতীত ইতিবৃত্ত সম্পর্কেও আমি সবকিছু খুঁটিয়ে জানতে চাই। বিষয়টা খুবই জরুরি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবে। —তাহলে ফোন ছাড়লাম।–শুভরাত্রি।'

ক্যাম্পিয়ন এবার যাঁকে ফোন করল তার নাম স্যার উইলিয়াম টমাস। তিনি দীর্ঘকাল ধরে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগে প্রধান অফিসারের পদ দখল করে ছিলেন। বছরখানেক আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। স্যার টমাসকে তার নিজের বাড়িতেই পাওয়া গেল।

'সুপ্রভাত স্যার।' ফোনে স্যার টমাসের সাড়া পেতেই বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করল ক্যাম্পিয়ন। 'আমি আপনার চির-অনুগত ওয়াটসন।—অসময়ে আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম। এজন্য সত্যিই আমি লজ্জিত।—একটা বিষয়ে আমার কিছু জানবার ছিল স্যার। ভেবে দেখলাম, একমাত্র আপনার কাছ থেকেই এ সম্পর্কে হয়তো কিছু খোঁজখবর পাওয়া সম্ভব। তাই একটু কষ্ট দিলাম আপনাকে। আশা করি আমার এই ধৃষ্টতাকু নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন।—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে আপনার দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনে কখনও কি আলি ফারগুসন বারবার নামের কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন? খুব সম্ভবত লোকটা হয় আর্মেনিয়াম, না হয় তুর্কি। এবং পেশায় একজন ব্যবসায়ী।—কী বললেন?—সুদূর অতীতে বারবারের সঙ্গে আপনার একবার মোলাকাত

BanglaBook.org

হয়েছিল। নাম শুনেই আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন। ছোটখাটো হাতসাফাই তার মজ্জাগত।—হ্যাঁ, আমিও অবশ্য এমন কিছু সন্দেহ করেছিলাম।'

এরপরেও ক্যাম্পিয়ন কয়েক মিনেট ধরে স্যার টমাসের বক্তব্য শুনে গেল। তবে এখন আর কোনোরকম মন্তব্য করল না। অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে সামনের চেয়ারে বসে-থাকা মার্লোর দিকে ফিরে তাকাল।

'স্যার টমাসের ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, বারবার লোকটা অসাধু প্রকৃতির ভাঁড় বিশেষ। ছোটখাটো চুরি-চামারি ওর একটা বিশেষ ধরনের মানসিক রোগ। তবে শিল্পসংক্রান্ত দ্রব্যের ব্যবসাটাকে ও নিজস্ব শখ হিসেবেই বেছে নিয়েছে। অর্থের ওর কোনো অভাব নেই। এবং নিজস্ব কোনো হারেম না থাকলেও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বন্দরে ওর বাঁধা-মেয়েমানুষও আছে, একাধিক। এমনিতে লোকটা অবশ্য খুবই মজার, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে—', একটু থেমে ক্যাম্পিয়ন আবার নিজের কথার খেই ধরল, 'তোমার বাবাকে খুঁজে বের করাটাই প্রধান কথা।'

ক্যাম্পিয়নের বিশ্বস্ত ভৃত্য লুগ ইতিমধ্যে ধূমায়িত কফির ট্রে হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্বজীবনে লুগ ছিল একজন নামকরা পকেটমার। সেই সুবাদে কয়েকবার জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। পরে ক্যাম্পিয়নের সংস্পর্শে এসে ওর স্বভাব-চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তারপর থেকেই ও ক্যাম্পিয়নের ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসেবে কাজ করছে। এবং ওর ওই বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মনিবটিকে ও ভালোবেসে ফেলেছে অন্তরঙ্গভাবে। এমনকি মাঝে-মধ্যে ক্যাম্পিয়নের অভিভাবকের ভূমিকাও গ্রহণ করে নির্বিবাদে। তাছাড়া অপরাধী-মহলে ওর পূর্ব-পরিচয় থাকার ফলে ক্যাম্পিয়নও প্রয়োজনমতো এই সুযোগটুকু নিজের কাজে লাগায়।

'আচ্ছা লুগ,' লুগকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ক্যাম্পিয়ন আচমকা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কখনও সিমিস্টারের নাম শুনেছ? এই মহাপুরুষটির কোনো খোঁজখবর তোমার জানা আছে?'

লুগের দুচোখে শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এলো। 'না স্যার, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সামান্য। তবে এই দলটা যে অসীম শক্তিশালী, এবং এদের ঘাঁটাতে যাওয়া যে রীতিমতো বিপজ্জনক—তা আমি জানি। আমার অধীনের পরামর্শ যদি কানে তুলেন, তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি যেন ভুলক্রমেও কখনও এদের পিছনে লাগতে যাবেন না । আমাদের পুরো গোয়েন্দা বাহিনীও বুদ্ধির খেলায় ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কী না সন্দেহ। ইচ্ছে করলে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো ব্যক্তিকে ওরা অনায়াসে খুন করতে পারে। ওদের হাতে অযথা পিতৃদত্ত প্রাণটা খুইয়ে আপনার লাভ কী?'

BanglaBook.org

অল্প থেমে প্রসঙ্গের মোড় ঘুরালেন ক্যাম্পিয়ন। 'তোমার এই উপদেশ আমার মনে থাকবে। এবারে আর একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও দেখি। সম্প্রতি লন্ডনের অপরাধী-মহলে যারা রাঘব-বোয়াল হিসেবে সুপরিচিত, বর্তমানে তাদের হালচালটা কেমন! বড় ধরনের কেউ কী হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছে, বা এখানে নতুন কারো আবির্ভাব ঘটেছে?'

লুগের ভাবলেশহীন মুখে কিছুটা আলোর আভাস উঁকি দিল। 'আপনি বললেন বলেই এখন আমার মনে পড়ল,' মাথা নেড়ে জবাব দিল লুগ, 'মাত্র দিন কয়েক আগে আমার এক বিশিষ্ট পুরনো বন্ধুর মুখে খবর পেলাম, মাস্তান ইকিটড সম্প্রতি তার দলবলসহ কোথায় যেন সরে পড়ছে। বেশ কিছুদিন তার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারে না।'

'হুঁ', ক্যাম্পিয়নের চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। এ ছাড়া আর কোনো খবর?'

'সে রকম খবর বলতে,' কয়েক পলক চিন্তা করল লুগ, 'সেদিন ক্লাবে গিয়ে শুনলাম বুনো শুয়োর রোপিকে নাকি আবার এ শহরে দেখা গেছে। বহুদিন যাবৎ ও বেপাত্তা হয়ে ছিল। কে একজন বলল,বেশ বড় জাতের একটা কাজের ভার নিয়েই ও এখন লন্ডনে ফিরে এসেছে। তবে কাজের ধরনটা কী রকম সে-সম্পর্কে কেউ কোনো আভাস দিতে পারল না।'

'বুঝলাম।' গম্ভীর মুখে ঘাড় দোলাল ক্যাম্পিয়ন। 'তোমার এই খবরটুকু আমার অনেক উপকারে লাগবে। ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

খালি ট্রে-টা হাতে নিয়ে লুগ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর মার্লো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্যাম্পিনের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। 'আমি যেন সব কিছুর খেই হারিয়ে ফেলছি! এই সমস্ত তত্ত্ব-তালাশে আমাদের বর্তমান সমস্যার কী সুরাহা হবে?'

ক্যাম্পিয়নের ঠোঁটের ফাঁকে অভ্যস্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'অন্তত দু-একটা বিষয় যে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমত ড্যাচেটের প্রকৃত স্বরূপটা কী, তা এখন আমরা এখন জানতে পেরেছি। আসলে লোকটা একজন ধড়িবাজ ব্ল্যাকমেলার। অবশ্য হতভাগ্য রেভারেন্ডকে যে ও কিভাবে ফাঁদে ফেলেছিল সেটা এখনও আমাদের অজ্ঞাত থেকে গেছে। মনে মনে অবসর সময়ে শয়তানটা নিশ্চয় পরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়। তারপর বারবারের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সেটা আমাদের কোনো উপকারে আসবে কি না বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সূত্রটা হচ্ছে সদলবলে ইকিটডের অন্তর্ধান এবং বুনো শুয়োর রোপির পুনরাবির্ভাব। অর্থের বিনিময়ে সব রকম বেআইনি কাজই এদের দ্বারা করিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে লন্ডনে সিমিস্টার তার অনুগত সহচরদের

BanglaBook.org

কাজে লাগায়নি। কতিপয় জঘন্য শ্রেণির ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে তার আসর জমিয়ে তুলেছে। আত্মরক্ষার জন্যই সে নিশ্চয় এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে এই ভাড়াটে গুন্ডার দলটা বুদ্ধিতে তেমন বড় নয়, আর এদের পিছনে কোন মস্তিষ্ক কাজ করছে সে-বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সত্ত্বেও পরিস্থিতিটা যে আগের চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেটা আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।'

মার্লো আর-কোনো প্রশ্ন করার আগেই সদর দরজার বাইরে থেকে টক টক শব্দ শোনা গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই নীল রঙের একটা খাম নিয়ে ভিতরে ঢুকল লুগ।

'আপনার টেলিগ্রাম স্যার।' খামটা সে এগিয়ে দিল মনিবের দিকে।

খামের মুখ ছিঁড়ে একনজরে ভিতরের বিষয়বস্তুর উপর চোখ বুলিয়ে নিল ক্যাম্পিয়ন। একটা অস্পষ্ট বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। অবশেষে চিঠিটা হতচকিত মার্লোর দিকে বাড়িয়ে দিল।

টেলিগ্রামের বিষয়বস্তুটা যথার্থই অভাবনীয়।—

তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। দেহটা পাওয়া গেছে। বিডি।

ইস্পউইচ স্টেশনে বিচারপতি লোবেটের বড় ডিমলার গাড়িটা নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল বিডি। ড্রাইভারকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

'আমার তার পেয়ে নিশ্চয় তোমরা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!' প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে আসতে আসতেই মার্লোর মুখের দিকে তাকিয়ে বিডি বলল।

'তার মানে?' মার্লোর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'এমন একটা সংবাদের পর কেউ বিচলিত না হয়ে থাকতে পারে! এখনই আমি সমস্ত কিছু জানতে চাই। কোথা থেকে পাওয়া গেলে?'

বিডির আয়তনীল চোখের অবাক দৃষ্টি সরাসরি মার্লোর মুখের উপর নিবদ্ধ। 'তোমার বক্তব্য কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না!'

'দেহটা কোথা থেকে খুঁজে পাওয়া গেল সেই কথাই ও এখন জিজ্ঞেস করছে।' এবারে জবাব দিল ক্যাম্পিয়ন। 'সেই কারণেই তো তুমি আমার কাছে এত জরুরি তার পাঠিয়েছিলে?

BanglaBook.org

বিডির বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। 'একটা সূত্র পাওয়া গেছে জানিয়ে আমি তার করেছিলাম। কিন্তু মি. লোবেটের সন্ধান পাওয়া গেছে, এমন কোনো কথা তো আমি বলিনি!'

মার্লো পকেট থেকে তারটা বের করে বিডির দিকে এগিয়ে দিল। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়েই বিডি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড! সারাটা পথ নিশ্চয় তোমার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না! মি. কেটলই এই মারাত্মক ভুলটা বধিয়ে বসেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ে মি. লোবেটের কিছু পরিত্যক্ত পোশাক-আশাক খুঁজে পেয়েছে। তার ফলে তিনি এত উত্তোজিত হয়ে পড়েন যে স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। খুব সম্ভবত আমি লিখেছিলাম—তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। গুরুতর সূত্র পাওয়া গেছে। বিকেল ছ-টায় ইস্পউইচ স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব।'

কথা বলতে বলতেই বড় ডিমলারটার সামনে এসে দাঁড়াল সকলে। ওরা তিনজনে পিছনের আসন দখল করল। মার্লো ও ক্যাম্পিয়ন দু'পাশে, মধ্যখানে বিডি।

'এখন তোমার এই গুরুতর আবিষ্কারের সম্পূর্ণ বৃত্তান্তটা খুলে বল।' ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর মুখ খুলল ক্যাম্পিয়ন, 'মি. কেটল-এর মেয়ে কী এমন মূল্যবান বস্তু খুঁজে পেয়েছে?'

'বিচারপতি লোবেটের পরিত্যক্ত পোশাক-আশাক,' বিডি জানাল। 'যে স্যুটটা পরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, সেই স্যুটটা। সমুদ্রের পানিতে ভিজে সপসপে হয়েছিল সেটা, ভেতরের কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। তাছাড়া আমার মনে হয় দু-চার ফোঁটা রক্তও যেন লেগে আছে এক জায়গায়।' বিডি এবার ক্যাম্পিয়নের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মার্লোর দিকে তাকাল। 'কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি নিহত হয়েছেন, তাই না?'

'না, তা অবশ্য নয়!' মার্লোই যেন ভরসা দিল বিডিকে।

বিডির এই মাত্রাধিক ব্যাকুলতায় ক্যাম্পিয়ন যেন ঈষৎ বিরক্ত হল। 'মিস কোটেল এটা খুঁজে পেল কোথা থেকে?' 'স্যাড্‌লব্যাক খাঁড়ির কাছে। ওর বিশ্বাস জোয়ারের পানিতেই স্যুটটা ভেসে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে খবরটা শোনামাত্র আমি তোমাদের কাছে তার পাঠিয়ে দিই। আমি এবং সোফিয়া দুজনেই ভয় পেয়েছিলাম ভীষণ। সোফিয়া অবশ্য এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। জিলও সারাক্ষণ ওর পাশেপাশে আছে। তাই আমিই গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এলাম। এখন দেখি এসেই ভালোই করেছি। তা না হলে তোমরা আরও অনেকক্ষণ ধাঁধার মধ্যে থাকতে। মি. কেটল যে ওই ধরনের একটা আজগুবি তার পাঠাতে পারেন, তা আমি ভাবতেও পারিনি।'

BanglaBook.org

'কিন্তু এমন একটা মারাত্মক ত্রুটির জন্য পোস্ট মাস্টারের চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে,' মন্তব্য করল মার্লো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে ভদ্রলোকের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।' ক্যাম্পিয়ন মাথা নেড়ে সায় দিল। একটু থেমে বিডিকে আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তুমি কী এই তার পাঠানোর আগে সুনির্দিষ্ট নির্দেশপত্র পূরণ করে দাওনি?'

'না', বিডি ঘাড় নাড়ল, 'আমি আমার বয়ানটুকু এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মনে হয় আমার খারাপ হাতের লেখাই এই অঘটন ঘটিয়েছে। এমনিতেই আমার হাতের লেখা বিশেষ ভালো নয়, তার ওপর উত্তেজিত অবস্থায় লিখতে গিয়ে সেটা যে কী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—'

ক্যাম্পিয়ন কোনো জবাব দিল না। তবে ওর সন্দিগ্ধ ভাবটা যে কাটেনি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

জিল এবং সোফিয়া সাবেক জমিদার বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। পরিচারিকা কাডি আর তার বোন মিসেস লুইব্রোও ওদের গাড়ির শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দুজনের চোখে মুখেই কৌতূহল ও উত্তেজনা।

'এদিকে আসুন, স্যার। পোশাকগুলো এই ঘরের মধ্যেই রাখা আছে।' মার্লোকে উদ্দেশ্য করেই হলঘরের পাশে ছোট একটা খুপরির দিকে ইঙ্গিত করল মিসেস লুইব্রো। কাডি কিন্তু একটা কথাও বলেনি। ও সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের হাবভাব খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল।

মার্লোর পিছন পিছন ক্যাম্পিয়নও সেই অপরিসর ঘরের মধ্যে ঢুকল। এক পাশে একটা কাঠের টেবিলের উপরে জড়ো করে রাখা ছিল পোশাকগুলো। এখনও সেগুলো শুকোয়নি ভালো করে। স্যুটটা দেখেই মার্লো চিনতে পারল, চকিতে একবার ফিরেও তাকাল ক্যাম্পিয়নের দিকে।

'এটা যে আমার বাবার পোশাক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে এই স্যুটটা পরেই বাবা সেদিন বিকেলে আমাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন।'

সমর্থনের ভঙ্গিতে ক্যাম্পিয়ন ঘাড় দোলাল। ওর সারা মুখ গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। দুচোখের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জড়ো-করে-রাখা পোশাকগুলোই যেন জরিপ করে নিচ্ছে নিখুঁতভাবে।

'পকেটগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যায়নি!' খানিকটা আত্মগত সুরেই বিড়বিড় করল ও।

'না, কিছুই পাওয়া যায়নি!' জবাব দিল সোফিয়া। 'প্রত্যেকটি পকেটই আমরা খুঁজে দেখেছি।'

BanglaBook.org

মার্লো তখনও ভিজে পোশাকের স্তূপের দিকেই তাকিয়ে ছিল। আচমকা এগিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ফ্লানেলের ওয়েস্টকোটটা আলগোছে তুলে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল। 'এখানে এই দাগটা কিসের?' ওয়েস্টকোটের বুক পকেটের নিচে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গেছে ফালা ফালা হয়ে। তার চারপাশে শুকনো রক্তের মতো ছাপ ছাপ কালচে দাগ।

ক্যাম্পিয়নও এগিয়ে এসে পশমের পোশাকটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। তবে কোনো মন্তব্য করল না। বিডি এবার কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল ক্যাম্পিয়নকে।

'দোহাই তোমার, ওদের আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রেখো না।' চাপা কণ্ঠে অনুরোধ জানাল ও। 'এ বিষয়ে তোমার কী ধারণা, স্পষ্ট করে খুলে বলো।'

ক্যাম্পিয়ন কোনো উত্তর দেবার আগেই বড় হলঘরের সামনে থেকে কাডি ও মি. কেটল-এর কথা কাটাকাটির শব্দ ভেসে এলো। এখান থেকে যা বোঝা গেল, মি. কেটল হয়তো ভিতরে এসে জিলের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু এমন অসময়ে বিরক্ত করলে মনিবরা পাছে ক্ষুণ্ন হন, সেই কারণে কাডি ভদ্রলোককে ভিতরে ঢুকতে দিতে রাজি নয়।

'আমি কি বাইরে বেরিয়ে ভদ্রলোককে এখন চলে যেতে বলব?' ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল বিডি।

ক্যাম্পিয়ন মার্লোর দিকে ফিরে তাকাল। 'তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে মি. কেটলকে ডেকে আমরা কিছু আলাপ-আলোচনা করতে চাই।'

না-না, আপনি যদি দরকার মনে করেন তবে আর আমার আপত্তি কিসের! আমি বরং ভদ্রলোককে পাশের হলঘরে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছি। সেখানেই না-হয় তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে।'

মার্লোকে এগিয়ে আসতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন কেটল। কাডিও আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

'মি. কেটল আপনি বরং এই হলঘরে এসে বসুন।' সহজ সুরে আহ্বান জানাল মার্লো।

বিমূঢ় কাডির দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে মার্লোকে অনুসরণ করলেন ভদ্রলোক। মিনিটখানেকের মধ্যে বিডি, জিল, সোফিয়া এবং ক্যাম্পিয়নও হলঘরে এসে জড়ো হল।

'গেটের সামনে আপনাদের বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি তড়িঘড়ি এখানে ছুটে এলাম।' মার্লোর দিকে চোখ তুলে ঈষৎ বিব্রতকণ্ঠে কেটল তার বক্তব্য শুরু করলেন। 'কেননা আমার মনে হল, প্রকৃত ঘটনাটা আপনাদের আগে জানা দরকার। আমার মেয়ে জুলি—মানে জুলিয়েটই সমুদ্রের ধার থেকে এই পোশাকগুলোকে খুঁজে পেয়েছে।'

BanglaBook.org

'আপনার মেয়েকে কী আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন।

'না স্যার।' বার কয়েক ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলালেন কেটল। 'এই আবিষ্কারের পর আমার হাসি-খুশি মেয়েটা এতই মুষড়ে পড়েছে যে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাই আর ওকে এখানে এনে কষ্ট দিতে আমার মন চাইল না। সেই কারণে পোস্ট-অফিসের দায়-দায়িত্ব সাময়িকভাবে ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিজেই আপনাদের সামনে এসে হাজির হলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও আমার বোধগম্য হচ্ছে না, এত বড় একটা ঘটনার কথা ইতিমধ্যে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের গোচরে আসা উচিত ছিল। বিশেষত মৃত ব্যক্তির পুত্র হিসেবে —' কথার মাঝখানে কেটল এবার সরাসরি মার্লোর দিকে ফিরে তাকালেন, 'এ বিষয়ে আপনার দায়িত্বও কিছু কম নয়। পুলিশের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক ঠেকতে পারে!'

'কোনো মৃত ব্যক্তি?' ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন। ওর রাশভারী কণ্ঠে তীব্র ধমকের সুর। 'আপনি কী মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছেন?'

'আমি? —না স্যার।' কেটলকে বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ হল না। 'তবে যখন আমরা দেহটা খুঁজে পাব, তখন নিশ্চয়ই জানা যাবে কে বা কারা তাকে খুন করেছে।'

'হুঁ,' ক্যাম্পিয়ন এবার কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠল। 'তা কীভাবে তিনি খুন হয়েছেন, জানতে পারি কী?'

'তাকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে স্যার!' চাপা কণ্ঠে জবাব দিল কেটল।

'আপনিই বা এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানলেন কী করে?' ক্যাম্পিয়ন অবিচল, নির্বিকার।

মি. কেটল গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে ঠেবিলের দিকে অল্প ঝুঁকে বসলেন। 'আমার নিজস্ব একটা গোয়েন্দা-মন আছে, স্যার। এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমেই আমি আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।'

'বাঃ, চমৎকার!' ক্যাম্পিয়ন সোৎসাহে সমর্থন জানাল। 'আমাকে অবশ্যই এর তারিফ করতে হবে।'

মি. কেটল এই প্রশস্তিতে তেমন কান দিলেন না। তিনি তার নিজের বক্তব্যে মশগুল। 'আজ দুপুরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে কর্দমাক্ত জলাভূমির সামনে থেকে আমার মেয়ে এই পোশাকগুলো কুড়িয়ে পায়। সেগুলো তখন ভিজে সপসপ করছিল। খুব সম্ভবত জোয়ারের স্রোতেই জিনিসগুলো ভেসে এসেছে। ভিজে স্যুটটা ও যখন আমার কাছে এনে হাজির করল তখন আমি সেটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম কোটটার বুকের কাছে বেশ

BanglaBook.org

খানিকটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। তার চারপাশে পরিষ্কার রক্তের দাগ। এটা যে ছুরি মারার ঘটনা, সেটা তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। তাছাড়া পোশাকগুলো যে জোয়ারের টানে ভেসে এসেছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সব দিক বিচার-বিবেচনা করে দেখলে এই সত্যিই বোঝা যায় যে, লোবেটকে কোনো বোটে করে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর বুকে ছুরি বসিয়ে কে বা কারা তাকে খুন করে, এবং মৃতদেহটা সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেয়।'

'কিন্তু এখনও দু'একটা ছোটখাটো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে,' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠে কপট গাম্ভীর্যের সুর। 'স্কর্টল্যান্ড ইয়ার্ডে খবর দেবার আগে সে-সম্পর্কেও আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। প্রথমত, মি. লোবেটের দেহ থেকে আততায়ী পোশাকগুলো খুলে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দিল কেন? দ্বিতীয়ত, ওয়েস্টকোটের উপর যে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে, সেটা কোটের বাইরের দিকে। ভেতর দিকে তেমন কোনো ছাপ পড়েনি। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। সম্প্রতি স্থানীয় কেউ হাঁস-মুরগি কেটেছে কি না, সে-সম্পর্কেও একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।'

মি. কেটল কোনো জবাব দিলেন না, বোকাবোকা মুখ করে চুপচাপ বসে রইলেন। ক্যাম্পিয়নই নিজের কথার খেই ধরে বলে চলল, 'আমার মনে হয়, এটা একটা সাজানো ঘটনা। কেউ আমাদের সকলকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।'

'এবার আমায় পোস্ট-অফিসে যেতে হবে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মি. কেটল। 'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, মি. ক্যাম্পিয়ন। এতটা আমি আগে তলিয়ে দেখিনি।'

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর সোফিয়া ও মার্লোকে উদ্দেশ্য করে ক্যাম্পিয়ন বলল, 'তোমাদের সামনে এভাবে আলাপ-আলোচনা করাটা খুবই অশোভন হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের এই স্থানীয় শার্লক হোমসের জ্ঞান কতটুকু, সেটা জানা আমার পক্ষে একান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'তাহলে কোটের গায়ে রক্তের ওই দাগটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?' প্রশ্ন করল মার্লো।

'কেউ খুব বিশ্রী ধরনের রসিকতা করবার চেষ্টা করেছে আমাদের সঙ্গে। এবং কাজটা এতই কাঁচা হাতে করা হয়েছে যে এর সঙ্গে আসল সিমিস্টারের কোনো যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত স্থানীয় কোনো গ্রাম্য লোকের কীর্তি।'

'কিন্তু রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হবার আগে বাবা তো এই স্যুটটাই পরেছিলেন!'

BanglaBook.org

'আমিও তা জানি।' ক্যাম্পিয়ন মাথা নাড়ল। 'পুরো ঘটনাটার মধ্যে এইটুকুই শুধু খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আরও কিছু খোঁজখবর নিয়ে আসব মনে করছি।'

'তুমি কে কেটল-এর ওখানেও আবার যাবে নাকি?' বিডির গলায় কৌতূহলের সুর ফুটে উঠল।

'তার বিশেষ দরকার আছে বলে মনে হয় না।' মৃদু হাসল ক্যাম্পিয়ন। 'কারণ এ গ্রামের মধ্যে তিনিই একমাত্র আকর্ষণীয় ব্যক্তি নন। তবে চাকা যে ঘুরতে শুরু করেছে, সে-বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই।'

জিল এবং সোফিয়া জমিদার বাড়ির বড় হলঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। সেখানে আর-কেউ উপস্থিত ছিল না। কিছু আগে বিডি ডাওয়ার হাউসে ফিরে গেছে। ক্যাম্পিয়ন এখন গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সকলকে ডেকে খোঁজখবর নিচ্ছে নানা বিষয়ে।

হঠাৎ গেটের সামনে গাড়ি থামার শব্দে জিল চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

'কী জ্বালাতন! সেই আপদটা আবার ফিরে এসেছে!'

'কে ? মি. বারবার?'

'হ্যাঁ,' বেজার মুখে ঘাড় দোলাল জিল। হতভাগ্যকে মেরে না তাড়ালে ও দেখছি কিছুতেই এখান থেকে বিদায় হবে না!'

দৃঢ়পায়ে জিল এবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার আগেই ভেজানো দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ভিতরে ঢুকল বারবার। ঢোকবার আগে কোনোরকম অনুমতি নেবারও প্রয়োজন বোধ করল না।

'আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মি. প্যাগেট। আপনার প্রপিতামহীর ওই প্রতিকৃতিটা যে রোমনেরই আঁকা, এখন আমি সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ । এবং এটা রোমনের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর অন্যতম। এখনও পর্যন্ত দুনিয়ার আর-কেউ এই ছবিটার কথা জানে না। জীবনভর এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। সে-সুযোগ আজ নিজে এসে ধরা দিয়েছে। সেই জন্যই বিচারপতি লোবেটের সঙ্গে আমার এখনই একবার দেখা করা

BanglaBook.org

দরকার। এর কাছে আমার সংগৃহীত কটম্যানের ছবিগুলো নিতান্তই তুচ্ছ, নগণ্য।'

'কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন মি.বারবার,' জিল এতক্ষণে নিজের হতচকিত ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে, দিন কয়েক হল মি. লোবেটকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুবই আশ্চর্যভাবে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন। শুনেছি আপনিও তো সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক ঘুরে এসেছেন, সেখানে তাকে নিয়ে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল তার কিছু কিছু নিশ্চয়ই আপনার কানে গিয়ে পৌঁছেছে। এত দিনে তার শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মি. লোবেট যেন কর্পূরের মতো উবে গেলেন সকলের সামনে থেকে। অতএব বুঝতে পারছেন, তাকে ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত আপনার কোনো প্রস্তাবই আমরা বিবেচনা করতে পারছি না।'

'অদৃশ্য হয়ে গেছেন?' এই প্রথম বারবারের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হল।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ!' জিলের চোখে-মুখে বিরক্তি। 'এবং সমুদ্রের ধার থেকে গতকাল তার রক্তমাখা পোশাক-পরিচ্ছদও খুঁজে পাওয়া গেছে।'

এবারে রীতিমতো চমকে উঠল বারবার। তার মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত। নাগালের মধ্যে যে-চেয়ারটা ছিল সেটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল ধপ করে।

'সেদিন আপনাদের কথাবার্তা আমি ঠিকমতো বিশ্বাস করিনি।' বিহ্বল কণ্ঠে বারবার বিড়বিড় করল, 'ভেবেছিলাম আপনারা সকলে মিলে আমার সঙ্গে তামাশা করছেন। কারণ কেউ ছবি বেচতে এসেছে শুনলে অনেকেই মনে মনে বিরক্ত হয়। আমার ধারণা ছিল, মি. লোবেট দু-এক দিনের জন্য হয়তো অন্য কোথাও গেছেন। মি. ক্যাম্পিয়ন এবং মার্লো লোবেট যখন লন্ডনে আমাকে একা ফেলে চুপিচুপি সরে পড়লেন, তখনও আমি সেটাকে নিছক ঠাট্টা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। মি. ক্যাম্পিয়ন তো সকলের সঙ্গেই এ ধরণের ঠাট্টা-তামাশা করে থাকেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক ধরনের। আপনারা নিশ্চয় পুলিশেও খবর দিয়েছেন?

উত্তর দেবার আগে একটু ইতস্তত করল জিল। 'আমরা ভেবে দেখেছি এই মুহূর্তে পুলিশ ডেকে হৈচৈ করাটা খুব যুক্তিযুক্ত হবে না।'

বারবার ভ্রূ কোঁচকাল। 'তাহলে আপনারা নিশ্চয় জানেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? হয়তো মনে করেছেন, দিন কয়েকের জন্য অদৃশ্য হয়ে থাকাটাই বর্তমানে তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ!'

'না-না,' সবেগে মাথা নাড়ল জিল। বারবারের সামনে এ জাতীয় আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করাটাই যে তার পক্ষে মস্ত বড় ভুল হয়েছে, সেটা ও এখন

BanglaBook.org

বুঝতে পারল মনে মনে। 'পুলিশের সাহায্য গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ, প্রথম শ্রেণির একজন সুদক্ষ পেশাদার গোয়েন্দা বর্তমানে এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।'

বারবারের বিহ্বল হতচকিত ভাবটা তবুও দূর হল না। 'তাই বুঝি?' বোকা-বোকা মুখ করে মাথা নাড়ল ও। 'তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কার প্রতিনিধি হিসেবে আমি কাজ করব! এখন আমার ভূমিকাটাই বা কী হবে?'

'বরং এক কাজ করুন,' জিল বলল, ' আপনি এখন সোজা লন্ডনেই ফিরে যান। তারপর হিসেব করে আপনার একটা খরচের বিল পাঠিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু রোম্‌নের আঁকা ওই ছবিটা!' হতাশায় যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো বারবারের।

জিলের কণ্ঠে আবার ক্রোধের আভাস উঁকি দিল। 'সে-কথা তো আগেই আপনাকে বললাম। রোম্‌নের ছবি নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো এখন আমাদের কোনো সময় নেই।'

'একবার ভেবে দেখুন, চেষ্টা করলে চল্লিশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত দাম পাওয়া যেতে পারে ছবিটার জন্য।'

'এর দাম যত হাজার পাউন্ডই হোক না কেন, সবকিছুর একটা সুষ্ঠ নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে আর কোনো কথাই চলবে না। আপনার ঠিকানা তো আমাদের কাছেই আছে। পরে আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।'

বারবারের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মনে হল, ও জীবনে কখনও বোধহয় এমন পাগলের পাল্লায় পড়েনি। নগদ চল্লিশ হাজার পাউন্ডের গন্ধ পেয়েও যে অবিচল থাকে, তাকে পাগল ছাড়া আর কিই-বা বলা যেতে পারে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল। 'মি. প্যাগেট, চল্লিশ হাজার পাউন্ডের দালালিটাও যে নেহাত নগণ্য নয়, তা নিশ্চয় আপনি অনুমান করতে পারছেন। অন্তত এই ছবিটাও যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন—'

'না,' হাত নেড়ে বারবারকে থামিয়ে দিল জিল। 'আমার পক্ষে তেমন কোনো অনুমতি দেওয়া আপাতত সম্ভব নয়।'

'তাহলে এর আরও কয়েটটা ফটো আমাকে তুলে নিতে দিন। অনেকেই ছবিটার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠবে। তাদের কাছে ফটোর কপি পাঠিয়ে আমি ইতিমধ্যে বাজারে এর একটা চাহিদা সৃষ্টি করতে পারবে। আশা করি এই সুযোগটুকু থেকে আপনি আমায় বঞ্চিত করবেন না।

'ঠিক আছে, আপনার যত খুশি ফটো তুলে নিন,' অবশেষে হতাশ কণ্ঠে জিল জবাব দিল, 'তবে ছবিটা যেমন টাঙানো আছে তেমনই থাকবে। কোনোভাবে নড়ানো চলবে না।'

BanglaBook.org

জিলের কথা শেষ হতে-না-হতেই মার্লো এসো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে ব্যস্ততার ছাপ। 'বিডি কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'ডাওয়ার হাউসে।' জিল জানাল। 'আমি কী তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'না, তার দরকার হবে না,' ঘাড় নাড়ল মার্লো। তারপর যেমন এসেছিল সেইভাবেই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেখান থেকে।

মিনিট পনেরো বাদে গ্রামের পথে ক্যাম্পিয়নের সঙ্গে দেখা হল ওর।

'বিডিকে কি এদিকে আসতে দেখেছেন?'

'কই না!' সবিস্ময়ে ঘাড় দোলাল ক্যাম্পিয়ন।

'কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জিল বলল, ও নাকি ডাওয়ার হাউসে আছে। সেখানে গিয়ে কাডির কাছে জানতে পারলাম, ঘণ্টাখানেক আগে ডাওয়ার হাউসের ড্রইংরুমে বসে বিডি কাকে যেন চিঠি লিখছিল। তারপর ও যে কোথায় গেল, সে-বিষয়ে কাডি কিছু বলতে পারল না। বিডির সঙ্গে কথা ছিল, আজ সকালে খাঁড়ির কাছে গিয়ে সমস্ত জায়গাটা আমরা দুজনে আর একবার খুঁজে দেখব। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ও এলো না দেখে আমি ওর খোঁজ করতে এলাম। ও তো এমন হালকা স্বভাবের মেয়ে নয় যে অকারণে কথার খেলাপ করবে!'

'না, তা অবশ্য নয়।' ক্যাম্পিয়ন সায় দিল, 'তবে যাবেই বা কোথায়! চিঠিটা ডাকে পাঠাবার জন্য হয়তো পোস্ট অফিসের দিকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মি. কেটল নিশ্চয় তাকে দেখে থাকবেন। তবে মি. কেটল-এর কাছে খবর নেবার আগে ডাওয়ার হাউসে আর-একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। কাডি হয়তো ভুল করতে পারে।'

দ্রুত গতিতে ডাওয়ার হাউসের দিকে পা চালাল দুজনে। বড় হলঘরটার সামনেই উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল কাডি। দূর থেকে ওদের আসতে দেখেই ব্যস্ত পায়ে কাছে এগিয়ে গেল।

'আপনারা কেউ কী বিডিকে দেখেছেন?' ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ও। 'ও বলেছিল, বেলা বারোটা নাগাদ এসে রান্নাবান্নার কাজে আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রায় একটা বাজতে চলল এখনও ওর কোনো পাত্তা নেই।'

ক্যাম্পিয়নের দুচোখে দুশ্চিন্তার মেঘ আরও গাঢ় হল। 'আমরাও অনেকক্ষণ থেকে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কাডি। তুমি ওকে শেষ কখন দেখছ?'

'কিছু আগে মার্লো লোবেটও আমায় এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সকালের দিকে বিডিকে আমি ড্রইংরুমে বসে চিঠি লিখতে দেখেছিলাম। তখনই ওর সঙ্গে আমার দু-একটা কথাবার্তা হয়েছিল। এরপর আমি আর বিডির কোনো খবর জানি না।'

BanglaBook.org

'তাহলে একবার পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক,' মার্লোর দুচোখে উদ্বেগের ছায়া। 'আপনার কথাই হয়তো ঠিক। চিঠিপত্র ডাকে দেবার জন্য ও হয়তো সেদিকেই গেছে।'

মি. কেটল-এর স্টেশনারি দোকানটা আয়তনে খুবই ছোট, সব মিলিয়ে বড়জোর দশ বর্গফুট হবে। তার মধ্যে হরেক রকমের জিনিসপত্র ঠাসা। সিগারেটের তামাক, সুগন্ধি সাবান, লেখার কাগজ থেকে শুরু করে টিনে-প্যাক করা খাবার-দাবার, পাঁউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি সব কিছুই আছে তার মধ্যে। এক কোণে রেলিং দিয়ে ঘেরা ডাক-ঘরের কাউন্টার। দোকান ঘরের লাগোয়া মাঝারি আয়তনের আর-একখানা ঘর। সেই ঘরে সকন্যা মি. কেটল বাস করেন। দোকান-ঘরের মধ্যে দিয়ে সে-ঘরে যাতায়াতের ছোট দরজা আছে একটা।

ক্যাম্পিয়ন ও মার্লোকে একসঙ্গে দোকানের ভিতর ঢুকতে দেখে দরজা দিয়েই বেরিয়ে এলেন মি. কেটল। এর মধ্যে ভদ্রলোকের হাব-ভাবের মধ্যে যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছু আগে জমিদার বাড়ির হলঘরে বসে তিনি যেমন সহজ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছিলেন, এখন আর তার কোনো চিহ্ন নেই।

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি, বলুন?' ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করবেন তিনি। তবে কথা বলার সময় কেটল-এর কণ্ঠস্বর যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, এবং তার মুখের ওই হাসিটা যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম সেটা ক্যাম্পিয়নের নজর এড়াল না।

'মিস প্যাগেট মনে হয় ওর মানিব্যাগটা আপনার এখানেই ফেলে গেছে, মি. কেটল।' সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন ক্যাম্পিয়ন। 'আমরা তাই একবার খুঁজে দেখতে এসেছি। তবে ঘরের মধ্যে এত সমস্ত জিনিসপত্র অগোছাল হয়ে পড়ে আছে যে তার মধ্যে থেকে কোনো কিছু খুঁজে বের করাই মুশকিল।'

'কই—না, কিছুই তো তিনি এখানে ফেলে যাননি!' কেটল-এর কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর।

'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে বিডি এখানে এসেছিল? ক্যাম্পিয়নের দুচোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'এখনও আমার জিজ্ঞাসা, ও কী এখনও এখানে আছে?'

মার্লো সবিনয়ে লক্ষ করল, নিমেষের মধ্যে কেটল-এর সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চোখের তারায় গম্ভীর শঙ্কার ছায়া।

BanglaBook.org

'বিডি কী এখন আপনার হেফাজতেই আছে?' প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন।

কেটল আগের মতোই নিরুত্তর।

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মি. কেটল,' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর ছুরির ফলার মতোই তীক্ষ্ণ, 'এখনও আমাদের ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। আমরা যেকোনো সময় আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি।

এতক্ষণে কেটল যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। পরিস্থিতিটা ক্রমশ তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই অনাবশ্যক জোরের সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন মি. ক্যাম্পিয়ন! ঠিক আছে, আমার মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না হয় কবে এই দোকানপত্তর সব আপনারা খুঁজে দেখুন। তারপর আপনাদের অনুসন্ধান শেষ হলে আমি নিজেই একবার পুলিশের কাছে যাব। মি. লোবেট এখন কোথায়? কেই-বা রেভারেন্ড কাশকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিল? ওই রক্তমাখা কোটপ্যান্টগুলোই বা পুলিশের নজরে আনা হল না কেন? আপনি নিজেই এখানে পুলিশের আবির্ভাব হতে দিতে চান না কেন সে কী আমি বুঝি না মনে করেন? আবার আপনিই আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন! কোনো পুলিশই আমার কিছু করতে পারবে না, কারণ আমি কোনো কিছুই গোপন করিনি।'

'খুবই ভালো কথা!' অবিচল চিত্তে জবাব দিল ক্যাম্পিয়ন। 'তাহলে এখন আমরা দুজন দুজনকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি,' একটু থেমে আচমকাই ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'মি. কেটল আপনি তো বিস্কুটও বিক্রি করেন তাই না?

মার্লো বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু কেটল-এর দিকে নজর পড়তেই ওর বিস্ময় আরও ঘনীভূত হল। দেখল এই সামান্য প্রশ্নেই ভদ্রলোক যেন আগের মতোই আবার পাণ্ডুর হয়ে গেলেন। ইতিপূর্বেই সমস্ত ঝাঁঝটুকুও কর্পূরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বার কয়েক জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন তিনি।

'আমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর মি. কেটল।' নিজের কথার খেই ধরে ক্যাম্পিয়ন বলে চলল, 'এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে চলুন আপনার ঘরে গিয়েই বসা যাক। নইলে আমাদের কথাবার্তা বাইরের কেউ শুনে ফেলতে পারে। আপনার পক্ষে সেটা হয়তো খুব স্বস্তির হবে না।

গৃহস্বামীর সম্মতির অপেক্ষা না করেই মার্লোকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পিয়ন সামনের ছোট দরজার দিকে এগিয়ে গেল। নিরুপায় ভঙ্গিতে কেটলও অনুসরণ করল ওদের।'

BanglaBook.org

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই চমকে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাম্পিয়ন। 'মি. কেটল, ঘর থেকে ক্লোরোফর্মের উগ্র গন্ধটা কিন্তু এখনও পুরোপুরি দূর করতে পারেননি, অথচ সময়ও কিছু কম পাননি তার জন্য! আসলে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখার ফলেই আপনি এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন।'

কেটল এ অভিযোগের কোনো জবাব দিলেন না। তিনি যেন দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললেন। পাশেই একটা খালি টুল রাখা ছিল, তার উপরেই বসে পড়লেন অসহায়ভাবে। ক্যাম্পিয়ন দু'পা এগিয়ে গিয়ে একটা বেতের চেয়ার দখল করল। মার্লো এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। ও শুধু এই রহস্যময় নাটকের নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ক্যাম্পিয়নের দুচোখে ধীরে ধীরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বর কিন্তু খুব শান্ত। 'তবে একটা কথা মনে রাখবেন মি. কেটল, আপনি যদি কোনোভাবে বিডিকে আঘাত করে থাকেন তবে আমি নিজের হাতে আপনাকে খুন করব। এখন বলুন, ঠিক কী ঘটেছে?'

মি. কেটল এখনও ভাষাহারা, নির্বাক। তার সারা মুখে যন্ত্রণার নীল ছায়া। মার্লো আর ধৈর্য রাখতে পারল না। কেটল-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'বিডি কোথায়, এই মুহূর্তে জবাব দিন! নইলে আমি আপনার মাথার খুলিটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।'

'তার কোনো দরকার হবে না।' মার্লোকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল ক্যাম্পিয়ন, 'আমি-ই না-হয় কেটল-এর হয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলছি। একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করা ভালো। দৈবক্রমে মি. লোবেটের এই পোশাক-পরিচ্ছদগুলো ভদ্রলোকের হাতে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবলেন, এগুলো নিয়ে একটু চালাকি খেলা যাক। তবে নিজের দলের লোকদের কাছেও যে তিনি এমন একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসবেন, তা আমি ধারণা করতে পারিনি। সেই জন্যই আমার সময়ের হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল। খবরটা তাদের কানে যাওয়া মাত্র তারাও তৎপর হয়ে উঠল দারুণভাবে। কেটলকে নির্দেশ দেওয়া হল, আমাদের মধ্যে প্রথম যাকে তিনি নাগালের মধ্যে পাবেন তাকেই যেন ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করে রাখা হয়। তারপর সেই অচৈতন্য দেহটা অবিলম্বে ওদের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।— কী, আমি কী কিছু ভুল বলছি কেটল? আর এ ব্যাপারে আপনার মেয়েও যে আপনাকে সাহায্য করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আপনার একার পক্ষে বিডিকে কায়দা করা খুবই কঠিন হতো।' ক্যাম্পিয়ন যে প্রায় নিভুলভাবে প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে, পোস্ট মাস্টারের হতচকিত মুখের দিকে তাকিয়ে তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

'এবং বিডিকে বন্দি করার পর,' আবার শুরু করল ক্যাম্পিয়ন, 'আপনি একমুহূর্ত দেরি না করে এই জরুরি খবরটা আপনার দলের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্ট্রাউডের আশেপাশে কোনো অঞ্চলে তারা মালবাহী ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আপনার ফোন পাওয়া মাত্র তারা ভানটা এখানে পাঠিয়ে দেয়। নামকরা প্রতিষ্ঠানের মালবাহী ভান দেখে পাহারারত পুলিশও আর-কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। বড় বড় বেতের ঝুড়িতেই আপনার এখানে বিস্কুট, পাউরুটি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। নির্দিষ্ট ভ্যানটা এসে দাঁড়ানো মাত্র আপনি খালি বেতের ঝুড়িগুলো তার মধ্যে তুলে দেন। বেচারা বিডিকে সেই রকম একটা বেতের ঝুড়িতে ভরেই গ্রামের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়েছে।' চোখ থেকে চশমা খুলে সামনের ছোট টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল ক্যাম্পিয়ন। 'বিডিকে কোথায় তারা নিয়ে গেছে, সেই কথাটাই আপনার মুখ থেকে এখন আমি শুনতে চাই।'

কেটল-এর সারা শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। গলার স্বর অস্পষ্ট, কম্পিত।

'দোহাই আপনার! যদি ওরা টের পায় যে আপনি সবকিছু জেনে ফেলেছেন, তাহলে আমি আর প্রাণে বাঁচব না!' কোনোরকমে উদ্গত কান্নাকে রোধ করে কেটল বললেন, 'দয়া করে ওদের কিছু জানতে দেবেন না! —'

বিডিকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে?' দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন।

'বিশ্বাস করুন, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। ওদের কাউকেই আমি পর্যন্ত চোখে দেখেনি। কেবল ফোনেই আমার কাছে সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দেশ পাঠাত ওরা। এবং ওদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে আমার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, ওদের নির্দেশ না মানলে শুধু আমাকেই নয়—আমার মেয়েকে পর্যন্ত ওরা খুন করত।'

'হুঁ', হতাশ ভঙ্গিতে ক্যাম্পিয়ন মাথা নাড়ল, 'আপনি যে এখন মিথ্যে বলছেন না, তা আমি বুঝতে পারছি। ওরা এত মূর্খ নয়। নিজেদের সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেই আপনাকে দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এটাই ওদের স্বাভাবিক রীতি।'

ক্যাম্পিয়ন ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এখানে অযথা সময় নষ্ট করে আমাদের আর-কোনো লাভ হবে না মার্লো। অন্য পথে এগোবার চেষ্টা করতে হবে।'

মার্লোকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। মি. কেটল টুলের উপর বসে রইলেন স্থির হয়ে। একটা হিমেল আতঙ্কের ছায়া তাকে যেন পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

'আমরা তাহলে এখন কী করব?' পথে যেতে যেতে বিহ্বল, দিশেহারা কণ্ঠে জানতে চাইল মার্লো।

'বিডি যে এখন ওদের হাতে বন্দি, এক মুহূর্তের জন্যও সে-কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।' খানিকটা আত্মগত সুরেই ক্যাম্পিয়ন জবাব দিল। তবে ওর গলার স্বরে উদ্বেগের আভাস মার্লোর কান এড়াল না। 'এখন আমাদের অতিমাত্রায় তৎপর হতে হবে। আমরা কী করছি বা না-করছি, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই বিডিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। এবং ওর মুখ থেকে কথা বের করে নেবার জন্য ওই শয়তানেরা যেকোনো রকম অত্যাচারই চালাতে পারে। মেয়ে বললে কাউকে ওরা খাতির করবে না।'

'বিডি-ই বা তাদের কতটুকু খবর দিতে পারে?'

ক্যাম্পিয়ন এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

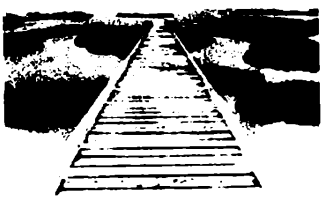

ওরা দুজনে ডাওয়ার হাউসে পৌঁছতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো কাডি।

'মি. ন্যাপ নামে এক ভদ্রলোক প্রায় আধঘণ্টা ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করেছেন স্যার।' ক্যাম্পিয়নকে লক্ষ করে বলল, আমি তাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখেছি।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' মাথা নাড়ল ক্যাম্পিয়ন।

'ভদ্রলোকটি কে?' কাডি সামনে থেকে অদৃশ্য হবার পর প্রশ্ন করল মার্লো।

'আমার গৃহভৃত্য লুগের দোস্ত।' ক্যাম্পিয়ন জবাব দিল। 'আমি-ই লুগকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। নিশ্চয় কোনো জরুরি সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

ভেজানো দরজা ঠেলে ক্যাম্পিয়নকে ঢুকতে দেখেই একগাল হাসি ফুটল ন্যাপের মুখে, কিন্তু পর মুহূর্তে মার্লোর দিকে নজর পড়তেই আবার কিছুটা সামলে নিল নিজেকে।

'কী খবর ন্যাপ? এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্পিয়ন একটা চেয়ার টেনে নিল। ইঙ্গিতে মার্লোকেও বসতে বলল পাশের চেয়ারে। 'এ হচ্ছে বিচারপতি লোবেটের ছেলে মার্লো লোবেট । তুমি এর সামনে অকপটে সব কথা খুলে বলতে পারো।'

BanglaBook.org

'সুপ্রভাত মি. লোবেট।' মার্লোর দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রমে মাথা নাড়ল ন্যাপ। তারপর ক্যাম্পিয়নকে উদ্দেশ করে বলল, 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর নিয়েই আপনার কাছে ছুটে আসতে হল স্যার। লুগ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলিকে দিয়ে ইন্সউইচ থানায় ফোন করে রেখেছিল। তার ফলে মাঝপথে আমায় কোনো ঝক্কি পোহাতে হয়নি।'

'কিন্তু আসল খবরটা কী?' ক্যাম্পিয়ন তাড়া দিল।

আড়চোখে এক পলক মার্লোকে দেখে নিয়ে কোটের পকেট থেকে মোটা একটা নোট বই বের করল ন্যাপ। 'আমি যে মাঝেমধ্যে অন্যের টেলিফোন লাইনে গোপনে আড়ি পাতি, তা নিশ্চয় আপনি জানেন। এর ফলে গতকাল বিকেলে দুই অপরিচিত ব্যক্তির এক রহস্যময় কথোপকথন আমার কানে এসে পৌঁছায়। এই ফোনটা খুবই সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আলাপ-আলোচনার প্রথম অংশটুকুও আমি শুনিনি। তবে যতটুকু শুনেছি, তার গুরুত্বও কিছু কম নয়। কথাবার্তা হচ্ছিল শুধু দুজনের মধ্যে। দ্বিতীয় জনের গলা খানিকটা বিকৃত, ধরা-ধরা। মনে হল স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে গোপন রাখার জন্যই ইচ্ছে করে আওয়াজটাকে এভাবে বিকৃত করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় বক্তার কথার সুরে খানিকটা বিদেশি টান ছিল, এবং ইনি যে কোথা থেকে ফোন করেছিলেন আমি তার কোনো হদিস পাইনি। খুব সম্ভবত এই দ্বিতীয় ব্যক্তি-ই আসল নাটের গুরু। আমি ওদের কথাবার্তার শেষ অংশটুকু যথাযথভাবে আমার নোট বুকে টুকে রেখেছি। আপনাকে সবটা পড়ে শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন।'

নোট বুকের পাতা উলটে এক জায়গা থেকে ন্যাপ পড়তে শুরু করল।—'কী বললে? প্রশ্ন করল লোকটা, 'পোস্ট অফিসের ওই কর্মচারীরা সম্পূর্ণ নির্বোধ? যত তাড়াতাড়ি ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আচ্ছা, ওই পোশাকগুলো কে পাঠিয়েছিল?' জবাবে অপর লোকটি বলল, 'মোড়কের ওপর প্রেরকের কোনো নাম ছিল না স্যার। কেবল যার কাছে পাঠানো হচ্ছে তার নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল না স্যার। তখন প্রথম লোকটা মন্তব্য করল, ভালো, ওই লোকটাকেই তো তোমার প্রয়োজন, তাই না?'

নোট বই থেকে চোখ তুলে ন্যাপ এবার ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকাল। 'ভাবলাম এ সমস্ত কথাবার্তা আমার কোনো কাজে আসবে না, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু পরমহূর্তেই প্রথম ব্যক্তির প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। বলল, এই অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন লোকটা আসলে কে। দ্বিতীয় লোকটি জবাব দিল, আমি ওর সম্পর্কে সমস্ত রকম খোঁজখবর নিয়ে রাখব।—এর ফলে স্বভাবতই আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। তবে ওদের আলাপ-আলোচনা আর বেশিক্ষণ চলল না। শুধু প্রথম লোকটাকে বলতে শুনলাম—হাতের লেখাটা যদি

BanglaBook.org

ওই মেয়েটার হয় তাহলে যেকোনো উপায়ে ওকে ধরে আনতে হবে। আশা করি এ ব্যবস্থাটুকু তুমি করতে পারবে । মেয়েটাও নিশ্চয় অনেক খবর রাখে। এ ছাড়া যদি নতুন কোনো সংবাদ পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাতে ভুলবে না।—এরপর ওরা লাইন ছেড়ে দিল।'

মার্লো ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করল, তবে চোখ দুটো পুরু লেন্সের চশমার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকার বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। এবং ওর কণ্ঠস্বরও আগের আগের মতো আবেগহীন, নির্বিকার।

'কোন লাইনে আড়ি পেতে তুমি এই কথাবার্তা শুনলে? তার ঠিকানাটা কী?'

অল্প ইতস্তত করল ন্যাপ। 'বাড়ির ঠিকানা বত্রিশ নম্বর, বিভার্লে গার্ডেনস, কেনসিংটন ওয়েস্ট। এমনকি এক ফাঁকে বাড়ির চারপাশটাও আমি ঘুরে দেখে এসেছি। ছিমছাম সাজানো-গোছানো বাড়ি। আমার ফ্ল্যাট থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই সামনে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি সরাসরি ওপরে উঠে গেছে। তবে ছাদ টপকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। রওনা হবার আগে বাড়িটার একটা নকশাও আমি এঁকে এনেছি।' নোটবইয়ের ভিতর থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিল ন্যাপ, 'আপনি একবার চোখ বোলালেই সমস্তটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। যদি কোনো সমাজবিরোধী দল সকলের অলক্ষে এই বাড়িটা তাদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তবে তারা তিন তলাটাই বেছে নেবে। কারণ এখান থেকেই আশেপাশের সব-কিছুর ওপর নজর রাখা সুবিধাজনক। এদিককার সমস্ত বাড়িই এক উঁচে তৈরি। সে কারণে আমার পক্ষে নকশাটা এঁকে আনা সহজ হয়েছে। এটা হচ্ছে লাইনের শেষ বাড়ি। এর ঠিক পেছনেই বিভার্লে গার্ডেন।'—

ন্যাপের কথার মাঝখানেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জিল। 'ব্যাপারটা কী? লাঞ্চের জন্য আজ যেন কারো কোনো তাগিদ দেখতে পাচ্ছি না! আধঘণ্টা আগে থেকে সবকিছু তৈরি করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া বিডিই বা কোথায় গেল? ভেবেছিলাম ও বুঝি মার্লোর সঙ্গেই আছে। কিন্তু—'আচমকা ন্যাপের দিকে নজর পড়তেই জিলের বাক্যস্রোতে স্তব্ধ হয়ে গেল। ক্যাম্পিয়ন জিলকে পাশে বসিয়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল পরিস্থিতিটা। বিডির আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারটা জিল প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। অবশেষে ধীরে ধীরে ওর দুচোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল।

'কেটলকে নিশ্চয় এই শয়তানির মূল্য দিতে হবে। আমি এখনই গিয়ে ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলব। আমাদের সঙ্গেও যে ও এতখানি শয়তানি করবে—'

BanglaBook.org

'এখন রাগ দেখাবার সময় নয়,' পরিস্থিতির হাল ধরল ক্যাম্পিয়ন, 'আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিডিকে ওই শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করা। সে-ব্যাপারে ন্যাপও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিডিকে ওরা বিভার্লে গার্ডেনসের ওই বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের এখন যত শিগগির সম্ভব লন্ডনে পৌঁছতে হবে। কিন্তু বিডিকে ওরা যে ধরে নিয়ে গেছে সে খবর যেন এখন কেউ জানতে না পারে।'

'কিন্তু মি. ক্যাম্পিয়ন,' ন্যাপ বলল, 'একটা বিষয়ে আমার কেমন খটকা লাগছে। ওখানে এখন যে দলটা আস্তানা গেড়েছে, তারা কাউকে কিডন্যাপ করার পাত্র নয়। ওদের কাজকর্মের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।'

ক্যাম্পিয়ন চকিতে ন্যাপের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। 'ওরা কারা বলে তোমার বিশ্বাস?'

'ওদের সম্পর্কে আমি যদিও বিশেষ কিছুই জানি না, কেননা সবাই প্রায় নতুন মুখ। খুব সম্ভবত ব্ল্যাকমেইল তাদের ব্যবসা। দলপতি হিসেবে যাকে সন্দেহ হয় সে নাকি একজন গণৎকার। এক মুখে লাল দাড়ি আছে লোকটার।'

'অ্যান্টনি ড্যাচেট।' অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করল ক্যাম্পিয়ন।

'হ্যাঁ এই নামে সে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার কেমন মনে হয় আসলে ও এখানে সর্বেসর্বা নয়। ও কারো নির্দেশে কাজ করে।'

'তুমি শুধু করিৎকর্মাই নয়, বুদ্ধিমানও বটে।' তারিফ করার ভঙ্গিতে ক্যাম্পিয়ন ঘাড় নাড়ল ধীরে ধীরে।

'কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মগজে ঢুকছে না!' ক্ষুদ্র কণ্ঠে মন্তব্য করল জিল। 'আমরা সকলে থাকতে বিশেষ করে বিডির ওপরেই বা ওদের নজর পড়ল কেন?'

'তার কারণটা তো আগেই খুলে বললাম।' ন্যাপ জবাব দিল, 'এই ভদ্রমহিলা একপ্রস্থ কাদামাখা পোশাক-আশাক পার্সেল করে পাঠিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কেই ওরা খোঁজখবর নিতে চায়। বিষয়টা ওদের কাছে খুবই জরুরি।'

জিল, ক্যাম্পিয়ন এবং মার্লো পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'কাদা মাখা পোশাক-আশাক!' জিলের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, 'তাহলে নিশ্চয় সেটা বিচারপতি লোবেটের। অথচ কেটল বলল তার মেয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে। এদিকে দেখা যাচ্ছে, বিডিই আসলে সেগুলো ডাকে পাঠিয়েছিল।—না, আমার মাথার মধ্যে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে—'

'এ বিষয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে, বিডিকে খুঁজে পাওয়াই এখন প্রধান কাজ।'

BanglaBook.org

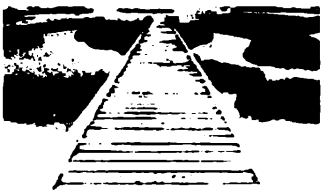

জিল কিন্তু এত সহজে নিবৃত্ত হল না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তাকে যে অতিমাত্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সেটা তার হাবভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'কিন্তু অ্যালবার্ট, কথাটা খুব রূঢ় শোনালেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—যে-মুহূর্তে বিডি অদৃশ্য হল ঠিক তার পরমুহূর্তেই মি. ন্যাপ তাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হলেন। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক ঠেকছে। ভদ্রলোক যে আদতে শত্রুপক্ষের নন, তার-ই বা সুনিশ্চিত প্রমাণ কী?'

'আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় আমার বক্তব্যটা বোঝবার চেষ্টা করুন,স্যার,' শান্ত সুরে অনুরোধ জানাল ন্যাপ, 'আপনার এই সন্দেহটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এবং আমিও এর সোজাসুজি উত্তর দেব। মি. ক্যাম্পিয়নের গৃহভৃত্য লুগ আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু। সে-ই আমাকে তার মনিবের তরফ থেকে দু-একটা ব্যাপারে সামান্য খোঁজখবর রাখতে বলে।' ন্যাপ এবার আড়চোখ ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'অতীতে আমি কেনো কোনো ক্ষেত্রে মি. ক্যাম্পিয়নকে সাহায্য করেছি। তবে আমার কাজকর্মের ধারা কিছুটা ভিন্ন। প্রথম জীবনে আমি ছিলাম টেলিফোন বিভাগের সরকারি কর্মচারী। এক গ্রাহকের কাছ থেকে কয়েক পাউন্ড বকশিশ নেওয়ার ফলে আমার চাকরি যায়। কিছুদিন জেলের ঘানিও টানতে হয় সেই সুবাদে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অন্য কোথাও কাজের কোনো সুবিধা করতে পারলাম না। অগত্যা টেলিফোন-সংক্রান্ত আমার যান্ত্রিক বিদ্যাটুকুর উপর নির্ভর করেই রুজিরোজগারের ধান্দা করি। গোটা লন্ডনে যে-ক'টা ব্যক্তিগত টেলিফোন লাইন আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ সাদাসিধে ধরনের হলেও কয়েকটা রীতিমতো সন্দেহজনক।' একটু থামল ন্যাপ। 'এবার নিশ্চয় ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন?'

'না', জিল মাথা নাড়ল। 'এখনও কিছু বোধগম্য হল না।'

ন্যাপের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি উঁকি দিল। 'অন্যের টেলিফোন লাইনে গোপনে আড়িপাতা খুবই সহজ। ইচ্ছে করলে আপনি নিজের ঘরে বসেই অন্যের গোপনীয় কথাবার্তা জেনে নিতে পারেন। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে কত যে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তা আর আপনাকে কী বলব!'

BanglaBook.org

জিল নীরবে একবার ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকাল। তার মুখেও এখন একটা আলগা হাসির আভাস লেগে আছে। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই ন্যাপ বলে চলল, 'তাই আমি যখন টেলিফোনে মি. ক্যাম্পিয়নের নাম শুনলাম, তখনই বিশদভাবে অনুসন্ধান শুরু করে দিলাম। সব রকম খোঁজখবর নিয়ে তবেই এত দূর ছুটে এসেছি।'

এ সম্পর্কে জিল আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না, ক্যাম্পিয়নই আলোচনার মোড় ফেরাল। 'আমাদের হাতে কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় নেই। এবং প্রথম থেকেই আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। ন্যাপের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে গতকাল থেকেই মি. ড্যাচেট ও তার সঙ্গপাঙ্গরা অ্যালবার্ট সম্পর্কে জোর অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে। বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এর মধ্যে তারা হয়তো আমার বর্তমান হদিসও জেনে ফেলেছে। তাদের মধ্যে কেউ বোধ হয় এই মুহূর্তে লক্ষ রাখছে আমাদের ওপর। মি. কেটলকে ওদের আর-কোনো কাজে লাগবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কেটল ছাড়া অন্য কেউও থাকতে পারে। খুব সম্ভব সে এখন রাস্তার ওপর পাহারায় নিযুক্ত আছে। সে ক্ষেত্রে সকলের চোখের সামনে দিয়ে লন্ডনে পাড়ি দেওয়া আমাদের যুক্তিযুক্ত হবে না। আপাতত মি. বারবাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ওকে যদি কোনো গতিকে রাজি করানো যায়, তবে ওর গাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে মার্লো ও জিলকে নিয়ে ন্যাপ সোজা লন্ডনে ফিরে যেতে পারে। বারবারকে ওরা নিশ্চয় সন্দেহের চোখে দেখবে না। সোফিয়াকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। প্রকৃতপক্ষে ও-ই আমার গাড়িটা ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে, আমি সিটের নিচে লুকিয়ে বসে থাকব। ইন্সিউইচ পর্যন্ত এই ভাবে যেতে হবে আমাদের। এখন বারবারকে রাজি করানোই প্রধান কথা।'

'আমি বোধ হয় এ ব্যাপারে ভদ্রলোককে রাজি করাতে পারব।' মার্লোর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর। 'এখনই গিয়ে আমি তার সঙ্গে কথা বলছি। সোফিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মার্লো। মিনিট পনেরো বাদে আবার বারবারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। বারবারের চোখেমুখে গাঢ় বিস্ময়। সেই কারণেই ওর হাবভাবও এখন কেমন বোকা-বোকা ঠেকছে।

'আপনাদের সবাইকে লন্ডনে পৌঁছে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এভাবে এত লুকিয়ে-চুরিয়ে যেতে চাইছেন কেন? আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!' অল্প ইতস্তত করল বারবার। 'তাছাড়া—তাছাড়া, আপনাদের পক্ষেও ব্যাপারটা এতই অস্বস্তিকর—'

'আমরাও বর্তমানে খুব একটা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছি মি.বারবার।' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর শান্ত, গম্ভীর, 'এখন এই প্রতিকূল অবস্থায়

BanglaBook.org

আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন তাহলে আপনার কাছে আমরা যে কী পরিমাণে কৃতজ্ঞ থাকব—'

'না-না, এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মি. লোবটকে বলে আমাকে যদি রোম্‌নের ওই ছবিটার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে আমি-ই বরং আপনাদের এই ঋণ জীবনে কোনোদিন শোধ করতে পারব না।—ঠিক আছে, এখনই আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আপনাদের সময় হলেই দয়া করে আমাকে একটা খবর দেবেন।'

লন্ডনের পথে রওনা হবার আগে মিসেস হুইব্রোকে ডেকে জরুরি কিছু নির্দেশ দিল জিল। ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত সে যেন বাড়ি ছেড়ে বাইরে না বেরোয়। এবং ওদের এই চলে যাবার খবরও যেন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না জানতে পারে। মিসেস হুইব্রো রীতিমতো দায়িত্বশীল পরিচারিকা। জিলের প্রতিটি নির্দেশ সে যথাযথভাবে মেনে চলবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তাছাড়া বিডির আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর প্রাসাদের অন্য-কোনো দাস-দাসীও এখনও পর্যন্ত জানে না। তাই এ সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

বারবারের গাড়িটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পিয়ন মৃদু হাসল। 'এই সব ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গেছ নিশ্চয়?

'মোটেই না।' সোফিয়া জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'এখন আর কোনো-কিছুতেই আমি ভয় পাই না। এত দিন ধরে ভয় পেতে পেতে আমার ভেতরের ভয় পাবার ভাবটাই এখন অসার হয়ে গেছে।'

ক্যাম্পিয়ন ভ্রূ কোঁচকাল। 'এটা কিন্তু ভালো কথা নয়।' একটু থেমে আবার বলল, 'এখান থেকে স্ট্রাউড পর্যন্ত তোমাকেই কিন্তু আমার গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি তোমার পাশে সিটের নিচে লুকিয়ে বসে থাকব।'

'এতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। দেখবেন, আপনার চেয়েও ভালোই চালাব।'

স্ট্রাউড পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলো সোফিয়া। তারপর সোফিয়াকে সরিয়ে দিয়ে ক্যাম্পিয়নই স্টিয়ারিং ধরল নিজের হাতে। তবে বটল্ স্ট্রিটে ওর ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছবার পর সোফিয়াকে ও প্রধান ফটক দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল না। কারণ সেখানে শত্রুপক্ষের কেউ হয়তো পাহারায় থাকতে পারে। তার ফলে সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার আশঙ্কা। তাই পিছনের খিড়কির পথ দিয়েইও সোফিয়াকে নিজের ফ্ল্যাটে এনে তুলল।

'এখানে কিন্তু দ্বিতীয় কোনো সঙ্গী পাবে না,' বিব্রত ভঙ্গিতে ক্যাম্পিয়ন জানাল, 'তোমাকেই সব-কিছু দেখেশুনে নিতে হবে। এই ফ্ল্যাটের দেখাশুনার

BanglaBook.org

দায়িত্ব যার হাতে, আমার সেই চিরবিশ্বস্ত লুগ এখন ন্যাপের বাসায় বসে আজ রাতের অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করছে। আমিও আর এক মুহূর্ত এখানে দেরি করতে পারব না। অতএব বুঝতেই পারছ–'

'আমার জন্য আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না,' ক্যাম্পিয়নকে ভরসা দেবার চেষ্টা করল সোফিয়া। তারপর অল্প ইতস্তত করে বলল, 'আপনি শুধু জিলের দিকে একটু নজর রাখবেন।—মার্লোটাও ভীষণ একরোখা স্বভাবের। ওরা যেন ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা না-করে বসে!'

'ওদের দুজনের ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' মুচকি হাসল ক্যাম্পিয়ন। 'তবে একটা কথা, তুমি কিন্তু সারাক্ষণ সদর-দোরে ভিতর থেকে চাবি দিয়ে রাখবে। আমার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত দরজা খুলবে না। তাছাড়া এমনভাবে কোনো খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না, যাতে বাইরে থেকে কেউ তোমায় দেখে ফেলতে পারে।'

'আপনার নির্দেশ আমার স্মরণে থাকবে। কিন্তু আপনি নিজে ফিরছেন কখন?'

'খুব সম্ভব কাল সকালে। অবশ্য তাড়াতাড়ি কার্যোদ্ধার করতে পারলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি। আজ রাতের এই গোপন অভিসারের সাফল্য-অসাফল্যের ওপরই পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে।'

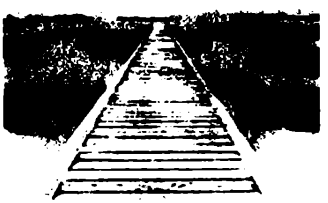

পেডিগ্রি মিউজ-এর পূর্বগৌরব বহুদিন আগেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট বাড়িই সাবেক আমলের। একতলায় সারি-সারি ভাঙাচোরা আস্তাবল। তার মধ্যে এখন অবশ্য কোনো চতুষ্পদ প্রাণী বাস করে না, শুধু স্তূপীকৃত আবর্জনাই ছড়িয়ে আছে যততত্র। দোতলা এবং তিনতলার ঘরগুলো যদিও এককালে মানুষের বাসের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে তাদের অবস্থা জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায়। যেকোনো মুহূর্তে সমস্ত বাড়িগুলোই একসঙ্গে ধসে পড়বে বলে সন্দেহ জাগতে পারে। সামনের রাস্তাটা ইট-সুরকি দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু সেখানে আজ আর-কোনো শিশুকে খেলা করতে দেখা যায় না। পারিপার্শ্বিক পুরো আবহাওয়াটাই কেমন বিষণ্ন, ম্রিয়মাণ।

BanglaBook.org

রাস্তাটা সোজা গিয়ে সমকোণে বেঁকে গেছে। ডানদিকে একমুখো কানাগলি বিভার্লে মিউজ। অন্য রাস্তাটা উইশাট স্ট্রিট। ক্যাম্পিয়ন দুদিকের রাস্তাটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। পথে কোনো জনপ্রাণী নেই। ১২-এ বাড়িটা দুটো রাস্তার ঠিক সংযোগস্থলে। ঘুণধরা সদর-দরজার চেহারাটাও পলেস্তারা-খসা বাড়ির সঙ্গে সুন্দর মানানসই। দরজার কবজাগুলোর উপর জং ধরেছে পুরু হয়ে। সদর দরজার ঠিক গায়ে সাবেক কালের আস্তাবল। তবে সেটা যে বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, একপলক তাকিয়ে দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

ভেজানো পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ক্যাম্পিয়ন। সামনেই এক ফালি সরু উঠান। উঠানের বাঁ দিকে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি উপরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সিঁড়িটা নড়বড়ে। একেবারে উপরতলায় ন্যাপের আস্তানা।

তিনতলায় একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পিয়ন দুবার টোকা দিল। কয়েক সেকেন্ড বাদেই লুগ এসে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখে থমথমে উত্তেজনা। ঘরের মধ্যে ন্যাপ ও তার আর দুজন সঙ্গী কেও দেখা গেল। সকলেই চাপাগলায় আলোচনা করছিল নিজেদের মধ্যে।

মহাসমারোহেই ক্যাম্পিয়নকে আহ্বান জানাল ন্যাপ। 'আসুন স্যার, আজ রাতের এই অভিযান সর্ম্পকেই এতক্ষণ আমরা শলাপরামর্শ করছিলাম। এরা আমার বন্ধু ডেভিড আর হেনরি। লুগের সঙ্গেও এদের পরিচয় বহুদিনের।'

ক্যাম্পিয়ন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল দুজনের সঙ্গে, তারপর ন্যাপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আর সকলে কোথায়?

'বারান্দায় শেষ প্রান্তে বড় একটা ঘর আছে। আমার মা সকলকে নিয়ে সেখানে তাদের আসর বসিয়েছেন। কিন্তু মি. বারবারকে তো আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাচ্ছে না। তিনি বিদায় নেবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া মার্লো লোবেট এবং মি. প্যাগেটও রীতিমতো উত্তেজিত। দুজনেই আমাদের আজকের এই অভিযানে অংশ নিতে চান।'

'না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়,' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর। 'এবং আমরা না ফিরে আসা পর্যন্ত মি. বারবারকেও যেকোনো উপায়ে এখানে আটকে রেখে দিতে হবে। আমাদের এই অভিযানের খবর যাতে বাইরের কেউ জানতে না পারে সে-বিষয়ে সব দিক থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ—স্যার আমিও কথাটা ভেবে দেখেছি। এবং সে-বিষয়ে আমার মাকেও খানিকটা আভাস দিয়ে রেখেছি।' মুচকি হাসল ন্যাপ। 'মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এত সহজ নয়। সকলকে নিয়ে তিনি এখন পোকার খেলায় ব্যস্ত। এই মুহূর্তে কাউকেই খেলা ছেড়ে উঠতে দেবেন না।' একটু থেমে ন্যাপ বলল, 'আমার চিলেকোঠার ঘরের পেছন দিকের জানালা দিয়ে বিভার্লে

BanglaBook.org

গার্ডেনস্-এর ওই ফ্ল্যাট বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। চলুন, দিনের আলো থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে সবকিছু দেখে আসবেন।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল মি. ক্যাম্পিয়ন, তারপর লুগকে নিয়ে ন্যাপের পিছন পিছন এগিয়ে চলল। হেনরি আর ডেভিড শুধু বসে রইল ঘরের মধ্যে। ছাদের সিঁড়ির পাশেই ছোট একটা খুপরির ঘর। লম্বায়-চওড়ায় হাত পাঁচেকের বেশি হবে না। মাঝখানে ছোট একটা কাঠের টেবিল। তার উপরে টেলিফোন-সংক্রান্ত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। পিছন দিকে একটা মাত্র বন্ধ জানালা। ন্যাপ ভিতরে ঢুকে বন্ধ জানালার একটা পাল্লা সামান্য একটু ফাঁক করল। ইতিমধ্যে ক্যাম্পিয়নও ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সাবধানে দাঁড়ান, বাইরে থেকে যেন কেউ আপনাকে দেখে না ফেলে। এখন সবার পিছনে ওই যে হলুদ রঙের ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন—যার ওপর দিকের জানালায় নীল রঙের পর্দা টানানো —ওটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষস্থল। আমাদের পক্ষে লক্ষস্থলে পৌঁছানোটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ এদিককার ফ্ল্যাট বাড়িগুলো সবই একই মাপের। তাদের আকার-প্রকারও অনেকটা একরকম। আমাদের এই ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদের কার্নিশটা বরাবর সোজা চলে গেছে। এই কার্নিশ ধরে এগিয়ে গেলে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছব সেটা একটা দোকান-ঘরের ছাদ। তার পরের ফ্ল্যাট বাড়িগুলো অবশ্য মাথায় বেশ খানিকটা উঁচু। তবে হুক-লাগানো দড়ির মইয়ের সাহায্যে এই বাধাটুকু অতিক্রম করতে হবে। প্রয়োজনীয় সব রকম সাজ-সরঞ্জামই আমি সংগ্রহ করে রেখেছি। রাত একটু গভীর হলেই আমরা যাত্রা শুরু করব।'

জানালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটার চেহারা ভালো করে দেখে নিয়ে ক্যাম্পিয়ন চিলেকোঠা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তিলতলার বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটাই আয়তনে সবচেয়ে বড়। এই ঘরটাই মিসেস ন্যাপের। ঘরের মাঝখানে মাঝারি আকারের একটা গোল টেবিল। তার চারপাশে গোটা কয়েক চেয়ার। সবচেয়ে বড় চেয়ারটা স্বয়ং গৃহকর্ত্রীই দখল করে বসে ছিলেন। তার চোখে-মুখে ভরাট গাম্ভীর্য। ভদ্রমহিলার দশাসই চেহারার সঙ্গে চেহারাটাও মানিয়ে গেছে অদ্ভুত ভাবে। ঠিক তার পাশের চেয়ারেই ম্রিয়মাণ বারবার। বিপরীত দিকের দুটো চেয়ারে জিল আর মার্লো। সকলের হাতেই এক গোছা করে তাস। টেবিলের উপরও কিছু তাস ছড়ানো। তবে একমাত্র মিসেস ন্যাপ ছাড়া আর কেউ-ই যে খেলার প্রতি বিশেষ মনোযোগী নয়, এক পলক নজর দিয়ে দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যায়।

লুগ ও ন্যাপের সঙ্গে ক্যাম্পিয়নকে ঢুকতে দেখে সকলেই চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। একমাত্র মিসেস ন্যাপ ছাড়া বাকি তিনজনই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ক্যাম্পিয়নের আবির্ভাবে।

BanglaBook.org

'ওহ্, এতক্ষণে আপনার দর্শন মিলল!' মার্লোর দুচোখে অধীর উৎসাহ। 'এখনই কি আমাদের অভিযান শুরু হবে!'

জিল অবশ্য কোনো মন্তব্য করল না। তবে সেও যে অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেও ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বারবার তটস্থ হয়ে গৃহকর্ত্রীর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে ছিল, এবারে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল, 'এখন তাহলে আমি উঠি মি. ক্যাম্পিয়ন? আমি শুধু আপনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

ক্যাম্পিয়নকে কোনো জবাব দিতে হল না, তার আগেই মিসেস ন্যাপ ধমকে উঠলেন। 'তা কী করে হয় মি. বারবার? আজ রাতে আপনারা তিনজনেই আমার অতিথি। তাছাড়া খেলাটাও যখন এত জমে উঠেছে—'

ক্যাম্পিয়নও মাথা নেড়ে মিসেস ন্যাপকে সমর্থন জানাল। 'স্বয়ং গৃহকর্ত্রী যখন বলছেন তখন আর তার ওপর কোনো কথা চলে না মি. বারবার। আজ রাতে আপনি তার অতিথি। তারপর জিলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বা মার্লো—কাউকেই আমার আজকের এই নৈশ অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যাব না, তাই বলে তোমাদের দায়িত্বটাও নেহাত কম নয়। তোমরা এই ফ্ল্যাটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। দেড় থেকে দু-ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা না ফিরে আসি তাহলে বুঝবে আমাদের কোনো বিপদ ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে পুলিশে একটা খবর দিতে দ্বিধা করবে না। সর্বদা মনে রেখো, আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক। এমন কোনো কাজ নেই যা তারা না করতে পারে।' হাতঘড়িতে সময় দেখল ক্যাম্পিয়ন। 'এখন সন্ধ্যে সাড়ে আটটা। আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই আমরা রওনা হব। মাঝপথে যদি কোনো বিপদে না পড়ি তাহলে কাজটা শেষ করে ফিরে আসতে ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের বেশি সময় লাগবার কথা নয়।'

জিলের কণ্ঠে এই প্রথম ক্ষুণ্ন অভিযোগের সুর শোনা গেল। 'প্রতীক্ষা যখন এতই শক্তিশালী তখন আজকের অভিযানে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিতে দোষ কী! —'

ক্যাম্পিয়ন হাত তুলে চিলকে থামিয়ে দিল। 'সকলে মিলে একসঙ্গে ভিড় করলে আসল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হয়ে যাবার আশঙ্কা। তাছাড়া এসব ব্যাপারে তোমাদের অভিজ্ঞতাও কিছু নেই। আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের খোঁজখবর রাখার জন্য জনাদুয়েক বিশ্বস্ত লোক চাই। আমরা কোনো বিপদে পড়লে তখন তোমরাই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

মিসেস ন্যাপও এবার চেয়ারের উপর নড়েচড়ে বসলেন। 'আমার বক্তব্যটাও ঠিক তাই। অনাবশ্যক উত্তেজনা না বাড়িয়ে সকলে মিলে তাস খেলে সময় কাটানোই তো ভালো!'

BanglaBook.org

দুই ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল ঠিক বোঝা গেল না। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। তবে সেখানে চাঁদের কোনো পাত্তা নেই। দূরের রাস্তায় লোকজনের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু গাড়িঘোড়াও ছুটে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। ন্যাপ যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, কার্যতও প্রায় তাই দেখা গেল। এ অঞ্চলের সমস্ত ফ্ল্যাটের জানালাগুলো এখন বন্ধ, শুধু রাস্তার দুধারে সরকারি ল্যাম্পপোস্টগুলোই যা কিছুটা আলো বিতরণ করছে। ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদসংলগ্ন কার্নিশটা আড়াই ফুটের মতো চওড়া। তার উপর হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হওয়া যতটা না বিপজ্জনক, তার চেয়ে অনেক বেশি অস্বস্তিকর। সবার প্রথমে আছে ন্যাপ, ঠিক তার পিছনেই ক্যাম্পিয়ন, সব শেষে ন্যাপের আর দুই সঙ্গী হেনরি, ডেভিড ও লুগ। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত নিঃশব্দে অগ্রসর হবার পর ওরা দোকান-ঘরের ছাদের উপরে এসে পৌঁছল। এরপর থেকে বিভার্লে গার্ভেনস-এর শুরু।

সকলে একত্র হবার পর কোমরে জড়ানো নাইলনের মইটা ধীরেসুস্থে বের করল ন্যাপ, তারপর হুক-লাগানো প্রান্তটা সামনের উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদ সংলগ্ন কার্নিশের উপর ছুড়ে দিল। এসব কাজে ন্যাপের জুড়ি নেই। প্রথম চেষ্টাতেই জায়গামতো আটকে গেল হুকটা। এবারে মই বেয়ে উপরে উঠবার পালা। এ ব্যাপারেও ন্যাপের দক্ষতা অসাধারণ। ও-ই প্রথম নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। ওর সঙ্কেত পেয়ে আর সকলেও উঠে এলো একে একে। লুগ উঠল সবার শেষে। ফেরার সুবিধার জন্য মইটাকে ঝুলিয়ে রাখা হল সেই ভাবে।

'সামনের আর-একটা ফ্ল্যাট টপকালেই আমরা আমাদের লক্ষস্থলে গিয়ে পৌঁছব।' চাপা গলায় ফিসফিস করল ন্যাপ। 'এখন থেকে আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। কেউ যেন আমাদের নিশ্বাসের শব্দও না শুনতে পায়।'

আবার হামাগুড়ি দিয়ে একে একে এগিয়ে চলল সকলে। সামরিক উত্তেজনাটাও যেন হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে রক্তের ভিতর। অবশেষে অভীষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে এসে পৌঁছানো গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন অন্ধকার দিয়ে মোড়া বাইরের দিকে প্রতিটি জানালা বন্ধ। কোথাও এক ফোঁটা আলোর হদিস পর্যন্ত নেই। ছাদের একপাশে কার্নিশের লাগোয়া মাঝারি সাইজের একটা কাচের জানালা। কার্নিশের উপর দাঁড়িয়ে সরু একটুকরো তার দিয়ে বন্ধ জানলাটার

BanglaBook.org

ছিটকিনিটাও সরিয়ে দিল ন্যাপ, তারপর ভেজানো পাল্লা ঠেলে শিকারি বিড়ালের মতো চুপিসারে ভিতরে ডুকে পড়ল। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আর সকলে প্রতীক্ষা করতে লাগল উদগ্রীব হয়ে। ন্যাপ এই ফ্ল্যাট বাড়ির অভ্যন্তরীণ পরিবেশটা যাচাই করে দেখে আসবার পর তবেই ওরা সেইমতো অভিযান পরিচালনা করবে।

টিকটিক শব্দের ঢেউ তুলে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল, কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তটাই এখন এক এক যুগ বলে মনে হচ্ছে ওদের কাছে। চারদিক নিথর, নিস্তব্ধ। এই হিমেল স্তব্ধতা ভারী পাথরের মতো চেপে বসেছে বুকের উপরে, তবুও ন্যাপের কোনো পাত্তা নেই!

অবশেষে প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে, যে-পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেই পথেই ন্যাপ আবার নিঃশব্দে ফিরে এলো ওদের কাছে। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এখন বেশ দ্রুত, দুটো চোখই তীব্র উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

'আমার অনুমানের কোনো ভুল নেই,' ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে চাপাকণ্ঠে ন্যাপ ফিসফিস করল, মিথ প্যাগেটকে ওরা এখানেই বন্দি করে রেখেছে। দোতলার কোণের দিকে একটা ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছে তাকে। সাঙ্গপাঙ্গসহ ইকিটডকে এইমাত্র সেই ঘর থেকে বেরুতে দেখলাম। বারান্দার বিপরীত প্রান্তে অন্য আর-একটা ঘরে ধুলো শুয়োর রোপি আর সেই লাল-দাড়ি দুজনে দুটো চেয়ারে বসে হুইস্কির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। ইকিটড সদলে মিস প্যাগেটের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সেই ঘরের দিকেই পা বাড়াল। দূর থেকে কথাবার্তা যা শুনলাম তাতে মনে হয় শিগগিরই ওদের একটা মিটিং বসবে। সাড়া ফ্ল্যাটের মধ্যে আর কাউকে নজরে পড়ল না, তবে নিচের গেটে দু-একজন পাহারায় থাকতে পারে।'

খুব মনোযোগ দিয়েই ন্যাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ক্যাম্পিয়ন। পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলতেও ওর একতিল সময় লাগল না। ডেভিড, হেনরি এবং লুগও আরও ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়াল ওর চারপাশে। সকলকেই ও তাদের পৃথক পৃথক দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দিল নিখুঁতভাবে। তারপর ন্যাপের প্রদর্শিত পথেই একে একে ভিতরে ঢুকল ওরা। প্রত্যেকের পায়েই একটা হালকা রবার সোলের জুতা, তাই সিমেন্টের মেঝের উপর কোনো শব্দ পর্যন্ত হল না।

প্রথমে যে ঘরের মধ্যে ওরা এসে দাঁড়াল সেটা একটা চিলেকোঠা। দরজা পেরিয়ে সরুমতো বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে ছাদের দরজা। তবে সেটা এখন ভিতর থেকে তালাবদ্ধ। অন্যদিকে চওড়া বাঁধানো সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নিচের অন্ধকারে মিশে গেছে। কাউকে ছাদে যেতে হলে চিলেকোঠা সামনে এই সরু বারান্দা পেরিয়েই যেতে হবে।

BanglaBook.org

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো পাঁচ জনে। সারা তিনতলা জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখানে এখন কেউ নেই বলেই মনে হয়। তবে দোতালার বারান্দার দু'দিকে ম্যাড়ম্যাড়ে দুটো আলো জ্বলছে। সিঁড়িটাই যেন দুভাগ করে দিয়েছে বারান্দাটাকে। দু'দিকে সমান মাপের তিনটি করে ঘর। ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরটা থেকে কয়েকজনের জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ওরা যেকোনো একটা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করছে, সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সেটা বুঝতে পারা যায়। অবশ্য দরজা ভেজানো থাকার ফলে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। বাঁ দিকের তিনটি ঘরই বাইরে থেকে চাবি বন্ধ।

ক্যাম্পিয়নের নির্দেশমতো দোতলার সিঁড়ির ঠিক মুখেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজন,—ডেভিড, হেনরি আর লুগ। প্রত্যেকের হাতের মুঠোয় একটা করে রিভলবার। ওদের মাথার কাছে দোতলায় মেইন সুইচ। ন্যাপকে নিয়ে ক্যাম্পিয়ন বাঁ দিকে পা বাড়াল। ইতিমধ্যে কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ওর তিনজন মিলে তার মহড়া নিবে। সবার আগে মেইন সুইচটা অফ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া আছে লুগকে।

তবে আজ ওদের ভাগ্য নেহাত সুপ্রসন্ন বলতে হবে। এত সহজে যে কার্যোদ্ধার হবে সেটা ওরা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এ যেন অনেকটা বিনা রণে যুদ্ধজয়ের মতো। আসলে আজকের এই নৈশ-অভিযান সম্পর্কে প্রতিপক্ষ বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না বলেই এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার সম্ভব হল। ডান দিকের ওই ঘরটা থেকে কাউকেই বাইরে বেরুতে দেখা গেল না। খুব সম্ভবত পানীয়ের ঢালাও বন্দোবস্ত ছিল মিটিংয়ে। দু-চার পাত্র হুউস্কি গলায় ঢেলে চাঙা হয়ে নিচ্ছিল সকলে। তাই পাহারার ব্যাপারে একটু ঢিলে পড়ে গিয়েছিল। এমন একটা মুহূর্তে ওদের আবির্ভাব।

বিনা বাধায় বা-দিকের শেষ প্রান্তের ঘরটার সামনে পৌঁছে এক পলক থমকে দাঁড়াল ক্যাম্পিয়ন। পরমুহূর্তেই পুরনো কৌশলে ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। ন্যাপও নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওকে। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার। টর্চের আলোয় দেখা গেল কোণের দিকের একটা বেতের চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে বিডিকে। দু-হাতে এবং গালের দু-এক জায়গায় পোড়া দাগ। ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যই যে এভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই অত্যাচারের ধকল সহ্য করতে না পেরেই হয়তো এখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বিডি। ওর সারা মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন।

হাত-পায়ের বাঁধন কেটে ক্যাম্পিয়নই মুক্ত করল বিডিকে। ন্যাপ দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সতর্ক ভঙ্গিতে। কোনোরকম প্রতিকূল

পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ও-ই প্রথম তার মোকাবিলা করবে। প্রাথমিক শুশ্রূষার ফলে বিডির আচ্ছন্নভাব খানিকটা কেটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ও ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—কিন্তু ক্যাম্পিয়নও সজাগ ছিল সে-বিষয়ে। ক্যাম্পিয়নকে সামনে দেখেই গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। এই চরম দুঃসময়ে স্বয়ং দেবদূতের মতোই মনে হল তাকে। বুকের মধ্যেও আশা জাগল নতুন করে। এতক্ষণ তিলে তিলে হতাশার অন্ধকারেই ডুবে যাচ্ছিল বিডি, সে-ভাবটাও কেটে গেল এক নিমেষে। এখন যেন দ্বিগুণ বল ফিরে পেল শরীরে। আর কোনো ভয় নেই ওর।

অল্প কথায় সমস্ত পরিস্থিতিটা ক্যাম্পিয়ন বুঝিয়ে বলল বিডিকে। তারপর তিনজনে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলো। সিমেন্টের মেঝের উপর পাছে কোনো শব্দ না হয়, সেই ভয়ে জুতাটাও বিডি খুলে ফেলেছিল। কিন্তু তেমন কোনো অঘটন ঘটল না। ডান দিকের দ্বিতীয় ঘরটায় আগের মতোই জোরালো মিটিং চলছে। তার মধ্যে জনাকয়েকের কণ্ঠস্বর এখন ঈষৎ জড়ানো। সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করছিল ওদের বাকি তিনজন। ওরা পৌঁছবার পর সকলে মিলে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে এগোল। মানসিক জড়তার ভাবটা কেটে যাবার পর বিডিও এখন আগের মতোই ক্ষিপ্র এবং তৎপর।

যে পথ ধরে ভিতরে ঢুকেছিল সেই পথ দিয়েই একে একে ফিরে চলল ওরা। শুধু বিডি-ই যা ওদের মধ্যে নতুন। ক্যাম্পিয়ন অবশ্য সারাক্ষণ ওর পাশে পাশেই ছিল, এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বিডিও সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। বিশেষত সতর্ক প্রহরীর মতো ক্যাম্পিয়ন ওর পাশে থাকায় এই বিপজ্জনক পথটুকু পেরিয়ে আসতে খুব একটা অসুবিধাও হল না।

উৎকণ্ঠিত চিত্রে এতক্ষণ ওদের জন্যই অপেক্ষা করেছিল জিল আর মার্লো। কিন্তু এত সহজে আর এত দ্রুত যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সেটা ওরা আগে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। সকলে নিরাপদে ফিরে আসার পর দুজনে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল একবার। বিডির মুখের পোড়া দাগগুলোর দিকেও এবার নজর পড়ল জিলের। কিন্তু সাধারণ একটা পেটেন্ট মলম ছাড়া আর-কিছু পাওয়া গেল না। মিসেস ন্যাপ অবশ্য গরম দুধের সঙ্গে দু-চার চামচ ব্র্যান্ডি মিশিয়ে বিডির দিকে এগিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

আনন্দের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা থিতিয়ে যাবার পর মি. বারবারকে আর-কোনো মতেই ধরে রাখা গেল না। 'আমাকে এবার কিন্তু সত্যিই উঠতে হচ্ছে মি. ক্যাম্পিয়ন। তবে যদি দরকার মনে করেন আমি সকলকে আপনার ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।'

ওরা ফিরে আসার পর মি. বারবারের দিকে এতক্ষণ কারো বিশেষ খেয়াল ছিল না। কিন্তু ক্যাম্পিয়ন এবারে অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে সায় দিল বারবারের প্রস্তাবে। 'আপনি আমাদের জন্য আজ যা করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না, মি. বারবার। তাই আর নিজ থেকে আমাদের পৌঁছে দেবার কথাটা বলতে পারছিলাম না। তবে যখন নিজেই এখন এমন একটা প্রস্তাব দিলেন, তখন এ সুযোগ হাতছাড়া করাটা আমাদের পক্ষে খুবই বোকার মতো কাজ হবে।'

ক্যাম্পিয়ন যে এত আগ্রহের সঙ্গে তার কথায় সায় দেবে, বারবারের ধারণা ছিল না। তাই একটু বিমূঢ় ভঙ্গিতেই বলল, 'তাহলে অযথা দেরি করে লাভ কী?'

কথা বলতে বলতেই বারবার সামনের দরজার দিকে পা বাড়াল। আর সকলে অনুসরণ করল তাকে। ক্যাম্পিয়ন শুধু ন্যাপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা কথা বলল মৃদুকণ্ঠে। সবশেষে ও যখন নিচে নেমে এলো ওরা তখন গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছে। জিল, মার্লো আর লুগ বসেছে পিছনের আসনে। চালকের আসনে বারবার, বিডি তার পাশে। বিডির পাশেই কোনোরকমে নিজের জায়গা করে নিল ক্যাম্পিয়ন। ওদের বিদায় জানাবার জন্য ন্যাপও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর আর দুই বন্ধু ডেভিট আর হেনরি আজ এই ফ্ল্যাটেই রাত কাটিয়ে দেবে।

সারাটা পথ ওদের মধ্যে বিশেষ কোনো কথাবার্তা হল না। জিল অবশ্য দু-একবার আজ রাতের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্যাম্পিয়ন সুকৌশলে এড়িয়ে গেল প্রসঙ্গটা।

'আজ আমরা সকলেই বিশেষ ক্লান্ত জিল। তোমার যাবতীয় প্রশ্ন না-হয় আগামীকালের জন্য তোলা থাক।'

বারবারের গাড়ি যখন ক্যাম্পিয়নের ফ্ল্যাটের সামনে এসে থামল, দূরের গির্জার ঘড়িতে তখন রাত একটার ঘণ্টা পড়ল।

'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব মি. বারবার,' বিডির গলায় বিগলিত বিনয়ের সুর।

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই,' বারবার আগের মতোই গম্ভীর অবিচল। 'দয়া করে শুধু নজর রাখবেন রোম্‌নের ওই ছবিটা যেন আমার হাতছাঁড়া না হয়ে যায়। ওই ছবিটার ব্যাপারে আমি যে কতটুকু আগ্রহী—'

বিডি অন্ধকারের মধ্যেই অবাক দৃষ্টিতে বারবারের দিকে তাকিয়ে রইল। এত দুর্যোগের পরেও লোকটা এখনও ছবির কথাটা মনে রেখে দিয়েছে! অন্য

BanglaBook.org

সময় হলে ও হয়তো হেসে উঠত শব্দ করে। কিন্তু শারীরিক ক্লান্তিই এখন ওকে পুরোপুরি কাহিল করে ফেলেছে । 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল বিডি। 'সত্যিই যদি ছবিটা বিক্রি করা হয়, তাহলে আপনার সঙ্গেই আমরা প্রথম যোগাযোগ করব।'

বারবারের পুরু ঠোঁটের ফাঁকে প্রসন্ন হাসি ফুটল। 'অজস্র ধন্যবাদ মিস প্যাগেট। আপনার মুখ থেকে এই কথাটাই আমি শুধু শুনতে চেয়েছিলাম। এখন আর আমার কোনো দুশ্চিন্তা রইল না।'

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বারবার তখনকার মতো বিদায় নিল। মার্লো ও বিডি ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। তারপরে জিল, সবার শেষে লুগ আর ক্যাম্পিয়ন।

মুখে যতই বড়াই করুক, বদ্ধ ফ্ল্যাটের মধ্যে একা একা অপেক্ষা করে সোফিয়া রীতিমতো ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল। ওদের সাড়া পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল। প্রথমেই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বিডিকে। 'তোমার কথা ভেবে ভেবে কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। মি. ক্যাম্পিয়ন সত্যিই অনবদ্য, অকল্পনীয়!' তারপর ক্যাম্পিয়নের দিকে সপ্রশংস চোখ তুলে বাকিটা শেষ করল। 'যথার্থই আপনি একজন মহাপুরুষ! এত দ্রুত যে কার্যোদ্ধার করতে পারবেন, ভাবতে পারিনি।'

ক্যাম্পিয়ন, জিল আর মার্লো ড্রইংরুমে ঢুকে তিনটি চেয়ার দখল করল। বিডি আর সোফিয়া গদি-আঁটা লম্বা সোফায় গিয়ে বসল। মার্লো তার চেয়ারটা সোফার আরও কাছে টেনে নিল।

'কিছু খাবে বিডি?' প্রশ্ন করল ক্যাম্পিয়ন।

বিডি সবেগে মাথা ঝাঁকাল। 'না-না, আমার মোটেই খিদে নেই ।'

'কিন্তু এই মনমরা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন আছে। পরিমাণে না-হয় কিছু কমই খেলে! আমি লুগকে ডেকে সব বন্দোবস্ত করতে বলছি। তারপর খেতে খেতে তুমি তোমার রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনাবে। সে-সম্পর্কে আমার কৌতূহলও কিছু কম নয়।'

লুগকে নির্দেশ দিতে ক্যাম্পিয়ন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ফিরে এলো মিনিট কয়েক বাদে। ওর পিছনে কফি আর স্যান্ডুইচের ট্রে হাতে বিশ্বস্ত ভৃত্য লুগ।

গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতেই বিডি তার কাহিনি শুরু করল। ওর হাবভাব বিব্রত, কুণ্ঠিত। যেন কোথা থেকে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। 'এর মধ্যে সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনার অনেকখানিই আমার কাছে এখনও সম্পূর্ণ অজানা। কখন যে ওদের ফাঁদে ধরা দিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না। পোস্ট অফিসে যাবার পর থেকেই ঘটনা শুরু।'

BanglaBook.org

'সেটা হচ্ছে গতকাল সকালের ঘটনা।' মন্তব্য করল জিল।

'তাই বুঝি!' বিডির দুচোখে নির্বোধ ছায়া। 'আমার মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন কেটে গেছে!'

মার্লো এবার পরিস্থিতির হাল ধরল। 'পোস্ট অফিসে মোটের ওপর কী ঘটেছিল তা আমরা জানি।'

'কিন্তু আমি কিছুই জানি না!' অসহায় ভঙ্গিতে বিডি ঘাড় দোলাল। 'প্রথমে মি. কেটল কী একটা দেখাবার জন্য আমাকে তার ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর মনে হল কে যেন পিছন দিক থেকে আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার নাকের কাছে তীব্র সুগন্ধী একটা রুমাল চেপে ধরল। সেই গন্ধেই ঘুম এসে গেল আমার । তারপর আর কিছু মনে নেই। তবে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে একটা কফিনের মধ্যে পোরা হয়েছে। অথচ তখনও আমি মারা যাইনি। পরে জ্ঞান ফিরে দেখলাম, কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক আমকে হাত পা-বাঁধা অবস্থায় একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে রেখেছে। আমার মুখের মধ্যে একটা কটু বিস্বাদ। সারা মাথা ঝিমঝিম করছে ভীষণ।'

দম নেবার জন্য বিডি অল্প থামল। ওর দুচোখে উত্তেজনার আলো। 'কিন্তু অ্যালবার্ট, একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব রহস্যময় ঠেকছে। আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারা কেউ-ই আসল লোক নয়। এরা সম্পূর্ণ অন্য একটা দল। খুব সম্ভব মি. লোবেটকে ওরা চুরি করেনি। ওদের বিশ্বাস, বিচারপতি এখন কোথায় আছেন সে-খবর আমার জানা। সেই সম্পর্কেই ওরা নানাভাবে জেরা করছিল আমাকে। অথচ সত্য-ই যে এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না—এই সহজ সত্যটা ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না। এমনকি শেষ পর্যন্ত ওরা আমার ওপর দৈহিক অত্যাচারও শুরু করে দিয়েছিল।

'কিন্তু তুই যে লোবেটের খবর রাখিস, এমন একটা ধারণাই বা ওদের মনে উদয় হল কেন?' জিলের গলায় সন্দেহের ছোঁয়া। 'মি. ন্যাপ ফোনে আড়ি পেতে জেনেছেন, তুই নাকি পোস্ট অফিস থেকে কী একটা পার্সেল পাঠিয়েছিলি? তাই নিয়েই এত হৈচৈ!'

'পার্সেল?' বিডির দুচোখে বিস্ময়। 'কই না! আমি তো কোনো পার্সেল ডাকে দেয়নি। তাছাড়া মি. কেটলও আমার হাতের লেখার সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত। তিনি নিশ্চয় এমন ভুল করে বসবেন না!'

'তুই কি সম্প্রতি কাউকে কিছু লিখে দিয়েছিলি?' চিন্তামগ্ন কণ্ঠে জিল প্রশ্ন করল। 'কিংবা কেউ তোর হাতের লেখা নকল করে—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' কয়েক মুহূর্ত ভাবনার পর বিডি জবাব দিল। 'দিন কয়েক আগে জর্জ এক টুকরো সাদা কাগজের ওপর আমাকে দিয়ে একটা নাম-

BanglaBook.org

ঠিকানা লিখিয়ে নিয়েছিল। কারণ ও নিজে নিরক্ষর। কিন্তু সেটা যেকোনো পার্সেলের রেবেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সে-বিষয়ে আমার নিজের কোনো ধারণা ছিল না।'

ক্যাম্পিয়নও এ খবরে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'ঠিকানাটা কি তোমার মনে আছে?'

'আছে,' বিডি মাথা নাড়ল। 'মিসেস প্রিটন, কনভে দ্বীপ। বুড়া জর্জের একমাত্র মেয়ে। এক গ্যারেজ মালিককে বিয়ে করে কনভে দ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এর আগেও ও মেয়ের কাছে মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র পাঠিয়েছে। আমাকেই মুসাবিদা করে দিতে হয়েছে। তাই ঠিকানাটা আমার মুখস্থ। এবারে জর্জ বলেছিল, জামাইয়ের এক বন্ধুর হাত দিয়ে ও মেয়েকে কিছু হাতে-তৈরি কেক পাঠাচ্ছে। অনেক যত্ন করে তৈরি করেছিল কেকগুলো।'

'কেক পাঠাবার উপযুক্ত সময়ই বটে!' মৃদুমন্দ ঘাড় দোলাল ক্যাম্পিয়ন।

'মনে হচ্ছে জর্জ কোথা থেকে এই পোশাকগুলো খুঁজে পেয়েছিল,' মন্তব্য করল জিল, 'তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে মেয়ের কাছে পাচার করে দিচ্ছিল। ঘটনাটা নিশ্চয় এইরকম কিছু হবে। এবং ওর এই রহস্যময় আচরণের জন্যও দস্তুরমতো কৈফিয়ত দিতে হবে ওকে।'

'তবে মি. কেটল তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পার্সেলটা কে পাঠাচ্ছে এটা অন্তত জানা উচিত।' মার্লোর কণ্ঠে সংশয়ের সুর। 'জর্জ নিশ্চয় নিজেই পার্সেলটা নিয়ে পোস্ট অফিসে হাজির হয়েছিল!'

'আমাদের জমিদার বাড়ির বা ডাওয়ার হাউসের সব চিঠিপত্র জর্জই ডাকে দিয়ে আসে। তাই কেটল-এর পক্ষে ভুল করাটা খুব অস্বাভাবিক নয়।'

'মনে হয় এটাই সম্ভাব্য কারণ,' ক্যাম্পিয়ন সায় দিল। তারপর মূল প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'তোমার কাহিনিটা কি, বিডি? কতক্ষণ ধরে ওরা তোমাকে জেরা করল? কী ধরনের প্রশ্ন করেছিল তোমায়?'

'এখন মনে হচ্ছে যেন এক যুগ!' বিডির দুচোখে আবার সন্ত্রাসের ছায়া ফুটে উঠল। 'আসলে সময় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। সারক্ষণই এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। বিশেষ করে ওই চীনেটাই আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া শারীরিক দিক থেকেও আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞানও হারিয়ে ফেলছিলাম মাঝে মাঝে। ঠিকমতো জেরার জবাব না দিতে পারায় দু-চারবার জ্বলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকা দিল গায়ে। ওদের তখনকার মূর্তিটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আমার বিশ্বাস, এই মুহূর্তে লোবেটকে ধরতে পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এতদিন মৃত্যুর সঙ্গেই খেলা করছেন বিচারপতি লোবেট। ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সত্যি দুরূহ।'

BanglaBook.org

একটু থেমে বিডি একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। 'আমার কাছ থেকে ওরা অবশ্য বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। কারণ এ ব্যাপারে আমার নিজেরই কিছু জানা নেই। একপক্ষে সেটা খুব ভালো হয়েছে। সত্যিই যদি আমার কিছু জানা থাকত, তাহলে সেটা হয়তো ফাঁস করে দিতে বাধ্য হতাম শেষ পর্যন্ত। কারণ ওরা মানুষকে এমনভাবে আতঙ্কিত করে তোলে যে তখন আর স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা বজায় থাকে না। তুমি বোধহয় আমার বক্তব্যটা পুরোপুরি বুঝতে পারবে অ্যালবার্ট!'

'তোমাকে ভুল বোঝবার কোনো অবকাশ নেই।' আগে বাড়িয়ে বিডিকে সমর্থন করল মার্লো। 'তাহলে মি ক্যাম্পিয়ন, এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানা যাক। তা না-হলে বিডি হয়তো অনাবশ্যক অস্বস্তি বোধ করবে।'

জিল সম্ভবত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লুগ আর এক প্রস্থ কফির সাজসরঞ্জাম হাতে নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। আজ ভোরের একটা খবরের কাগজ ও ট্রের উপর রাখা ছিল। মিনিট দুয়েক আগে পিয়ন এসে সেটা ফেলে দিয়ে গেছে।

ধূমায়িত কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে চিরাচরিত অভ্যাসমতো কাগজটাকেও কোলের উপর টেনে নিল ক্যাম্পিয়ন, কিন্তু এখন একটা মানসিক উত্তেজনার মুহূর্তে সাধের দৈনিক পত্রিকাটাও বিস্বাদ ঠেকল তার কাছে। প্রথম পাতার বড় বড় হেডিংগুলোর উপর একপলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার সেটা ভাঁজ করে রেখে দিল সামনের টেবিলে। এবারে মার্লোই তুলে নিল পত্রিকাটা। ভিতরের পাতায় হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়তেই ও চমকে উঠল।

'আরে! অবিকল আমার বাবার মতো দেখতে!'

ক্যাম্পিয়নও সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মার্লোর পাশে দাঁড়াল। 'কই দেখি!' প্রায় টান মেরেই কাগজটা ছিনিয়ে নিল ওর হাত থেকে। মাঝের পাতার নিচের দিকে এক জনবহুল রাস্তার ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে একজনের চেহারা অবিকল মি. লোবেটের মতো। ছবিটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে সেটা অবশ্য তেমন চিত্তাকর্ষক নয়।—বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডিপ্লোডাস যখন সাফোকের কোনো-এক অঞ্চলে প্রাচীন মুদ্রার সন্ধানে খননকার্য পরিচালনা করছিলেন, তখন দূরপাল্লার ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের ফটোগ্রাফার এই ছবিটি ধরে রাখে। সরকারি সাহায্যে খননকার্য পরিচালনা হলেও আবিষ্কৃত তথ্যাবলি এখনও সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হয়েছে।

জিলও কৌতূহল দমন করতে না পেরে ক্যাম্পিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবিটা।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, হুবহু একই রকম দেখতে!' ওর কণ্ঠেও বিস্ময়ের ছোঁয়া।

'একই রকম মানে কী!' যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করল ক্যাম্পিয়ন। 'ইনিই হচ্ছেন বিচারপতি লোবেট। আমিই তাকে সবার অলক্ষ্যে সাফোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে গেল।

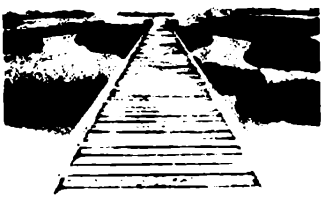

ক্যাম্পিয়নের এই অভাবিত ঘোষণার কয়েকমুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। কারো মুখে কোনো শব্দ পর্যন্ত নেই । অবশেষে স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে সোফিয়াই প্রথম বাকশক্তি ফিরে পেল। 'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন মি. ক্যাম্পিয়ন।'

'হ্যাঁ, এখন আমি তার প্রয়োজন অনুভব করছি।' ক্যাম্পিয়ন মাথা নাড়ল। 'এবং তারপর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ এই পত্রিকাটির বিক্রি দৈনিক প্রায় বিশ লক্ষ কপি। ইতিমধ্যে আরও অনেকেরই নিশ্চয় এই ছবিটার দিকে নজর পড়বে।'

সকলেই এখন ক্যাম্পিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অল্প বিরতির পর আবার শুরু করল ক্যাম্পিয়ন। 'বিগত কয়েক দিন ধরে তোমাদের মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছিলাম বলে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না। আমি যে তোমাদের বিশ্বাস করি না, তা নয়। তবে আমি চেয়েছিলাম তোমরা তোমাদের নিজস্ব ভূমিকাটুকু যথাযথ পালন করে যাবে। সেখানে কোনোরকম বিচ্যুতি ঘটলে সমস্ত আয়োজনটাই পণ্ড হয়ে যেত। সেই জন্য প্রকৃত ঘটনাটা তোমাদের জানতে দিতে চাইনি। তোমরা যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করো লোবেট রহস্যময়ভাবে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাহলে তোমাদের আচার-আচরণের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বাইরের পাঁচজনও সহজে কথাটা বিশ্বাস করে নেবে।'

'কিন্তু, কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই তো মি. লোবেট হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন!' বিডির গলায় প্রতিবাদের সুর। 'এবং তুমিও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলে!'

BanglaBook.org

'পরিকল্পনাটা আমারই,' ক্যাম্পিয়ন মুচকি হাসল, 'তবে তার মধ্যে জর্জ এবং বিচারপতি লোবেটেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জর্জই তাকে সমুদ্রপথে মিস্ট্রি মাইলের বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

'সেদিন সন্ধ্যায় ডাচেটের আকস্মিক আবির্ভাব, ও তার অল্প পরেই রেভারেন্ড কাশের রহস্যজনক আত্মহত্যা—এই দুই ঘটনার মধ্যে যে নিগূঢ় সংযোগ আছে, সেটা আমি প্রথম থেকেই অনুমান করে নিয়েছিলাম। এমনকি গোড়ায় ভেবেছিলাম স্বয়ং সিমিস্টারই হয়তো ড্যাচেটের ছদ্মবেশে মিস্ট্রি মাইলে এসে হানা দিয়েছে। সে-কারণে যত শিগগির সম্ভব আমি মি. লোবেটকে সকলের অজ্ঞাতে অন্য কোনো গোপন স্থানে পাচার করে দিতে চাইলাম। লোবেটও আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। তিনি অবশ্য নিজের প্রাণহানির আশঙ্কায় আমার কথায় রাজি হননি, এর ভেতরের অ্যাডভেঞ্চারটুকুই তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।'

'কিন্তু সেন্ট সুইদিন হঠাৎ করে এমন একটা চরম পথ বেছে নিলেন কেন?' আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন করল জিল। 'এই ঘটনার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথায়?'

'প্রথমে ডাচেটকেই আমি ছদ্মবেশী সিমিস্টার ভেবে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম আসলে সে একজন প্রথম শ্রেণির ব্ল্যাকমেলার। এই প্রকৃতির অসচ্চরিত্র লোকের সাহায্যেই সিমিস্টার নিজে অলক্ষে থেকে কাজ হাসিল করে। ডাচেটকেও ও অর্থের বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল। সেন্ট সুইদিনের জীবনের কোনো গুপ্ত ঘটনার কথা নিশ্চয় ডাচেট জানত। সেই জোরেই ও সেদিন সন্ধ্যায় তাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল। ও হয়তো লোবেটকে সিমিস্টারের লোকের হাতে তুলে দেবার জন্য প্ররোচিত করেছিল সেন্ট সুইদিনকে। এবং তার এ প্রস্তাবে রাজি না হলে শ্রদ্ধেয় রেভারেন্ডের গোপন কথা ফাঁস করে দেবে বলেও ভয় দেখাতে পারে। আমার বিশ্বাস, নিজের মান-সম্মান রক্ষা করবার অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে আতত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।'

'কিন্তু এতখানি ভয় পাওয়ার মতো তার জীবনে কী এমন থাকতে পারে, আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না।' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল বিডি।

'তোমার এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব এখনও আমি খুঁজে পাইনি।' ক্যাম্পিয়নের গলার স্বর শান্ত, নির্লিপ্ত। 'তবে এই রহস্য ভেদ করতে গেলে স্বর্গত রেভারেন্ডের সর্বশেষ চিঠিটার ওপরই আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। বস্তুগত দিক থেকেও এই চিঠির মূল্য অনেকখানি। এর মধ্যেই তার শেষ মুহূর্তের মানসিক চিন্তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন রয়েছে। অবশ্য এখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে যাননি, শুধু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্লিক ওয়াটসে নামের উল্লেখ

BanglaBook.org

করেছেন। আর আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন একটি লাল রঙের দাবার ঘুঁটি, যার মাথায় একটা ঘোড়ার মুখ বসানো,' ক্যাম্পিয়নের দুচোখের দৃষ্টি একবার সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। 'তাছাড়া ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি আমাদের বিপদ থেকে সতর্ক থাকার কথাও বলে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ডাচেট-ই যে মূর্তিমান বিপদ, বুঝে নিতে সময় লাগে না—এ কথা মনে রেখেই আমি গোপনে অর্লিক ওয়াটসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ভদ্রলোক সাফোকের এক পল্লি-অঞ্চলের ধর্মযাজক। তার সঙ্গে আলাপ করে জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। এমন মানুষ বাস্তব পৃথিবীতে সচরাচর দেখা যায় না। মনে হয় ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতা থেকে এক জ্যোর্তিময় পুরুষ বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তার চারপাশে এক শুচিশুভ্র পরিবেশ। বয়সও হয়েছে অনেক। আশপাশের সকলেই তাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করে। বহুক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল। রেভারেন্ড কাশ মাঝেমধ্যে সেখানে যেতেন, কিন্তু তিনি তার আসল সমস্যার কথা কোনোদিন এই বন্ধুর কাছেও খুলে বলেননি। অর্লিন অবশ্য দাবার ঘুঁটির রহস্যভেদে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। মি. নাইট নামে এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ধর্মযাজকের পাশের বাড়িতেই থাকেন। তিনি সুইদিন কাশ এবং অর্লিন ওয়াটস—দুজনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাবেক আমলের বহু ঘটনাও ভদ্রলোকের নখদর্পণে। গল্পাবাজ হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। রেভারেন্ড কাশ আমাকে যে দাবার ঘুঁটিটা দিয়ে গিয়েছিলেন তার মাথায় একটা ঘোড়ার মুখ বসানো ছিল। এই বিশেষ ঘুঁটির নাম—নাইট। দাবার ওই ঘুঁটিটার সাহায্যে রেভারেন্ড যে এই ভদ্রলোককেই বোঝাতে চেয়েছিলেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সাফোকের ওই অঞ্চলটাও খুব নির্জন। রেভারেন্ড সম্ভবত ভেবেছিলেন আত্মগোপন করে থাকবার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কারো নামোল্লেখ না করে এইভাবেই সেদিন তিনি আমাদের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন।

'অর্লিক ওয়াটসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি মি. নাইটের সঙ্গেও দেখা করি। তিনি আমাকে রীতিমতো সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেন। বিচারপতি লোবেটকেও তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে রাজি হন।'

'তাহলে এই রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারটা আগাগোড়া আপনার পূর্ব-পরিকল্পিত!' মার্লো যেন তখনও নিজের কান দুটোকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

'হ্যাঁ, এবং এ ব্যাপারে শুধু জর্জ বা তার ভাই হেনরি নয়—এই বৃদ্ধ ধর্মযাজকও আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। যার অবদান সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য, তিনি হচ্ছেন মি. নাইট স্বয়ং। তার আন্তরিক সমর্থন না

BanglaBook.org

থাকলে আমার এই পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।' মার্লোর দিকে তাকিয়েই জবাব দিলেন ক্যাম্পিয়ন। 'তুমি হয়তো জানো না, গোলকধাঁধার দক্ষিণে যেসব ক্ষেত-খামার আছে, তার পেছন দিক থেকে লম্বা একটা সুড়ঙ্গ সোজাসোজি সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছেছে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনামতো জর্জ আগে থেকেই ওই গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে বসে ছিল। লোবেট সেখানে হাজির হওয়ামাত্র জর্জ তাকে নিয়ে সেই ফোকর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, তারপর সুযোগ বুঝে গমক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকে সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত পৌঁছতে ওদের কোনো অসুবিধা হয়নি। লোবেটের কাছে জোরালো টর্চ ছিল। তার আলোতেই তিনি অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হন। সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে বহুদিনের পরিত্যক্ত একটা জীর্ণ কুঁড়েঘর আছে। কে বা কারা সেটা তৈরি করেছিল তার কোনো ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই কুঁড়েঘরের মধ্যেই সেদিন লোবেট তার পোশাক পালটাল। অদূরে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছিল হেনরি। আগে থেকেই সব হিসেব কষে ঠিক করা ছিল। জর্জ যখন লোবেটকে নিয়ে সেখানে পৌঁছাল তখন ভরা জোয়ার। হেনরিও আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে নৌকো ছেড়ে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট এক জায়গায় গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন ওয়াটস। লোবেট সেখানে পৌঁছনোমাত্র তিনি তাকে নিয়ে সাফোকের দিকে যাত্রা করেন। হেনরি ফিরে এসে অ্যাডলপেটের গলায় ওই চিঠিটা বেঁধে দিয়েছিল। মতলবটা অবশ্য লোবেটেরই।'

জিলের সংশয় তবু কিছুতেই দূর হতে চায় না। 'হেনরি ওই বিপদসঙ্কুল খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে মি. লোবেটকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিল? ওখানে প্রতিদিনই ধস নামে। সমুদ্র ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছে জমি। আনাচে-কানাচে ফাঁদ পাতা আছে চোরাকাদা আর চোরাবালির। তার কবলে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।'

ক্যাম্পিয়ন বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে জিলের হাবভাব লক্ষ করেছিল। 'জর্জ বা হেনরি—কাউকেই আমি এতটুকু ভয় পেতে দেখিনি। তাছাড়া নিজের দায়িত্বটুকু ওরা ঠিক সুষ্ঠুভাবেই পালন করে গেছে। বিচারপতি লোবেটেরও পথে কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি। শুধু জর্জই শেষ কালে একটু গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে। কথা ছিল, লোবেটের পরিত্যক্ত পোশাক-আশাক ও পুড়িয়ে ফেলবে। ছাইগুলো সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু দামি স্যুট দেখে ও আর লোভ সামলাতে পারেনি। ভাবল, এগুলো পুড়িয়ে না ফেলে গোপনে ওর জামাইয়ের কাছে পাচার করে দেবে। সে বেচারি তবু পরতে পারবে দু-চার দিন। সেই উদ্দেশ্যেই বিডির কাছ থেকে একটা সাদা কাগজে ওর মেয়ের নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

'কেটল সেই পার্সেল খুলে দেখেছিলেন?' প্রশ্ন করল মার্লো।

BanglaBook.org

ক্যাম্পিয়ন মাথা নেড়ে সায় দিল। 'হ্যাঁ, আমাদের তরফ থেকে যা কিছু ডাকে দেওয়া হত সবই ও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত। সেই রকমই নির্দেশ ছিল তার ওপর। বিডি ও জিলের যা কিছু চিঠিপত্র জর্জই কেটল-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনত। মূলত জর্জ-ই ছিল ডাকঘরের সঙ্গে ওদের প্রধান যোগসূত্র। তাতে প্রেরক হিসেবে জর্জের নাম থাকলেও কেটল সেটা খুলে দেখতে দ্বিধা করেনি। জর্জের সামান্য একটু ভুলের জন্যই বিডির ওপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল।'

'তাহলে আমাদের এখন কর্তব্যটা কী? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জিলই প্রথম সচেতন হয়ে উঠল। 'তবে একটা কথা, মেয়েরা কিন্তু কিছুতেই এর মধ্যে মাথা গলাতে পারবে না।'

'অবশ্যই!' ক্যাম্পিয়নও মাথা নাড়ল জোরে জোরে। যাদের উদ্দেশ্য করে বলা, সেই মেয়েরাও কেউ কোনো প্রতিবাদ জানাল না। ওরা দুজনেই যে এখন অসম্ভব ক্লান্ত, সেটা ওদের মুখের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। 'আমরা এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাফোকের দিকে রওনা হব।' ঘড়ির ওপর চোখ পড়তেই ক্যাম্পিয়ন বলল, 'কারণ ইতিমধ্যে আরও অনেকেরই ছবিটার দিকে নজর পড়বে। তার মধ্যে ঠক জুয়াচোরের সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। তারা জানে বিচারপতি লোবেটের হদিস দিতে পারলে সিমিস্টারের কাছ থেকে মোটা রকমের বকশিশ মিলবে। তবে আর বিশেষ সময় নষ্ট না করলে তারা কোনো তোড়জোড় শুরু করবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

ঠিক হল বিডিও সোফিয়া আপাতত ক্যাম্পিয়নের এই ফ্ল্যাটেই থাকবে। লুগ সারাক্ষণ নজর রাখবে ওদের উপর। জিল আর মার্লো যাবে ক্যাম্পিয়নের সঙ্গে। ওদের ফিরে আসতে দিন দুয়েকের মতো সময় লাগতে পারে। এবং ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত বিডি বা সোফিয়া কেউই যেন কোনো কারণে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে না বেরোয়।

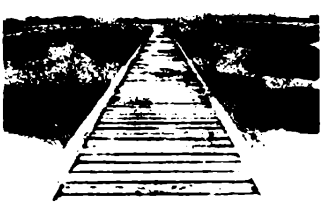

ওরা যখন যাত্রা শুরু করল, ভালো করে ভোর হয়নি তখনও। শহরের পথঘাট ফাঁকা। এসেক্সের মধ্যে দিয়ে সাফোকের দিকে ছুটে গেল ওদের গাড়ি। রাস্তাটা অল্প নয়। টানা মোটরেই প্রায় ঘণ্টা চারেকের পথ। চালকের আসনে ক্যাম্পিয়ন

BanglaBook.org

স্বয়ং। পিছনের সিটে জিল ও মার্লো। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। ক্যাম্পিয়নের দু-হাতের মুঠোয় শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরা, দু'চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে সামনের দিকে নিবদ্ধ।

ওরা যখন সাফোকে এসে পৌঁছল তখন সকাল আটটা। স্থানীয় গির্জার পাশেই ধর্মযাজক অর্লিক ওয়াটসের বাসভবন। ঠিক তার বিপরীত দিকে অনেকখানি এলাকা নিয়ে মি. নাইটের বাগানবাড়ি। চারধার উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মূল বাড়িটা বাগানের ঠিক মাঝ-বরাবর। প্রধান ফটক পেরিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর তবেই তার নাগাল পাওয়া যায়। বন্ধ ফটকের সামনেই একজন সশস্ত্র প্রহরীকে খাড়া অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। তবে ক্যাম্পিয়ন তার পূর্বপরিচিত। তাই চালকের আসনে ক্যাম্পিয়নকে দেখেই সসম্ভ্রমে গেট খুলে সরে দাঁড়াল ও।

জিল ও মার্লোর সঙ্গে গৃহস্বামীর পরিচয় করিয়ে দিল ক্যাম্পিয়ন। তিনি তাদের রীতিমতো আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তবে ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনোরকম কৌতূহল দেখালেন না। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর তিনি একজন পুরনো ভৃত্যকে ডেকে তিনজনকে লোবেটের ঘরে পৌঁছে দিতে বললেন।

সবেমাত্র প্রাতরাশ সেরে দৈনিক পত্রিকাগুলোর উপর নজর বুলিয়ে নিচ্ছিলেন মি. লোবেট, এমন সময় সদলবলে ওদের আবির্ভাবে দস্তুরমতো পুলকিত হয়ে উঠলেন মনে মনে। বিশেষ করে মার্লোকে দেখে তার খুশি আরও বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে মেয়ের কথাও মনে পড়ল।

'সোফিয়া আর মিস প্যাগেট নিরাপদে আছে তো?' মার্লোর দিকে তাকিয়েই ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে বাবাকে ভরসা দিল মার্লো। 'তবে বিডির ওপর দিয়ে মারাত্মক একটা ঝড় বয়ে গেছে ইতিমধ্যে' অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে বেচারি। ঘটনাও খুব দ্রুত তালে ঘটে চলেছে।

'আমি কিন্তু আর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারব না, মি. ক্যাম্পিয়ন,' মার্লোকে থামিয়ে দিয়ে লোবেট এবার ক্যাম্পিয়নের দিকে চোখ খুলে তাকালেন, 'এ বিষয়ে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আমার জন্য অন্য-কেউ বিপদে পড়ুক, তা আমি আর কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারব না। দুর্ঘটনা যেন আমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ প্রতিবার আমাকেই এড়িয়ে যাচ্ছে অদ্ভুতভাবে, বাস্তব ফল ভোগ করছে অন্য কেউ। যারা আমার আশেপাশে থাকে, তাদের ঘাড়েই বিপদ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ভয়ে ইদানীং আমি প্রাণপণে অপরের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ভেবে দেখলাম লুকিয়ে বসে

BanglaBook.org

থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়, তাতে আসল সমস্যারও লেশমাত্র সুরাহা হবে না। শত্রু যদি সোজাসুজি আমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তার মোকাবেলা করার একটা অন্তত সুযোগ পাওয়া যাবে।

ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়েই বক্তব্য শেষ করলেন লোবেট। তার কথার সুরে একটা প্রশ্নের আভাসও ছিল। কিন্তু ক্যাম্পিয়ন কোনো উত্তর দেবার আগেই জিল দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানাল। 'অ্যালবার্ট এই ব্যাপারে যখন আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে, তখন তার পরামর্শ ছাড়া আপনার পক্ষে নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না মি. লোবেট। আমরা প্রত্যেকেই ওর নির্দেশ মেনে চলছি।'

মার্লোও মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল জিলকে। 'আমারও তাই বক্তব্য।—তাছাড়া আমরা সকলেই এখন এর মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছি। এবং এর শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে চাই।'

একক্ষণে ক্যাম্পিয়ন মুখ খুলল। 'পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এ যাবৎ যা ঘটে গেছে তার কার্যকারণগুলো একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। সেই সঙ্গে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যে কতখানি পৌঁছতে পেরেছি, সে-বিষয়টাও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে আসবে।

কথার ফাঁকে ক্যাম্পিয়ন এক পলক লোবেটের দিকে ফিরে তাকাল, লোবেটও ঘাড় দুলিয়ে ক্যাম্পিয়নের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ক্যাম্পিয়ন বক্তৃতা দেবার সুরে বলে চলল, 'আমাদের এই দুরূহ রহস্যের প্রধান নায়ক বহু পরিচিত একটি নাম—সিমিস্টার। নামটা আমাদের পরিচিত হলেও এই নামের আড়ালে যে মহাপ্রভু আত্মগোপন করে আছে, তার কোনো হদিস আমরা জানি না। শুধু জানি অজ্ঞাতকুলশীল সেই মহাপ্রভু মরিয়া হয়ে বিচারপতি লোবেটের পিছু লেগে আছে। তার কারণ, মহাপ্রভুর ধারণা মি. লোবেটের কাছে এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ রয়ে গেছে যার সাহায্যে সেই রহস্যময় মহাপুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব । কিন্তু এই তথ্য-প্রমাণটা ঠিক কী ধরনের সে-বিষয়ে সিমিস্টারের নিজের কোনো ধারণা নেই। এমনকি স্বয়ং লোবেটও যে ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন, এটাও ওর জানা। তাই সিমিস্টার এমন এক উপায় উদ্ভাবন করল, যাতে আপনি ভয় পেয়ে এ পথ পরিত্যাগ করেন, অথবা এ বিষয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হন। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ হাতের মুঠোয় না নিয়ে সিমিস্টারের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বোকামি। সিমিস্টার সে-কথা জানে বলেই আপনাকে সেই ভুল পথে প্ররোচিত করতে চাইছে।'

'মার্লো লোবেট যখন এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়, তখন আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মি. ক্রাউডি লোবেটকে দিন কয়েকের

BanglaBook.org

জন্য মিস্ট্রি মাইলে এনে রাখবার ব্যবস্থা করি। ভেবেছিলাম কাজটা হয়তো সঙ্গোপনেই সমাধা করতে পারব, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যে সফল হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। মি. লোবেট মিস্ট্রি মাইলে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তার আবির্ভাবের খবর টের পেয়ে গেল। আর তার ধাক্কাটা গিয়ে পড়ল সেন্ট সুইদিনের ওপর। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল তাকে। তবে কীভাবে তাকে ওরা ফাঁদে ফেলেছিল সে-রহস্য আমরা এখনও ভেদ করতে পারিনি।'

বৃদ্ধ লোবেট বিষণ্ন চিত্তে মাথা দোলালেন ধীরে ধীরে। জিল ও মার্লোর মুখেও শোকের ছায়া পড়ল। ক্যাম্পিয়ন নিজের কথার জের টেনে বলে চলল, 'অনেকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যখন সিমিস্টারের হদিস পাওয়া সম্ভব হল না, তখন গোপনে বিচারপতি লোবেটের সঙ্গে যুক্তি করে আমি একটা ফন্দি আঁটলাম। ভাবলাম, সকলের মাঝখান থেকে তাকে যদি কোনোরকমে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়, তবে সিমিস্টার হয়তো বিচারপতির খোঁজ পাবার জন্য নিজের গণ্ডির বাইরে পা রাখতে পারে। সেই কারণেই এত সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন। কিন্তু এতেও কোনো লাভ হল না, উলটো বিডিকেই বেশ খানিকটা ঝামেলা পোহাতে হল মাঝখান থেকে।

'প্রথমে আমি সন্দেহ করেছিলাম, ড্যাচটই হয়তো সেই বহু বঞ্চিত সিমিস্টার। পরে দেখলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আরও অনেকের মতো ও, ও সিমিস্টারের একজন ভাড়াটে সৈনিক মাত্র।'

'তাহলে কি আপনার ধারণা সিমিস্টার একাই নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনে এসে হাজির হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন মি. লোবেট।

'পুরোপুরি নিঃসংশয় না হলেও এখনও পর্যন্ত সেই রকমই আমার বিশ্বাস। এখানে যে ওর ডান হাত হিসেবে কাজ করছে, সে হল ডাচেট।'

'কিন্তু আমাদের পরবর্তী কর্তব্য কী?' মার্লো জানতে চাইল।

অল্প ইতস্তত করল ক্যাম্পিয়ন। তারপর লোবেটের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এইমাত্র আপনি যা বললেন, আপাতত আমারও তাই অভিপ্রায়। আমি আপনাকে আবার মিস্ট্রি মাইলের পুরনো পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। কারণ মিস্ট্রি মাইলই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব এলাকা। ওখানে সে অন্তত প্রকাশ্য দিবালোকে সদলবলে হানা দিতে পারবে না। তাকে আসতে হলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসতে হবে। তার ফলে ওর একা আসার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের পক্ষে সেটা মস্ত একটা সুযোগ। আমার মনে হয়, এটুকু ঝুঁকি সে নিবে। এবং সেই সুবর্ণ সুযোগটুকুরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। তবে আমাদের এগোতে হবে খুবই সন্তর্পনে। আমরা একা আছি জানতে পারলে তবেই ও আমাদের আক্রমণ করবে। আর আমাদেরই সে-আক্রমণের

BanglaBook.org

মোকাবিলা করতে হবে। হয় ও ধ্বংস হয়ে যাবে, না-হয় আমরা। তাছাড়া ঘটনাবলীও অস্বাভাবিক দ্রুতলয়ে ঘটতে শুরু করবে, তাদের প্রকৃতিও হবে রীতিমতো রোমাঞ্চকর। এখন বলুন, এ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?'

লোবেটের দুচোখে রোমাঞ্চকর উত্তেজনার লোভে চকচক করে উঠল। 'আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম!'

'হ্যাঁ, আমরাও পুরোপুরি তৈরি।' জিল ও মার্লো একই সঙ্গে সমর্থন জানাল ক্যাম্পিয়কে।

ক্যাম্পিয়ন হতাশ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল। 'তোমাদের দুজনের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। এখানে আমরা বলতে শুধু মি. লোবেট আর আমি নিজে এটাই বোঝাতে চেয়েছি। এ যাত্রায় তৃতীয় কেউ নিষিদ্ধ।'

কিন্তু আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াটা ভুল হবে।' জিলের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। 'কারণ আমাদের এই গ্রামটাকে আমি যত ভালো করে জানি, আর কেউ-ই তা জানে না। তাছাড়া নিজের অধিকারেই আমি সেখানে যেতে পারি। সেটা আমার পৈতৃক বাসস্থান, আমার জন্মভূমি।'

'আমিও এত বড় একটা বিপদের মুখে বাবাকে এভাবে ঠেলে দিতে পারি না। তবে এর মধ্যে মেয়েদের জড়ানো উচিত নয়। ওরা লুগের তত্ত্বাবধানে আপাতত দিনকতক না-হয় মি. ক্যাম্পিয়নের ফ্ল্যাটেই বাস করুক।'

মার্লোর কথার মাঝখানেই গৃহস্বামীর খানসামা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। তার হাতে একটা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটা ক্যাম্পিয়নের নামে হলেও ঠিকানাটা মি. নাইটের। খামের উপর 'বিশেষ জরুরি সিল মারা। ক্যাম্পিয়নই খামের মুখ ছিঁড়ে তারটা সকলকে পড়ে শোনাল।'

—মিস্ট্রি মাইলে ফিরে যাচ্ছি। তোমরাও চিঠি পাওয়ামাত্র চলে আসবে। গুরুতর কারণ ঘটেছে। বিডি ও সোফিয়া।

'তাহলে!' জিলের কণ্ঠে গভীর উদ্বেগের ছোঁয়া।

'অদৃশ্য নিয়তিই আমাদের ভাগ্যকে বেঁধে দিয়েছে!' অসহায় ভঙ্গিতে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন লোবেট। 'এখন আর আমাদের কিছু করণীয় নেই।'

'কিন্তু মার্লো, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না।' ক্যাম্পিয়নের গলায় স্পষ্টতই নির্দেশের সুর। 'আমরা এখান থেকে সোজা মিস্ট্রি মাইলের পথ ধরব। আমার এই ইন্সপেক্টর বন্ধুর নামে একটা চিঠিও আমি তোমার হাতে দিয়ে দেব। আগামীকাল ভোরে আমার এই বন্ধুই তোমাকে মিস্ট্রি মাইলে নিয়ে যাবে। সেই রকমই নির্দেশ দেওয়া থাকবে তাতে।'

BanglaBook.org

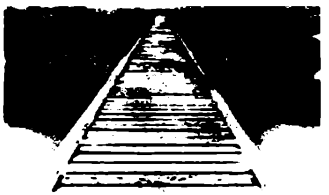

ক্যাম্পিয়নের ধূসর রঙের বেন্টলে গাড়িটা ধীর, সর্পিল গতিতে মিস্ট্রি মাইলের দিকে ছুটে চলেছে। এদিককার পথঘাট সবই ক্যাম্পিয়নের পরিচিত। স্ট্রাউডের পথ ধরে মিস্ট্রি মাইলের কাছাকাছি পৌঁছাবার পর সমুদ্রের হিমেল গন্ধও সকলের নাকে এসে লাগল। আজকের এই রাত্রিটা যেন বড় বেশি অন্ধকার। আবহাওয়াটা থমথমে বজ্রগর্ভ। এতক্ষণ ধরে অস্বস্তির যে ছায়াটা বুকের মধ্যে এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল সেটা যেন আরও ঘন, আরও জমাট হয়ে এলো।

পিছনের আসনে লোবেটও একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর অল্প কেশে ক্যাম্পিয়নকে বললেন, 'শুধু মার্লো আর সোফিয়ার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমি এতদিন আপনার কাছে সব কথা খুলে বলতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর বেশি দেরি করা উচিত হবে না।—'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।' ক্যাম্পিয়ন চালকের আসনে বসেই ধীরে ধীরে মাথা দোলাল, 'আমি নিজে থেকেই এ বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম।'

লোবেট সামান্য ইতস্তত করলেন। কোথা থেকে কীভাবে শুরু করবেন, বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। অবশেষে বললেন, 'আমাগোড়া সবটা শোনবার পর আপনি বুঝতে পারবেন, আমার সমস্যাটা কত গভীর। যত দিন আমি বিচারপতি ছিলাম, ততদিন সিমিস্টারের এই কুখ্যাত দলটার ওপরই আমার প্রধান লক্ষ ছিল। মাঝেমধ্যে এই দলের দু-চারটে চুনোপুঁটি বা কৃচিৎ-কখনও দু-একটা রুই-কাতলা হয়তো পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাদের যে-ক'টাকে আমি হাতে পেয়েছি, রীতিমতো কঠিন সাজাই দিয়েছি। বিশেষ করে এই দলটার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কথা সর্বসাধারণের অজ্ঞাত নয়। তবে সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, এদের কারো কাছ থেকেই আসল সিমিস্টারের হদিস পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আসল সিমিস্টারকে তার দলেরও কেউ চেনে না। সকলের মধ্যে থেকেও সে চিররহস্যময় ও অদৃশ্য থেকে গেছে।'

কয়েক সেকেন্ড থেমে দম নিয়ে নিলেন লোবেট। 'সেই কারণে আমার আন্তরিক অভিলাষও অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। আমি শুধু ওদের খানিকটা বিরক্ত

BanglaBook.org

করতে পেরেছিলাম মাত্র, প্রকৃত কোনো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াইনি। কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে এমন একটা সূত্রের সন্ধান পেলাম যার সাহায্যে হয়তো সিমিস্টারের রহস্য ভেদ করা সম্ভব। বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেবার বেশ কয়েক বছর পরের কথা। এক সন্ধ্যায় মৃত্যুপথযাত্রী এক কয়েদি আমার খোঁজ করল। সে নাকি গোপনে আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা কলতে চায়। খবর পাওয়ামাত্র আমি জেল হাসপাতালে গিয়ে সেই কয়েদীর সঙ্গে দেখা করলাম। আমার ব্যস্ততার কারণ, আমিই এই কয়েদিটিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলাম। এর নাম কুলসন। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুলসন সিমিস্টারের দলের একজন চাঁই। বড় ধরনের না হোক, মাঝারি ধরনের তো বটেই । কিন্তু তার পেট থেকে তখনও পর্যন্ত কোনো কথা বের করা যায়নি। মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও তিনজন পুলিশ কর্মচারীকে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল ওর। এর দিন কয়েক পরেই ওর ক্যানসার হয়, তখন থেকে জেল হাসপাতালেই ছিল।'

'আমার সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন ওর একবারে শেষ অবস্থা। হাসপাতালের অপরিসর একটা কেবিনেই ওর সঙ্গে দেখা হল আমার। তখন ওর কথা বলবার মতো শক্তিও আর অবশিষ্ট ছিল না। অনেক কষ্টে থেমে থেমে আমাকে ওর কাহিনি খুলে বলল। ও অবশ্য সিমিস্টার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো খোঁজ দিতে পারল না, তার বদলে আমার হাতে পাণ্ডুলিপি একটা বই তুলে দিল। ওর ধ্রুব বিশ্বাস, এই বইটার মধ্যেই সিমিস্টার-রহস্যের আসল চাবিকাঠি নিহিত আছে। সিমিস্টারের পরিচয় সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করায়, সিমিস্টারের এক বিশ্বস্ত পার্শ্বচরই নাকি কুলসনের হাতে এই বইটা তুলে দিয়ে বলেছিল, এর মধ্যে সিমিস্টার-সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে দেখবার দৃষ্টি থাকা চাই।'

'কুলসন অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও এ রহস্যের মর্মভেদ করতে পারেনি, তাই মৃত্যুকালে বইটা আমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে চায়। কারণ ও জানত, সিমিস্টারের বিরুদ্ধে আমি একাই অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। যেদিন বইটা আমি হাতে পেলাম, সেদিন রাতেই কুলসন মারা গেল। আমি কিন্তু বইটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার মধ্য থেকে কোনোরকম রহস্যের আভাস পেলাম না। তখন ভাবলাম, মরবার সময় কুলসন হয়তো আমার সঙ্গে ঠাট্টা করে গেছে। আরও একটা সম্ভাবনার কথাও মনের মধ্যে উঁকি দিল। সিমিস্টারের সেই অনুচরটি হয়তো কুলসনের সঙ্গে খানিকটা রগড় করবার উদ্দেশ্যেই বইটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল। কুলসন এই চালাকিটা ধরতে পারেনি।'

'প্রথম দিকে বইটার ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনি। কিন্তু পরে বুঝত পারলাম, আমার সঙ্গে কুলসনের সাক্ষাতের খবররটা স্বয়ং সিমিস্টারের

BanglaBook.org

কানে গিয়ে পৌঁছেছে। এবং কুলসন যে আমার হাতে কিছু-একটা তুলে দিয়েছে, সে-সংবাদও তার অজ্ঞাত নয়। কেননা এরপর থেকেই ওরা আমার পেছনে উঠে-পড়ে লেগে গেল, সর্বদাই ভয় দেখানোর চেষ্টা করত আমাকে। তখন জানলাম, কুলসন আমার হাতে কী বস্তু তুলে দিয়েছে, সে-বিষয়ে ওদের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। তারপর থেকেই বইটার রক্ষণের ব্যাপারে আমি রীতিমতো তৎপর হয়ে উঠলাম। দেখলাম এই সিরিজের আরও অনেকগুলো বই বেরিয়েছে। তাদের সবগুলোই কিনে আনলাম একসঙ্গে। কারণ পুরো সিরিজটা একত্রে থাকলে তাদের মধ্যে থেকে হয়তো অভীষ্ট বইটা খুঁজে বের করা সহজ হবে । আমার কাছে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হল। অবশ্য এই বইয়ের ব্যাপারে এ পর্যন্ত কারো কাছে কোনো তথ্য ফাঁস করিনি, এই প্রথম সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত খুলে বললাম।'

লোবেট তার কাহিনি শেষ করে একটা চুরোট ধরালেন। ক্যাম্পিয়নও এ বিষয়ে কোনোরকম মন্তব্য করলেন না। জিলের মুখেও কোনো কথা নেই। ওদের গাড়ি যখন মিস্ট্রি মাইলে এসে পৌঁছল, পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে তখন কালো মেঘের ঘনঘাটা। মনে হয় অচিরেই প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হবে। সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। পথে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন চোখে পড়ে না। প্রাচীন জমিদার বাড়িটাকে দূর থেকে এক টুকরো জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতোই বোধ হচ্ছে।

জিল হঠাৎ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'কী, আশ্চর্য! ড্রইংরুমের মধ্য থেকে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না?'

ক্যাম্পিয়নও সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট বন্ধ করে দিল গাড়ির। সামান্য লাফিয়ে উঠে পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল চলন্ত গাড়িটা। জমিদার বাড়ি সেখান থেকে আরও শ-দুয়েক গজ দূরে।

'মনে হচ্ছে এবার আমাদের খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়া উচিত।' পাশের দরজা খুলে বাইরে বেরুতে বেরুতে মৃদুকণ্ঠে নির্দেশ দিল ক্যাম্পিয়ন। 'আমি আগে গিয়ে পরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝে দেখব। তবে এটা হয়তো তেমন কিছু নাও হতে পারে!'

ক্যাম্পিয়ন যদিও তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভরসা দেবার চেষ্টা করল সকলকে, কিন্তু ওর গলার সুরে বোঝা যায় ও নিজে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারেনি।

ওর দীর্ঘ ছায়ামূর্তিটা নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। লোবেটকে সঙ্গে নিয়ে জিলও আলো লক্ষ করে এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে। ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে একঝলক আলো বাইরে এসে পড়েছে, তার ফলেই আলোকিত হয়ে উঠেছে খানিকটা জায়গা। বাকি সমস্তই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। কখন যে ক্যাম্পিয়ন এগিয়ে গেল, আবার কখন যে নিঃশব্দে ওদের কাছে ফিরে এলো,

BanglaBook.org

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বোঝা গেল না। শুধু ওর চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরই ওদের কানে পৌঁছল।

'আমি এতক্ষণ এই আশঙ্কাই করছিলাম!' বাতাসের মতো ফিসফিস সুরে ক্যাম্পিয়ন জানাল, 'একেবারে সোজাসুজি ওদের ফাঁদের মধ্যে পা দিয়েছি।'

নিঃশব্দ পদক্ষেপে পুরু ঘাসে ঢাকা লনের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল তিনজনে।

প্রথমে ক্যাম্পিয়ন, পিছনে জিল এবং লোবেট। অন্ধকারে ভৃত্যের মতো একা একা দাঁড়িয়ে আছে সাবেক আমলের বিরাট জমিদার বাড়ি। তার চারপাশজুড়ে শ্মশানের নীরবতা। হিমেল একটা অনুভূতিও যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে শিরায় শিরায়। দেওয়াল ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে সকলে ড্রইংরুমের একটা খোলা জানালার সামনে এসে পৌঁছল, তারপর মাথাটা সামান্য উঁচু করে ঘরের ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখে নিল এক পলক।

যে-দৃশ্য নজরে পড়ল সত্যিই সেটা অভাবনীয়। এমন একটা দৃশ্যের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না মনে মনে।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছে। তার থেকে কিছু দূরে ষোড়শ লুইয়ের আমলের একটা আরাম-কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বারবার। তার মাথাটা অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে পড়েছে একদিকে।

'ইনি আবার কোন মহাপ্রভু!' সবিস্ময়ে বিড়বিড় করলেন লোবেট। ক্যাম্পিয়ন দু-এক কথায় বারবারের ইতিবৃত্ত খুলে বলল তাকে।

'ভদ্রলোক মারা গেছেন নাকি?' জিলের কণ্ঠস্বর মৃদু।

'মনে হয় না। অন্ধকারের মধ্যেই ক্যাম্পিয়ন মাথা নাড়ল। সম্ভবত কোনো মাদকদ্রব্যের প্রভাবে সাময়িকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তাই অত্যন্ত দ্রুত।'

কিছুদূরে রান্নাঘরের জানালা দিয়েও মৃদু একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আগের মতোই শ্বাসরুদ্ধ করে তিনজনে এগিয়ে গেল সেদিকে। রান্নাঘরের মাঝবরাবর একটা গোল টেবিল। পাশেই বাতিদানে নীল রঙের একটা বাতি জ্বলছে। টেবিলের উপর একটা টুলের উপর বসে আছে মিসেস লুইব্রো। হাত দুটো অসহায়ভাবে টেবিলের উপর ছড়ানো। চোখ দুটো বোজা, দেহটাও ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

'হায় ঈশ্বর! সকলেরই দেখছি একই অবস্থা!' অস্পষ্ট একটা বিস্ময়োক্তি বেরিয়ে এলো জিলের গলা চিরে।

'খুব সম্ভব ক্লোরোফর্মের সাহায্যে কাজ সারা হয়েছে,' মন্তব্য করল ক্যাম্পিয়ন। 'আমি এবার নিঃশব্দে সারা বাড়িটা চক্কর দিয়ে আসি। সুবিধা

BanglaBook.org

করতে পারলে মি. লোবেটের ওই স্যুটকেসটাও সঙ্গে নিয়ে আসব।' যেতে গিয়েও ক্যাম্পিয়ন আবার থমকে দাঁড়াল। 'যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাচ্ছি জিল—যদি আমার ফিরে আসতে খুব দেরি হয়, তাহলে তুমি অযথা আমার জন্য অপেক্ষা না করে মি. লোবেটকে সঙ্গে নিয়ে চুপিসারে ওখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। কুয়াশা ঢাকা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবে তোমরা। কারণ এই পথটা অনেকেরই অজ্ঞাত। ভুলেও অন্য কোনো পথে পা বাড়াবে না। জর্জ ও হেনরিকে আমার নির্দেশ দেওয়া আছে। লোবেটের অনুসন্ধানপর্ব শেষ হয়ে গেলেই তারা সেখানে একটা ডিঙ্গি নৌকো বেঁধে রেখে দেবে। তবে সত্যিই নৌকটা আমাদের কাজে লাগবে কি না, সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তাহলে এখন এগোলাম। শুভরাত্রি।'

ক্যাম্পিয়ন পা বাড়ানোর আগেই লোকটি চাপা কণ্ঠে বললেন, 'যে বইটার কথা আমি বলেছিলাম, তার নাম নাবিক সিন্দবাদ ও অন্যান্য গল্প।'

'তাই বুঝি!' এই দুঃসময়েও ক্যাম্পিয়নের ঠোঁটের ফাঁকে হালকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুযায়ী এর নাম হওয়া উচিত ছিল —ঘুমপরিদের দেশে।'

বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চরে ক্যাম্পিয়ন অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে। জিল নিস্তব্ধ। লোবেটও দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্থির হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। জিলের পক্ষে কিন্তু এইভাবে অপেক্ষা করে থাকাটা ক্রমেই বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। কারণ ওর হৃৎপিণ্ডটা এত দ্রুত নাচতে শুরু করেছিল যে ওর আশঙ্কা হল এর ফলে সাবেক আমলের এই বাড়িটার ভিতও বুঝি এবার নড়ে উঠবে। রোবেটের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ অবশ্য অতো জোরালো নয়। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তিনিও রীতিমতো বিচলিত। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে কখন যে ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছেন, সেদিকেও তার কোনো হুঁশ নেই।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে চলল। প্রতিটি মুহূর্তই এখন অসম্ভব দীর্ঘ বলে মনে হয়। কতক্ষণ আগে যে ক্যাম্পিয়ন অন্তর্হিত হয়েছে তার সঠিক হিসেব পাওয়াও দুষ্কর। এবং আর বেশিক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করা উচিত হবে কি না সেটাও এখন জিলের কাছে একটা চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অকস্মাৎ সেই হিমেল নীরবতার চির ধরিয়ে মাথার উপর একটা মৃদু খসখস শব্দ হল, পরমুহূর্তেই দোতলার একটা জানালা দিয়ে কেউ যেন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল তাদের সামনে। আর একটু হলেই গুলি করতে যাচ্ছিলেন মি. লোবেট, ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বরে তার সম্বিৎ ফিরল।

'এমন অদ্ভুত দৃশ্য আমি আর জীবনেও দেখেনি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করল ক্যাম্পিয়ন, 'সমস্ত বাড়িটাই যেন একটা ঘুমন্ত পুরি। ড্রাইভার থেকে শুরু

BanglaBook.org

করে মিসেস লুইব্রো, এ বাড়ির অন্য দুই পরিচারিকা, এমনকি নাছোড়বান্দা বারবার পর্যন্ত প্রত্যেকেই এখন গভীর ঘুমে অচেতন। যেন কোনো জাদুমন্ত্রের প্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে। বারবার হয়তো তাদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তাই ড্রইংরুমের কয়েকটা চেয়ার ওলটানো অবস্থায় আছে।' কণ্ঠস্বরকে আর খানিকটা বাদে নামাল ক্যাম্পিয়ন। 'তবে আপনার ওই বইটাও আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখন অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'কিন্তু এখানে যারা পড়ে রইল তাদের কী হবে?' জানতে চাইলেন মি. লোবেট।

ওরা যে খুব বিপদের মধ্যে আছে তা নয়। ক্যাম্পিয়ন জবাব দিল। 'কেননা, কাউকে প্রাণে মারার বাসনা থাকলে তারা আগেই সে-কাজটুকু হাসিল করে রাখতে পারত। প্রকৃতপক্ষে ফাঁদটা পেতে রাখা হয়েছে শুধু আমাদের জন্যই। এবং আমরাও যে সে-ফাঁদে পা দিয়েছি, এই জরুরি খবরটুকুও এখন আর শত্রুপক্ষের অজ্ঞাত নেই। স্ট্রাউডের পথে অনেকেই আমাদের গাড়িটাকে মিস্ট্রি মাইলের দিকে যেতে দেখেছে। এমনকি এই মুহূর্তে তারা হয়তো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে। সুবিধামতো যেকোনো সময় আক্রমণ করে বসতে পারে। ভাচেট আর তার ওই কুখ্যাত সাঙ্গ-পাঙ্গরাই যে সিমিস্টারের এইমাত্র বল-ভরসা, সে-কথা ভাবলে ওকে খুব ছোট করে দেখা হবে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে পৌঁছানো দরকার। ওই পথেই আত্মরক্ষার একমাত্র সম্ভাবনা।'

জিল বা লোবেট, কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। ক্যাম্পিয়নই এখন পথ-প্রদর্শক। মেঠো পথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তিন প্রাণী। আদিগন্ত আতিপাতি করে খুঁজেও কোনোখানে একটা তারার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কে যেন আলকাতরার গাঢ় প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে আকাশের বুকে। এক ফোঁটা বাতাস পর্যন্ত বইছে না। 'গাছের পাতাগুলো স্থির। চারপাশের জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন কী-এক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ হিংস্র শ্বাপদের মতো ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তবুও নিরাপদেই তিনজনে সুড়ঙ্গের মুখে এসে পৌঁছল। সুড়ঙ্গের ভিতরে চাপ চাপ কুয়াশা। এক হাত দূরের বস্তুও স্পষ্ট করে দেখা যায় না। কতদিন আগে কোনো জমিদারের আমলে যে পাথর কেটে এই সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি হয়েছিল, সে-খবরও স্থানীয় কারো জানা নেই। প্রায় ফার্লংখানেক লম্বা এই অন্ধকার

BanglaBook.org

সুড়ঙ্গপথটার মাঝেমধ্যেই নরম কাদা ও খানাখন্দের রাজত্ব। একটু অসাবধান হলেই বিপদের সম্ভবনা। খরা বর্ষায় জোয়ারের পানি এর ভিতর পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। তার ফলে প্রায় সর্বত্রই শ্যাওলা জমে আছে পুরু হয়ে। তার উপর দিয়ে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে এই প্রথম টর্চ জ্বালাল ক্যাম্পিয়ন। এবারে জিল এগিয়ে এসে পথ দেখবার ভার নিল। জন্মাবধি মিস্ট্রি মাইলে বাস করার ফলে এই সুড়ঙ্গের হালচাল ওর কিছুটা পরিচিত। ক্যাম্পিয়নের টর্চের তীব্র আলোও দুর্ভেদ্য কুয়াশার বুকে বিশেষ আঁচড় কাটতে পারল না। প্রায় অন্ধের মতোই হাতড়ে হাতড়ে জিলের পিছন পিছন এগিয়ে চললেন লোবেট। ক্যাম্পিয়ন সবার শেষে।

জিলের সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও বেশ দ্রুত। লোবেটের বুকের মধ্যেও অস্বস্তির কালো মেঘ, যদিও জায়গাটা তার পূর্বপরিচিত। তখন বাইরের আকাশে বিকেলের আলো ছিল, আর জর্জ ছিল সঙ্গী। তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির দুস্তর ফারাক। শুধু ক্যাম্পিয়নই শান্ত। পরিবেশের কোনো প্রভাবই যেন ওরা উপর পড়েনি।

অবশেষে সুড়ঙ্গের শেষ পাওয়া গেল। সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকে শ-দুয়েক হাত দূরেই সমুদ্র। ভাটার সময় ব্যবধান আরও দীর্ঘ হয়। আগে সমুদ্র ছিল সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত। এখন চড়া হয়েছে অনেকখানি। সমুদ্রও ক্রমে দূরে সরে গেছে। আগাগোড়া সমস্ত জায়গাটা পিছিল শ্যাওলায় ঢাকা। কোমর-সমান ঘাস গজিয়েছে মাঝে মাঝে। সুড়ঙ্গের শেষ মুখে বহুদিনের পরিত্যক্ত ভাঙা চোরা একটা কুঁড়েঘর। এই কুঁড়েঘরের মধ্যেই পোশাক বদলে নিয়ে সেদিন হেনরির নৌকোয় উঠেছিলেন লোবেট।

'আমাদের ভাগ্য ভালো,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিল মন্তব্য করল। 'জোয়ার প্রায় এসে গেল বলে। তবে এখানে আমরা নিরাপদ। একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসের ভরা কোটাল ছাড়া জোয়ারের পানি এই পর্যন্ত পৌঁছয় না।

কুঁড়েঘরটার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল তিনজনে। টর্চের আলোয় খানিক দূরে একটা ডিঙ্গি নৌকোর অস্তিত্বও টের পাওয়া গেল। মোটা লম্বা একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল নৌকোটা। কিছু পরেই চারদিক আলোড়িত করে জোয়ারের পানি ছুটে এলো ফুঁসতে ফুঁসতে। ঘাটে-বাঁধা নৌকোটাও আচমকা লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল প্রবল বেগে। কুঁড়েঘর থেকে হাত তিরিশ-চল্লিশ দূরে এসে সমুদ্রটা আর এগোল না। যেন এই অচেনা তিনজন মানুষকে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে উঠল খলখল করে। তার মাথার উপর রাশি রাশি সাদা ফেনার জটলা।

BanglaBook.org

পিছন দিকে, অনেক দূরে জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর প্রান্তরের মাঝ-বরাবর নিমেষের জন্য আলোর একটা আভাসও যেন চোখে পড়ল ক্যাম্পিয়নের। ভয়ঙ্কর অশুভ একটা ইঙ্গিতও বুঝি জড়িয়ে আছে তার মধ্যে।

'আর সময় নেই জিল,' ক্যাম্পিয়ন তাড়া দিল, 'তুমি মি. লোবেটকে পথ দেখিয়ে নৌকোর কাছে নিয়ে যাও। আমি পেছন থেকে আলো ধরছি। খুব সাবধানে অগ্রসর হবে কিন্তু!'

জিল কোনো দ্বিরুক্তি না করে অন্ধকারে সামনের দিকে পা বাড়াল। লোবেট সাবধানে অনুসরণ করলেন তাকে। হিসেবে একচুল ভুল হলেই বিপদ অনিবার্য। দুজনেই সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

পথটুকু নিরাপদে পেরিয়ে নৌকোয় উঠল জিল। লোবেটকেও টেনে তুলল হাত ধরে। তখন ওর খেয়াল হল ক্যাম্পিয়ন ওই ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরের সামনে এখনও সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঋজু, দীর্ঘ মূর্তিটা ছায়ার মতোই মনে হচ্ছে অন্ধকারে। ক্যাম্পিয়নের মতলবের হদিস পেয়ে জিল এবার চমকে উঠল ভীষণভাবে।

'ব্যাপার কী অ্যালবার্ট? তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে না?'

লোবেটও চেঁচিয়ে উঠলেন চাপা কণ্ঠে, 'অযথা দেরি করবেন না মি. ক্যাম্পিয়ন!'

লোবেটের কথার কোনো জবাব দিল না। শুধু জিলকে উদ্দেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'নৌকো ছেড়ে দাও জিল! মনে রেখো, লোবেটের জীবনের দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ তোমার হাতে। আমার উপর আস্থা রাখো। আমি সময়মতো নিজেকে ঠিকই সামলাতে পারব। সিমিস্টারের মুখোমুখি হবার এই সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত হবে না।'

'না-না, তা হয় না অ্যালবার্ট!' জিল এবার নৌকো থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করল। 'তোমাকে এত বড় একটা বিপদের মুখে একা ফেলে রেখে আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি না।'

লোবেটের কণ্ঠস্বরেও আকুল উদ্বেগ। 'ছেলেমানুষি করবেন না, মি. ক্যাম্পিয়ন! সিমিস্টার সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তার মতো ভয়ঙ্কর চরিত্রের মানুষ সারা দুনিয়ায় বিরল। সত্যিই যদি ওর আবির্ভাব হয়—'

'অযথা দেরি কোরো না, জিল!' এবারে ধমকে উঠল ক্যাম্পিয়ন। 'ভুলে যেও না একজন মানুষের প্রাণরক্ষার দায়-দায়িত্ব এখন পুরোপুরি তোমার ওপর। সে-ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তোমাকেই তার জবাবদিহিতা করতে হবে। লোবেট আমাদের সম্মানীয় অতিথি।

BanglaBook.org

'কিন্তু মি. ক্যাম্পিয়ন,' শেষ মুহূর্তে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন লোবেট, 'এভাবে আমার নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়ে দিয়ে বিপদের সমস্ত ঝুঁকিটা আপনি নিজের ঘাঁড়ে টেনে নিবেন–'

'আমার নির্দেশ নিশ্চয় তোমার কানে গিয়ে পৌঁছেছে, জিল?' ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বর আগের মতোই নির্বিকার, গম্ভীর, 'যদি সকলে মিলে একসঙ্গে মারা পড়তে না চাও তবে এখনই নৌকো ছেড়ে দাও। সোফিয়াকে তুমি ভালোবাস। তোমার জন্য মি. লোবেটের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তুমি আর জীবনে কোনোদিন তার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। তাছাড়া তোমাদের প্রিয় অ্যালবার্টের ওপরও খানিকটা ভরসা রেখো!'

ক্যাম্পিয়নের স্বভাব জিলের অজ্ঞাত নয়। এ পর্যন্ত তার কোনো নির্দেশই ও অগ্রাহ্য করেনি। তবুও মনস্থির করতে কিছুটা সময় লাগল ওর। তারপর আর দ্বিরুক্তি না করে বাঁধন খুলে নৌকো ছেড়ে দিল। ক্যাম্পিয়ন শুধু স্থির চিত্রের মতো আলো হাতে দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে নাচতে নাচতে এক চিলতে ডিঙ্গি নৌকোটা অন্ধকারে মিশে গেল ধীরে ধীরে।

এ সময় বাতি নিভিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাম্পিয়ন, তারপর ক্লান্ত-মন্থর গতিতে পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরটার দিকে পা বাড়াল। কে কবে কী উদ্দেশ্যে এই কুঁড়েটা তৈরি করেছিল তার কোনো ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারটে মোটা কাঠের খামের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরখানা। মেঝে এবং চারদিকের দেয়ালগুলো কাঠের। মাথাটা টালি দিয়ে ঢাকা। এখন অবশ্য সবকিছুই ভাঙাচোরা নড়বড়ে অবস্থা।

ঘূণধরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকল ক্যাম্পিয়ন। টর্চের আলোয় ভালো করে দেখে নিল চারদিকে। টালি খসে গিয়ে মাথার উপর কয়েক জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে বড় বড়। পিছন দিকের খানিকটা অংশে দুটো তক্তারও কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সেখান থেকে হাত খানেক তফাতে দেওয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের টেবিল, তারও গোটা দুয়েক পায়া নেই। দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে কোনোরকমে খাড়া করে রাখা হয়েছে সেটাকে। পাশে একটা ছোট কাঠের টুল। এক কোণে একটা ভাঙা প্যাকিং বাক্স। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলতে এই মাত্র। জর্জ একটা লণ্ঠনও রেখে গেছে টুলের উপর।

ক্যাম্পিয়ন কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল মনে মনে, অবশেষে লণ্ঠনটা জ্বেলে দরজার ঠিক মাঝ-বরাবর ঝুলিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে টুলের উপর বসে সঙ্গে আনা বইটা বের করল কোটের পকেট থেকে। টর্চের আলোতেই সেটা আগাগোড়া দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

রঙচঙে মলাটের নেহাতই শিশুপাঠ্য একটা বই। ছোটদের মনোবিজ্ঞানের জন্য সব রকম ব্যবস্থাই তার মধ্যে বিদ্যমান। বইয়ের নাম, নাবিক সিন্দাবাদ ও

BanglaBook.org

অন্যান্য গল্প। একবারে প্রথম থেকেই শুরু করল ক্যাম্পিয়ন। গোড়ার পাতায় টাইটেল ও সম্পাদকের নাম। নিচের অংশে প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা। দ্বিতীয় পাতায় আরোও নানা জ্ঞাতব্য বিবরণী। তৃতীয় পাতায় ভূমিকা, সূচিপত্র চতুর্থ পাতায়। এই সূচিপত্রে এসেই আচমকা ক্যাম্পিয়নের দুচোখ যেন আটকে গেল। প্রথমে গল্পের নাম, নাবিক সিন্দবাদ। দু-নম্বরে আলাদিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ। তৃতীয় গল্পের নাম—ক্যাম্পিয়নের হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে ধাক্কা মারল সজোরে। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আবার ফিরে তাকাল সেদিকে। না, কোনো ভুল নেই। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে গল্পের নাম লেখা—আলি ফারগুসন বাবা ও চল্লিশ চোর!

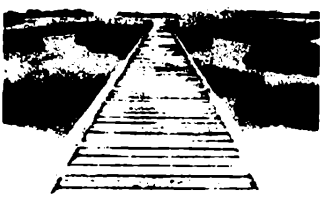

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ক্যাম্পিয়ন যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দটুকুও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। বুকের মধ্যে একটা হিমেল শূন্যতার অনুভূতি। বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে কপালের উপর। গলাটা শুকিয়ে খসখস করছে। বইটা যদিও আগের মতোই হাতের মুঠোয় ধরা আছে, কিন্তু দুচোখের দৃষ্টি সরাসরি বাইরের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে সমস্তই ধোঁয়া ধোঁয়া, অন্ধকার। দরজার মাঝ-বরাবর যে-লণ্ঠনটা ঝুলছে, এই নিরেট অন্ধকারেই বুকে সেটাকে একটা নিষ্ফল জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতোই মনে হয়।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে চলল। চারদিকে নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো শব্দের কম্পন মাত্র নেই। এই গভীর নীরবতাই দুঃসহ, পীড়াদায়ক। প্রতিটি মুহূর্তই যেন অন্তকালব্যাপী দীর্ঘ।

এবার বোধ হয় গাঢ় কুয়াশার পর্দাটা অল্প নড়ে উঠল। বাইরে ওই নিরেট অন্ধকারের বুকে কিছু-একটা ঘোরাফেরা করছে। তার চাল-চলন হিংস্র শ্বাপদের মতোই ক্ষিপ্র এবং ধূর্ত। একটা আলোও বুঝি জ্বলে উঠল এক পলকের জন্য। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট, মৃদু একটা পদশব্দ। হাতের মুঠোয় ধরা শিশুপাঠ্য বইটা ক্যাম্পিয়ন এবার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, টর্চটা রাখল আর-এক পকেটে। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসল টুলের উপর। অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো।

BanglaBook.org

নিঃশব্দ পদক্ষেপে কিছু-একটা এই ভাঙাচোরা কুটিরের দিকে এগিয়ে এলো। ভারী কোনো বস্তুর চাপে পুরনো কাছের সিঁড়িটাও বুঝি আর্তনাদ করে উঠল ক্ষীণকণ্ঠে। পরমুহূর্তেই দরজার মাথায় টানানো লণ্ঠনটা কে যেন ছিনিয়ে নিল থাবা মেরে, তার বদলে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল সেখানে।

বারবারকে এখন আর চেনাই যায় না। বাক্যবাগিশ প্রৌঢ়ের খোলস ছেড়ে সে এখন তার স্বরূপ ধারণ করেছে। ক্ষিপ্র শার্দূলগতির এক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। তার দুচোখে তীব্র ব্যঙ্গের ঝিলিক—অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

'আপনাকে একা দেখছি?' উপহাসের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল বারবার, 'তবে আপনি যে মগজে যে বেশ বুদ্ধি ধরেন তাতে সন্দেহ নেই!'

ক্যাম্পিয়ন বোকার মতো মুখ করে মৃদু হাসল। ওকে এখন নির্বোধ ভাঁড়ের মতোই মনে হচ্ছে। 'আমি যখন নিতান্তই একলা তখন নিশ্চয়ই আমাকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই! প্রকৃতপক্ষে আপনার জন্যই আমি এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছি।'

আলি ফারগুসন বারবার কয়েক পা এগিয়ে এসে হাতে-ধরা লণ্ঠনটা নড়বড়ে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। ঘরটা কিছু আলোকিত হয়ে উঠল। ক্যাম্পিয়ন প্রস্তর-মূর্তির মতো টুলের উপর বসা, ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন আরও ছোট দেখাচ্ছে আগের চেয়ে। বারবারের পাশ ও নিতান্তই নিষ্প্রভ, নগণ্য।

'ভালোই হল! অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার বাসনা ছিল। এত দিনে তার সুযোগ পাওয়া গেল। মি. রুডলফ—',

নামটা কানে যেতেই ঈষৎ চমকে উঠল ক্যাম্পিয়ন। সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল বারবার। তারপর নিজের কথার জের টেনে বলে চলল, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই । আমার নিজের পকেটেই আপনার সম্পর্কে এমন কিছু নথিপত্র আছে, যেগুলো এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার পুরো ইতিবৃত্ত এখন পড়ে শোনাতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। আর তেমন কোনো অভিপ্রায়ও আমার নেই। আসলে আমরা দুজনেই এক জায়গায় মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছি, তা হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কম গুরুত্ব আরোপ করেছি। কথাটা কি আপনার মনেও উদয় হয়নি মি.–'

' ক্যাম্পিয়ন মি. ক্যাম্পিয়ন।' বারবারের সংশয় দূর করল ক্যাম্পিয়ন। 'তবে আপনি যখন আমার সঙ্গে এত হৃদ্য ব্যবহার করছেন, তখন আশা করি আমার মনের কৌতূহলটুকুও নিবৃত্ত করবেন। আমার একটি-ই প্রশ্ন, আপনি আসলে কে? কি আপনার পরিচয়?'

ক্যাম্পিয়নের প্রশ্নে বারবারের দুচোখে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। 'আমি একজন সাদাসিধে, সহজ মানুষ। আমার কোনো ছদ্মবেশ নেই। তাছাড়া সারাক্ষণ একটা

BanglaBook.org

ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকাও অতিশয় ক্লান্তিকর। এবং কাজটাও খুব বিপজ্জনক। তাই আমি এ জাতীয় কোনো ছল-চাতুরীর ধার ধারি না। নিজের মতো করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই।'

ক্যাম্পিয়ন অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কত দূর আপনার সীমানা সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। তবে চেষ্টা করলে আমি হয়তো আপনার আসল নামটাও খুঁজে বের করতে পারি।'

ঘরের একদিকে যে পুরনো কাঠের প্যাকিং বাক্স পড়ে ছিল, বারবার সরে গিয়ে তার উপর বসল। 'যে কৌশলে আপনি বিচারপতি লোবেটকে মিস্ট্রি মাইল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা সত্যিই অভূতপূর্ব! এ ব্যাপারে আপনার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। তখন থেকেই আপনার ওপর আমার নজর পড়ে।' অল্প থেমে আবার শুরু করল বারবার। 'আমার সম্পর্কে আপনার অনুমানের মধ্যেও কোনো ভুল নেই। পৃথিবীর চতুরতম সংস্থার আমি পরিচালক। খুব সম্ভব বছর কয়েক আগে আমাদের কোনো গোপন উদ্দেশ্য বানচাল করে দেবার জন্য সরকারি তরফ থেকে আপনাকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সে-ব্যাপারে আপনি বিশেষ কিছুই করতে পারেননি। তাই আপনি যখন মি. লোবেটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন, তখন আপনাকে আমি তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি।

'এই লোবেট অনেকদিন থেকেই আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তিনি এতই জেদি ও একগুঁয়ে যে তাকে বাগে আনা সহজসাধ্য নয়। আমরা অবশ্য যেকোনো মুহূর্তে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তার ধারণা, আমার সম্পর্কে এমন কোনো সূত্র তিনি হাতে পেয়েছেন যেটা আমাদের এই সংগঠনের পক্ষে খুবই মারাত্মক। ব্যাপারটা যে আমাদের কাছেও রীতিমতো অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন। তবে আমার বিশ্বাস, সেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা যে কী সে-বিষয়ে লোবেটও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন। তাই এর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার জন্যই প্রাচীন-জমিদার বাড়িতে আজ সন্ধ্যা থেকে তার জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম।'

'এ ব্যাপারে আমি বোধহয় আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।' মৃদু হেসে পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিশুপাঠ্য বইটা টেনে বের করল ক্যাম্পিয়ন। 'এই বইটাই হচ্ছে তার একমাত্র সূত্র। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টা তুচ্ছ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে খুবই অর্থবহ। কারণ এর সাহায্যে আলি ফারগুসন বারবার প্রকৃত পরিচয়ের হদিস পাওয়া সম্ভব। অবশ্য দৃষ্টিশক্তিটা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন।'

এই প্রথম বারবারকে কিছুটা বিচলিত বোধ হল। অবরুদ্ধ একটা ক্রোধের আগুনও চকিতের জন্য ঝলসে উঠল ওর দুচোখে । কোনো মানুষের মুখ যে

BanglaBook.org

নিমেষের মধ্যে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে-বিষয়ে ক্যাম্পিয়নের কোনো ধারণা ছিল না। বহুবিশ্রুত সিমিস্টারের প্রকৃত স্বরূপটিও যেন এর সাহায্যে চিনে নেওয়া যায়।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল বারবারের। তারপর আবার ওর ঠোঁটের ফাঁকে তীব্র বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

'আপনি যথার্থই অতিশয় চতুর ও ধুরন্ধর!' চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করল বারবার। 'কিন্তু নিজের আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি বড় উদাসীন। তাছাড়া আপনার বিষয়ে আরও একটা অদ্ভুত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। এতবড় একজন গোয়েন্দা হয়েও আপনি নাকি কোনো আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখেন না। ব্যাপারটা সত্যি কি না আমার ভীষণ জানবার ইচ্ছে হয়।'

ভাঙা টুলের উপর ক্যাম্পিয়ন সামান্য নড়েচড়ে বসল। 'অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করাটা আমার ঠিক ধাতে পোষায় না। তাছাড়া ভবিষ্যতের কথাই যখন তুললেন, তখন বলি, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের যে আজ জীবনের শেষ দিন সে-বিষয়ে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ। তাই, যদি মরতেই হয় তবে তার আগে দু-একটা কৌতূহল মিটিয়ে নিতে চাই। আশা করি, অধমের এই শেষ প্রার্থনাটুকু আপনি মঞ্জুর করবেন! আমার প্রথম জিজ্ঞাসা হচ্ছে, এতকাল ধরে আপনি কীভাবে আপনার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন? আপনার ক্রিয়াকর্মের অনেক ইতিহাস নাকি একশ' বছরের পুরনো। এত দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব করা নিশ্চয় আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়!'

এতক্ষণে বারবারকে অনেকটা সহজ, স্বাভাবিক মনে হল। ইতিমধ্যে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিদ্যুতের তীব্র কশাঘাতে যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আকাশ। ওদের এই নিভৃত আলাপে আর-কেউ যে ব্যাঘাত ঘটাতে আসবে, তেমন কোনো সম্ভবনা নেই। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার পক্ষে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

'আমার অবশ্য বিশেষ তাড়া নেই,' বারবার অল্প অল্প মাথা নাড়ল। 'কারণ এই বৃষ্টি এখন বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চলবে মনে হয়। তার ওপর আপনার কৌতূহল যখন এতই তীব্র যে তার জন্য নিজের জীবনটাকেই শেষ পর্যন্ত বাজি ধরে বসলেন, তখন আপনার মনোবাসনা পূরণ না-করাটা আমার পক্ষে খুব অন্যায় কাজ হবে। তবে একটা কথা স্মরণে রাখবেন, একবার আমার প্রকৃত পরিচয় জানার পরে পৃথিবীতে কেউই কিন্তু প্রাণ নিয়ে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকেনি।'

'আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'হয় আপনি অত্যন্ত সাহসী, না-হয় অসম্ভব নির্বোধ। এ দুইয়ের মাঝখানে কিছুতেই আপনার জায়গা হতে পারে না।' ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল

BanglaBook.org

বারবার। 'আপনাকে আমাদের দলভুক্ত করতে পারলে মন্দ হত না। আমার সে-আক্ষেপ বরাবরের মতো থেকে যাবে। তবে আপনার সঙ্গে এই বুদ্ধির খেলায় আমি য়থেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। সেই জন্য আপনাকে সবকিছু খুলে বলার পেছনে আমার নিজেরও একটা আনন্দ আছে। তাছাড়া পরিস্থিতিটা যে আমার কতটা অনুকূল, সে-কথাও নিশ্চয় আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না মি. ক্যাম্পিয়ন?'

ক্লান্ত, মন্থর ভঙ্গিতে ক্যাম্পিয়ন ঘাড় নাড়ল, তবে ওর একাগ্রতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হল না। আগামী বিপদ সম্পর্কে ও যেন কিছুমাত্র সচেতন নয়।

বারবার এখন অনেক বেশি সহজ-স্বাভাবিক, তার কথাবার্তার মধ্যে হালকা বৈঠকী আমেজ। সেই সঙ্গে একটা আভিজাত্যের সুরও মিশে আছে। 'আমিই হচ্ছি একমাত্র ব্যক্তি,' সগর্ব দৃষ্টিতে ক্যাম্পিয়নের দিকে তাকিয়ে বারবার শুরু করল, 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি সবরকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকি। আমার জীবনযাপনের ধারাও খুবই ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট। তার মধ্যে পুলিশি অনুপ্রবেশের কোনো পথ নেই। আমার খুশিমতো আমি যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি বড় বড় শহরেই আমার বাড়ি আছে। সেগুলো সমস্তই অভিজাত পল্লিতে। তার মধ্যে বিলাস-ব্যসনের সাজ-সরঞ্জামও অপর্যাপ্ত। আর বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করাও আমার একটা ব্যয়বহুল নেশা। বিশেষ করে রেনল্ডের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত ছবি এখন আমার দখলে। তাছাড়া পৃথিবীর যেসব শহরে আমার বাড়ি আছে, সেই সমস্ত শহরেই আমি সম্ভ্রান্ত নাগরিক। আমার ধন-সম্পদের বহর দেখে সকলেই আমার প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী। আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়, কিন্তু—,' মৃদু মাথা দোলাল বারবার, 'কাউকেই আমি ভরসা করে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। সেটাই আমার একমাত্র সমস্যা। তবে তেল বা কয়লা খনির মালিক হয়েও তো কত লোকে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, আমার সঙ্গেই বা তাদের ফারাক কোথায়?'

ক্যাম্পিয়নের মুখের ভাবে মনে হল বারবারের কাহিনি ওকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে। সেই সুরেই প্রশ্ন করল, 'আপনি তাহলে শুধু প্রতিনিধি মারফত এই বিরাট কর্মযজ্ঞ এত দিন ধরে পরিচালনা করে আসছেন! অথচ আপনিই যে সমস্ত কিছুর মূল হোতা, এ সম্পর্কে আপনার প্রতিনিধিরা বিন্দুমাত্র অবহিত নয়! —কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না! আপনার এই কর্মযজ্ঞের শুরু কবে থেকে?'

'আপনি খুব উপযুক্ত প্রশ্নই করেছেন!' বারবারের সারা মুখে অমায়িক হাসি। 'আপনার মতো এমন একজনের প্রাণ নিতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই আমি দুঃখিত। কারণ আপনাকে আমার রীতিমতো বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে। আপনার প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য খুবই সহজ এবং সাদাসিধে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবই ছিলেন প্রথম সিমিস্টার।'

ক্যাম্পিয়ন অবাক দৃষ্টিতে কয়েক পলক বারবারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'হায় ঈশ্বর! আপনি তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে—'

'তাতে অন্যায়টা কোথায়!' হাত নেড়ে ক্যাম্পিয়নকে থামিয়ে দিল বারবার। 'একজন সফল ব্যবসায়ী তো তার উপযুক্ত ছেলের হাতেই কাজ-কারবার দেখাশুনার ভার তুলে দিয়ে যান। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে আমার পিতার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তার কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর রাখতাম না। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এত দিন কিছু জানতে দেননি। মারা যাবার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে একান্তে ডেকে সব দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। তার প্রদর্শিত পথ ধরেই আমি এগিয়ে চলছি।' কয়েক মুহূর্ত নীরব। তারপর বারবার আবার তার কাহিনি শুরু করল। 'মি. লোবেট এত কাল ধরে যে-বইটা আঁকড়ে রেখে দিয়েছেন, সেটা অবশ্য একসময় আমি কুলসনকে দিয়েছিলাম। প্রায় বিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন একমাত্র কুলসনের সঙ্গেই আমাকে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রেখে চলতে হতো। ও অবশ্য আমার আসল পরিচয় জানত না। ওর ধারণা ছিল, আরও অনেকের মতো আমিও রহস্যময় সিমিস্টারের একজন প্রতিনিধি। একদিন কথা-প্রসঙ্গে ও আমার কাছে জানতে চাইল, আসল সিমিস্টারের পরিচয় আমার জানা আছে কি না, বা সেই মুহূর্তে আমি কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম। তাই কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই বলে বসলাম, হ্যাঁ, দেখেছি। এবং তার পরিচয়ও আমার জানা। তারপর থেকে ও প্রতিদিনই সিমিস্টারের পরিচয় জানার জন্য আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারত। ওর প্রশ্নের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই একদিন এই বইটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম, এর মধ্যেই সিমিস্টারের প্রকৃত পরিচয় আছে। আমার কথা বিশ্বাস করে বইটা ও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়ে কুলসনকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার আর প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। এমনকি এই ঘটনাটার কথাও আমি এত দিন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার তরফ থেকে কাজটা যে খুবই বোকার মতো হয়ে গিয়েছিল, সে-বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ।'

সুদীর্ঘ ভাষণের পর নীরব হল বারবার। ক্যাম্পিয়ন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমার আর একটাই জানবার আছে। আপনার বন্ধু ডাচেট রেভারেন্ডের মতো শ্রদ্ধেয় সদাশয় ব্যক্তিকে ফাঁদে ফেলল কীভাবে?'

বারবার অবহেলা করে কাঁধ ঝাঁকাল। সে যে ডাচেটের কাজকর্মে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সেটা তার হাবভাবেই বোঝা যায়। 'নিজের লাইনে ও

BanglaBook.org

অবশ্য খুবই দক্ষ, কিন্তু অনুগত ভৃত্য হিসেবে আদৌ প্রথম শ্রেণির নয়। কেটল-এর মতো এমন একটা আকাট মূর্খ ভাঁড়ের ওপর ওর নির্ভর করা মোটেই উচিত হয়নি। এমনকি নির্বোধটাকে আমাদের কাজে লাগানো হয়েছে বলে আমি নিজেও অত্যন্ত লজ্জিত।'

'হ্যাঁ, আপনার লজ্জার কারণটা আমিও অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারি।' সহজ সুরে জবাব দিল ক্যাম্পিয়ন । 'তবে আমার কৌতূহল রেভারেন্ড সুইদিন কাশকে নিয়ে। তার মতো মানুষের জীবনে যেকোনো লজ্জাকর গোপন ইতিবৃত্ত থাকা সম্ভব, এ কথা বিশ্বাস করাই কষ্টকর!'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল বারবার। 'এই দুনিয়ায় কোনো-কিছুই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার কথাই ধরুন না কেন!' বাকিটা শেষ করবার আগেই বারবার কোটের গুপ্ত পকেট থেকে ছোট মাপের একটা পিস্তল বের করল। বস্তুটি এতই ছোট যে আপাদতদৃষ্টিতে শিশুদের খেলনা পিস্তলের মতো মনে হয়। 'আর কিন্তু কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করবেন না মি. ক্যাম্পিয়ন। এটি দেখতে শুনতে নিরীহ প্রকৃতির হলেও এর স্বভাব-চরিত্র খুব সাংঘাতিক ধরনের। সেই ভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এখন এর প্রতিটি চেম্বারেই কার্তুজ ভরা আছে। তাছাড়া যেকোনো জাতের আগ্নেয়াস্ত্র আমার হাতে পড়লে বড় বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দয়া করে সে কথাটাও স্মরণে রাখবেন। আমি এখন অতিমাত্রায় সজাগ ও তৎপর। বাইরে ঝড়-বৃষ্টির দাপটও অনেক কমে এসেছে। আমার পক্ষে আর বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকা সম্ভব নয়।'

'আমিও তা জানি।' ক্যাম্পিয়ন ম্লান হাসল। 'আর সেই কারণেই আমার সমাধিফলকের ওপর যে দু'ছত্র উদ্ধৃত থাকবে এতক্ষণ ধরে তার খসড়া তৈরি করছিলাম মনে মনে। আমার প্রতি আপনার যখন এত অসীম অনুগ্রহ, তখন আশা করি এই শেষ প্রার্থনাটুকু আপনি পূরণ করবেন। তবে দেখবেন, উদ্ধৃতির মধ্যে কোথাও যেন কোনো ভুল-ত্রুটি না ঘটে। তাহলে মৃত্যুর পরও আমার আত্মা শান্তি পাবে না। কমা, সেমিকোলনগুলোও যথাযথ থাকা চাই। দুটো মাত্র লাইন, আপনার পক্ষে মনে রাখাও বিশেষ কঠিন হবে না।'

ক্যাম্পিয়নের কণ্ঠস্বরে গভীর আগ্রহের স্পর্শ। বারবারও সকৌতুকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির জীব সে বোধ হয় আর কখনও দেখেনি। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই ছিল না ক্যাম্পিয়নের। ও তখন নিজের সমাধিফলকের চিন্তায় বিভোর। সেই সুরেই বলল, 'লাইন দুটো বলছি, মন দিয়ে শুনুন। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে বরাবরের মতো আক্ষেপ থেকে যাবে।

এই খানে আমি চির-নিদ্রিত, অভাগা ক্যাম্পিয়ন,
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—এই ছিল তার পণ।'

BanglaBook.org

শেষ লাইনটা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্বের রেশ ওর কণ্ঠে ফুটে উঠল। এবং বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্ত গতিতে টেবিলের উপর থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা হাতের ধাক্কায় ছুড়ে ফেলল মেঝের উপর। একই সঙ্গে মাথাটা নিচু করে ক্যাম্পিয়ন নিজেও ঝাঁপ দিল ঘরের পিছন দিকে। কাঠের দুটো তক্তা অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে খানিকটা ফাঁক থেকে গেছে সেখানে। ক্যাম্পিয়নের মনে হল তরল একটা অগ্নিপিণ্ড ওর কাঁধের উপর এসে আছড়ে পড়ল, তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি যেন অসার করে দিল সর্বাঙ্গ। তারপর ওর হতচৈতন্য দেহটা কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

লণ্ঠনটাও বারকয়েক দপদপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। পরিত্যক্ত ভাঙা কুঁড়েঘরের মধ্যে একটা জমাট-বাঁধা অন্ধকার। ক্ষণ-পূর্বের দিল-খোলা রঙ্গপ্রিয় বারবারকেও যেন আর চেনা যায় না। এই মুহূর্তে ওর ধূসর দু,চোখে প্রচণ্ড মৃত্যু-ক্ষুধা জ্বলজ্বল করছে। ওর হাতের মুঠোয় ধরা উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রটা যেন সেই মৃত্যুরই মূর্ত প্রতীক। তবে প্রতিপক্ষ প্রকৃতই মারা গেছে কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এবং সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এখান থেকে চলে যাওয়াটাও ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না।

দু-পা এগিয়ে মেঝের ফাঁকা জায়গাটায় ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল বারবার। পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বালল। হাত চার-পাঁচ নিচে লম্বা ঘাসে ঢাকা ভেজা মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ক্যাম্পিয়ন। তার সারা দেহ নিস্পন্দ। সে-দেহে প্রাণ আছে কি না ভালো করে বোঝবার আগেই দপ করে নিভে গেল কাঠিটা। পিস্তলের ছটা কার্তুজের মধ্যে ইতিমধ্যে পাঁচটা খরচ হয়ে গেছে। ক্যাম্পিয়নের এই অভাবিত বেয়াদবিতে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েই পরপর পাঁচবার গুলি করেছিল বারবার। বাকিটা শেষ হতে দিতেও ওর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ক্যাম্পিয়ন মারা গেছে কি না বুঝতে হলে একবার অন্তত তার দেহটা পরীক্ষা করা দরকার।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বারবার মনস্থির করে ফেলল, তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে আবার কুঁড়েঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর দেহের ভারে জরাজীর্ণ কাঠের সিঁড়িটা আর্তনাদ জানাল ক্ষীণ কণ্ঠে। বাইরে বেরিয়ে আর একবার দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করল বারবার, দমকা হাওয়াই সে-চেষ্টা ব্যর্থ হল। অগত্যা অন্ধকারের মধ্যেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পা বাড়াল।

ক্যাম্পিয়নের কাছে পৌঁছতে হলে ওকে এই কুঁড়েঘর পেরিয়ে পিছন দিকে যেতে হবে। বারবার এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ক্যাম্পিয়নের মৃত্যু-সম্পকে সুনিশ্চিত হবার আগে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না। ওর পায়ের নিচে ঘাসে-ঢাকা ভিজে মাটি। তার উপর দিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কোনাকুনি এগিয়ে চলল সে।

BanglaBook.org

এক পা—দু'পা তিন পা—, এবং এই তৃতীয় পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা অস্বস্তির স্রোত বয়ে গেল। ব্যাপারটা কী ঘটল ভাবতে ভাবতে ততক্ষণে আরও দু-এক পা সামনে এগিয়ে গেছে, তখনই ও অনুভব করল ওর পায়ের নিচে যে শক্ত জমি ছিল, তার স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। পায়ের নিচে ভেজা ঘাসের স্পর্শ পাচ্ছে ঠিক-ই, কিন্তু মাটিটা যেন বড় বেশি নরম, থকথকে। বিরক্ত হয়ে লাফিয়ে সেখান থেকে সরে আসতে চাইল বারবার, এক মুহূর্ত আগে হলে ওর সে-চেষ্টা হয়তো সফল হতো—তবে এখন আর কোনো উপায় ছিল না। ইতিমধ্যেই প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে নরম পাঁকের তলায়।

বারবার এবার প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে কাদার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল, ফলটা হল ঠিক বিপরীত। ধস্তাধস্তিতে শরীরটা যেন আরও খানিকটা ডুবে গেল পাঁকের মধ্যে। কিছুক্ষণ আগে বিশেষ করে এই জায়গাটার জন্যই জিল মনে মনে এত বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির এমন আরও কয়েকটা মৃত্যুফাঁদ এ অঞ্চলে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উপর থেকে দেখে সেগুলো সহজে চেনা যায় না।

নিজের বিপদ সম্পর্কে বারবার এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নয়। ওর একমাত্র দুর্ভাবনা, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ এভাবে কর্দমাক্ত হয়ে যাবার ফলে, পালাবার সময় কোনো সূত্র হয়তো পড়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এমন কাদামাখা বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে জনসমক্ষে হাজির হওয়াও যুক্তিযুক্ত হবে না।

বিমূঢ় বিভ্রান্ত চিত্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বারবার। কারণ ইতিমধ্যে ওর মগজে ঢুকছে, কোনোরকম নড়াচড়ার চেষ্টা করলে দেহটা নিজের ওজনের ভারে আরও দ্রুত পাঁকের তলায় ডুবে যাচ্ছে। এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলে বুঝেছে। কিন্তু তাতেও এই অধোগতি পুরোপুরি রোধ হচ্ছে না। অজগর যেমন তার সম্মোহনী শক্তির সাহায্যে শিকারকে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নেয়—ঠিক সেইভাবে বারবারকেও যেন কেউ অমোঘ গতিতে আকর্ষণ করছে অতলে।

বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল, এখন আবার নতুন উদ্যমে ঝরতে শুরু করল। মাথার উপর আলকাতরার চাদর দিয়ে মোড়া অসীম আকাশ, আর পায়ের নিচে এক নিষ্ঠুর, নির্দয় পৃথিবী। এর মাঝে শুধু স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে বারবার। তবে দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, ক্রমশই পৃথিবী তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে নিজের গভীরে। এখন কোমর পর্যন্ত নরম কাদার তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা অসংখ্য ফুল ফুটিয়ে তুলছে তরল কাদার বুকে।

এই প্রথম হিমেল মৃত্যুর অনুভূতি বারবারের চেতনায় ধরা পড়ল। আসন্ন নিয়তিকে যেন প্রত্যক্ষ করল। বুকফাটা একটা আর্তনাদ উঠে এলো ওর গলা

BanglaBook.org

চিরে। সমগ্র গ্রামবাসী বুঝি জেগে উঠবে সেই চিৎকারে। কিন্তু কোথাও কোনো জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না। এমনকি ক্যাম্পিয়নের নাম ধরেও আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকবার, কোনো উত্তর নেই।

তরল কাদায় এখন বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে বারবারের, চিৎকার করতেও কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। কে যেন কঠিন আলিঙ্গনে চেপে ধরেছে ওর পাঁজরগুলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানোও ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শিরায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার অনুভূতি।

গভীর অন্ধকারের মধ্যেই বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল বারবার, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। মুখ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে আপনা থেকে। অদূরে ভরা জোয়ারে খলখলিয়ে নেচে উঠছে সমুদ্র। মনে হচ্ছে এখনই বুঝি ওকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলবে। তবু কাছাকাছি এসেও আর এগোচ্ছে না। যেন চোর-চোর খেলা খেলছে ওর সঙ্গে।

বারবারের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র এখন অবশ্যম্ভবী মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে মরছে, কিন্তু কোথাও একবিন্দু আলোর হদিস নেই। বিশ্বচরাচর সূচিভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা। ওই অন্ধকারের সঙ্গে ওর ভবিষ্যৎও যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

'সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পারব। এমনকি এখনই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি।' স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে ব্যক্ত করল ক্যাম্পিয়ন। তবে ও যে এখনও রীতিমতো দুর্বল, সেটা কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়ে।

বটল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে বসেই কথা হচ্ছিল দুই বন্ধুতে। ক্যাম্পিয়নের সমস্ত শরীরটাই আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে আছে। কেবল মুখের একটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। সে-মুখও দীর্ঘ অসুস্থতায় কৃশ, বিধ্বস্ত। আলি বারবারের একটা বুলেট ওর ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছিল, তাই সেরে উঠতে সময় লাগল এত দিন। প্রায় ছয় মাস কেটে গেছে। এই দীর্ঘদিন ধরে ও শুধু মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিল প্রাণপণে। তবে ধীরে ধীরে সেই পুরনো দিনের ক্যাম্পিয়ন যেন আবার

BanglaBook.org

ফিরে আসছে। বিশেষ করে চোখে পুরু লেন্সের পরিচিত চশমাটায় ওকে আগের মতোই হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত মনে হয়।

গোয়েন্দা-বন্ধু ওর দিকে চোখ তুলে মৃদু হাসল। 'তুমি যথার্থ ভাগ্যবান! অনিবার্য মৃত্যুর পথ থেকে কেউ যে এভাবে ফিরে আসতে পারে সে-কথা বিশ্বাস করাই কষ্টকর। সর্বদাই লক্ষ করেছি ভাগ্যদেবী তোমার ওপর বড় বেশি সুপ্রসন্ন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বোধ হয় সেই মহিলাটি নির্ঘাত তোমার প্রেমে পড়ে গেছেন। তবে তোমার ওই তুর্কি বন্ধুর অকালমৃত্যুতে সকলেই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।'

'জিলের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ!' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল ক্যাম্পিয়ন। 'ও যদি লোকজন ডেকে এনে আমাকে সময়মতো উদ্ধার না করত, তাহলে শুধু রক্তক্ষরণেই আমি মারা পড়তাম।'

'অবশ্য ঐ তুর্কিই যে আসল সিমিস্টার এ বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। ওর আয়ের প্রকৃত উৎস খুঁজে বের করতে গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।' চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে পাইপ ধরাল গোয়েন্দা-বন্ধু। 'এমন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে তা হয়তো তুমি নিজেও ভাবতে পারোনি। বাস্তব সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়, এটা তার জ্বলন্ত নিদর্শন।'

ক্যাম্পিয়ন এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করল না। কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর প্রশ্ন করল, মঁসিয়ে ড্যাচেটের খবর কী?'

'জেরার মুখে একেবারে ভেঙে পড়েছিল শয়তানটা। তুমি তো বেশ কিছুদিন ধরে যমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে, তাই দুনিয়ার সমস্ত খবর তোমার কানে গিয়ে পৌঁছায়নি। সমস্ত কাগজ ফলাও করে এই মামলার ধারা-বিবরণী বেরিয়েছে। বিচারপতি লিভারি তাকে আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। তিনি যে জ্বালাময়ী ভাষায় তার রায় দিয়েছিলেন, আদালতের ইতিহাসে তার নজির নেই।'

'কিন্তু সুইদিন কাশের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও—?'

'সেও আর-এক রহস্যময় কাহিনি।' গোয়েন্দা-বন্ধু মৌজ করে পাইপে টান দিল। 'তোমার সিমিস্টার রহস্যের চেয়েও কোনো অংশে তা কম যায় না! আসলে সৌম্যদর্শন যে-বৃদ্ধকে আমরা এত দিন ধরে রেভরেন্ড সুইদিন কাশ হিসেবে জেনে এসেছি, তিনি প্রকৃত সুইদিন কাশ নয়।'

'তার মানে?' ক্যাম্পিয়ন রীতিমতো বিভ্রান্ত বোধ করল।

গোয়েন্দা-বন্ধুর কণ্ঠস্বর আগের মতোই শান্ত, অবিচল। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্যাপারটা সত্যি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। ওয়েলিন নামে সুইদিন কাশের এক যমজ ভাই ছিল। সেই ভাইটি ছোটবেলায় লেখাপড়া

BanglaBook.org

শেখবার বিশেষ সুযোগ পায়নি। দুজনে তখন কেনসিংটনে একটা ঘর নিয়ে থাকতেন। একদিন রাতে সুইদিন কাশ আকস্মিকভাবে মারা যান। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন সকালে তিনি জানতে পারেন নরফোকের এক গ্রামীণ গির্জায় তাকে সহকারী ধর্মযাজক হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই কর্মস্থলে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল চিঠিতে। ওয়েলিন তখন নিজের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিয়ে সুইদিন কাশ সেজে ওই সহকারী ধর্মযাজকের পদটি দখল করেন। প্রকৃতপক্ষে যে-বাড়িতে তারা বাস করতেন, সেই বাড়ির মালিকের মেয়ের সঙ্গে ওয়েলিনের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এবং মুখ্যত সেই মেয়েটির মাথা থেকেই এমন একটা পরিকল্পনার প্রথম জন্ম হয়। উভয়ের চেহারার মধ্যে এত সাদৃশ্য ছিল যে এই চাতুরীর কথা বাইরের কেউ জানতে পারেনি। পরে হয়তো ওয়েলিন তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর ফিরে আসার পথ ছিল না। ওয়েলিন যখন মিস্ট্রি মাইলের ধর্মযাজক হয়ে বরাবারের মতো নরফোক ছেড়ে চলে আসেন, তখনও সেই বান্ধবী চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কোনো একটা চিঠির মধ্যে পুরনো দিনের এই ঘটনার কিছু উল্লেখ ছিল, এবং দৈব-দুর্বিপাকে সে-চিঠিটা পোস্টমাস্টার কেটলের হাতে পড়ে। কেটলও এর মধ্যে রহস্যের আভাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার ডাচেটের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর তার ফলেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হল হতভাগ্য বৃদ্ধকে। নিয়তি আর কাকে বলে! এমনি করেই হয়তো প্রবঞ্চনার মূল্য দিতে হয় জীবনে।'

প্রস্তরমূর্তির মতো অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল মি. ক্যাম্পিয়ন। নিজের অজ্ঞাতেই ওর বুক ঠেলে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। 'আশ্চর্য!' এমনকি গোয়েন্দা-বন্ধু দ্রুত আরোগ্য লাভের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও ওর পুরোপুরি সম্বিৎ ফিরল না।

বিকেলের ডাকে ক্যাম্পিয়ন বিডির চিঠি পেল।

প্রিয় অ্যালবার্ট

লুগের মুখে খবর পেলাম, আর-কোনো ভয়ের কারণ নেই। তোমার বিপদ কেটে গেছে। তুমি এখন আরোগ্যলাভের পথে। এটা যে আমাদের সকলের কাছে কত বড় আনন্দের খবর, সে-কথা নিশ্চয় তোমাকে নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আগামী শুক্রবারই আমরা সদলবলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মিস্ট্রি মাইলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন খুবই মনোরম। গাছের পাতাগুলোর যেমন রঙ বদলাচ্ছে সেই সঙ্গে আপেলগুলোও পেকে উঠছে রাঙা হয়ে। বছর কয়েক আগে সেন্ট সুইদিন আমাদের বাগানে নিজের হাতে যে-আঙুর গাছটা পুঁতেছিলেন, এবার সেটায় ফল ধরেছে থোকা থোকা।

BanglaBook.org

আমাদের নতুন রেক্টর কিন্তু লোক ভালো। চারটে বাচ্চা, সঙ্গে স্ত্রী। মাস-খানেক হল তারা এসেছেন। দায়িত্বভারও বুঝে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। সেই উপলক্ষে শিগগিরই তিনি একটা পার্টি দেবেন। আমরাও তাতে যোগ দেব।

এদিকে রোমনে্-র বাজারদর জিলকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়েছে। বারবার যা বলেছিল, মিথ্যে নয়। কিন্তু ওই শয়তানটার নামটুকুও আমি আর মনে রাখতে চাই না। ওর কথা মনে এলেই দুঃস্বপ্নে ভরা সেই দিনগুলোর স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে এ কথাও সত্যি, বারবারের আবির্ভাব না ঘটলে মার্লোর সঙ্গেও জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না।

প্রকৃতই আমার এখন সুখের অন্ত নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার অভাবটাও বুকে বাজে। আমার কেমন সন্দেহ হয়, অ্যাডলপেট-ও মাঝেমধ্যে তোমার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে। তোমার শরীর এখন অসুস্থ, তাই চিঠি বড় করতে চাই না। তাছাড়া বর্তমানে দেবার মতো খবরও আর বিশেষ কিছু নেই। যেদিকে তাকাই, স্বর্গত রেভারেন্ডের স্মৃতিচিহ্নই শুধু ছড়িয়ে আছে।–আর হ্যাঁ, কেটল-এর বদলে নতুন যে পোস্টমাস্টার এসেছেন, আমাদের কাডি দারুণভাবে তার প্রেমে পড়ে গেছে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়ে, তাদেরও রীতিমতো স্নেহের চোখে দেখে। সামনের মাসেই ওদের বিয়ে হবে। এখন ওকে খুব হাসি-খুশি দেখায়।

এবং এর সব-কিছুর জন্য মূলত আমার অবদানই সর্বাধিক। সত্যিই তোমার কোনো তুলনা নেই। তুমি অপূর্ব—অভূতপূর্ব!

আন্তরিক ভালোবাসা নিও

বিডি

কফির ট্রে নিয়ে লুগ ভিতরে ঢুকল। এ ক'মাস ওর শরীরের উপর দিয়েও ধকল কম যায়নি। মনিবের পরিচর্যা করতে করতে কত রাত যে ওর বিনিদ্র কেটে গেছে তার লেখাজোখা নেই।

'খুব শিগগিরই দুটো সুদৃশ্য উপহারের বন্দোবস্ত করতে হবে লুগ। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ক্যাম্পিয়ন বলল, ' একজোড়া বিয়ে আসছে সামনে।'

লুগের ঠোঁটের ফাঁকে অনুগত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'মিস প্যাগেটের চিঠিতে বুঝি সেই খবর দেওয়া আছে! রীতিমতো সুসংবাদ সন্দেহ নেই। তবে এবার আপনার একটা বিয়ে করা উচিত। ঘর-সংসারের তদারকি করার জন্যও তো একজন কাউকে দরকার!'

BanglaBook.org

লুগের কথা ক্যাম্পিয়নের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। ও তখন অন্য কথা ভাবছিল। কণ্ঠেও অন্যমনস্কতার সুর। 'আমি ভাবছি, লুগ, এবারে আমি কাজ থেকে অবসর নেব। আমার এই পেশাটা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়, বহু ক্ষেত্রে অপরের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

ক্যাম্পিয়ন নীরব হবার পরও মিনিটখানেক কেটে গেল। লুগ যেন নিজের কানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর দুচোখে বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে খানিকটা। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, আপনি কি আবার অসুস্থ বোধ করছেন, স্যার? আপনাকে কি গরম দুধের সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দেব? শারীরিক দুর্বলতার জন্য মনটাও অনেক সময় বিষাদে ভরে যায়। লক্ষণটা ভালো নয়।'

'বোকার মতো বকবক কোরো না!' ধমকে উঠল ক্যাম্পিয়ন। 'আমি এখন খুব ভেবে-চিন্তেই কথা বলছি।'

'কিন্তু আপনার এই ভাবনা-চিন্তাটাই আমার কাছে কেমন অসুস্থ ঠেকছে!' ছোট্ট করে মন্তব্যটা ছুড়ে দিয়ে লুগ দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ক্যাম্পিয়ন এখন একা। জানালার বাইরে সারা আকাশজুড়ে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ওর চিন্তাগুলোও মনের অন্ধকারে গলিপথে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। একসময় খামসহ বিড়ির চিঠিটা নিঃশব্দে পাশের তাপচুল্লির মধ্যে ফেলে দিল। নীল আগুনের কয়েকটা শিখাই শুধু লকলক করে উঠল জিব বের করে। ঠিক তখনই ভেজানো দরজা ঠেলে পুনরাবির্ভাব ঘটল লুগের।

'একজন বিদেশি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেখা চান, স্যার।' নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে লুগ ক্যাম্পিয়নের দিকে একটা কার্ড এগিয়ে দিল। 'যদি বলেন তো দরজা থেকেই পত্রপাঠ বিদায় করে দিতে পারি!'

কার্ডের উপর এক পলক চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল ক্যাম্পিয়ন।, তারপর অসুস্থ শরীর নিয়েই লুগের পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। অনতিবিলম্বে ও যাকে সঙ্গে করে ফিরে এলো সে-ভদ্রলোক যথার্থই একজন বিদেশি। প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মুখোমুখি দুটো চয়ারে দখল করলেন দুজনে। অল্প ইতস্তত করে ভদ্রলোক তার কোটের পকেট থেকে লম্বা খামে-আঁটা একটা চিঠি বের করলেন। খামের উপর সুদৃশ্য হরফে ক্যাম্পিয়নের নাম লেখা।

খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল ক্যাম্পিয়ন। চিঠির কাগজটাও খুব দামি মাথার উপর রাজকীয় সিলমোহর। টাইপ-করা কয়েক ছত্রের চিঠি। ক্যাম্পিয়ন সাগ্রহে চিঠির মধ্যে চোখ বোলাল।

BanglaBook.org

প্রিয় বন্ধু

প্রথমেই সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো। অবশ্য নিতান্ত প্রাণের দায়েই তোমার কাছে জরুরি এই চিঠি পাঠাচ্ছি। রাজকীয় প্রতিনিধি হিসেবে খুব শিগ্‌গিরই আমার ইন্দোচীন সফরে যাবার কথা। কিন্তু এদিকের নানাবিধ ঝামেলায় আমার কণ্ঠাগত প্রাণ। তুমি কি গতবারের মতো আমার ছদ্মবেশে কাজটা উদ্ধার করে দিতে পারবে?'

তোমারই গুণমুগ্ধ—

পুনশ্চ—কাজটার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা অনেক। এটা হয়তো তোমার কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে মনে হতে পারে। তোমার সাহায্যের আশ্বাস পেলে আমি আর কোনো-কিছুর পরোয়া করি না।

আগের মতো এ চিঠিটাও তাপচুল্লির মধ্যে গুঁজে দিল ক্যাম্পিয়ন। তারপর নিজের লেটারপ্যাডেই সংক্ষেপে বন্ধুর পত্রের জবাব দিল। চিঠি নিয়ে হাসিমুখে চলে গেলেন ভদ্রলোক। আগন্তুক বিদায় নিতেই ক্যাম্পিয়ন লুগের দিকে ফিরে তাকাল।

'লুগ,' ওর কণ্ঠে পুরনো দিনের খুশির সুর, 'আগামী সপ্তাহে শেষের দিকে আমাকে হয়তো বিদেশে পাড়ি দিতে হতে পারে। এবারে তোমাকেও সঙ্গে নেব ভাবছি।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG